পতিতোদ্ধার

বিষয়ক

ও ব্যবস্থা পত্রিকা।

পতিতোদ্ধার সভার সভ্য মহাশয়দিগের
অনুমত্যনুসারে।

সমাচার সুধাবর্ষণ যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত
হইল।

কলিকাতা শকাব্দা।
১৭৭৫

☞ বর্ত্তমান সভালয় ও পত্রিকাগার শ্রীশিবচন্দ্র
মল্লিকস্য ভবন কলিকাতা আমড়াতলা।

অধিক চেষ্টা করে

কোন ব্যক্তি মুসলমানক্রাইষ্ট ধর্ম্মাবলম্বন করতঃ পরে পুনর্ব্বার তাহার পূর্ব্বধর্ম্ম যাজন ইচ্ছা হইলে তাহাদিগের যথা শাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তরূপ "তৌবা,, করিলে পুনরায় অনায়াসে মুসলমান হইয়া সকল মুসলমানের সহিত স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক প্রচলিত হইয়া থাকে তাদৃশ কোন ব্যক্তি কৃশ্চ্যান

উদ্ধার সম্ভাবনা সত্ত্বে ম্লেচ্ছরা পরস্পর প্রতি বিশেষ চেষ্টা করে না

মুসলমানীয় ধর্ম্মাবলম্বী হইলে মতান্তর বিধায় অক্লেশে পুনর্ব্বার কৃশ্চ্যান হইয়া সমুদয় কৃশ্চ্যানদিগের মধ্যে অপ্রভেদ পূর্ব্বক চলিত হয় এই বিশেষ কারণ প্রযুক্ত ঐ সকল ধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিরা পরস্পরকে আত্ম ধর্ম্ম যাজনে বিশেষ অর্থাৎ তদ্রূপ যত্ন করে না যদ্রূপ পশ্চাদুক্ত উপায় সত্ত্বেও নিরুপায় ন্যায় হিন্দু প্রভৃতি চেষ্টা করে, যেহেতু সকল ম্লেচ্ছাদিজন ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিলেও উহাদিগের উদ্ধার পন্থা সুলভ বিধায় তাহাতে স্থায়ী সম্ভব নহে, কিন্তু হিন্দু জাতীয় নিরাশ্রয় নির্ধন

জন দৈবাৎ ভ্রমক্রমে ম্লেচ্ছ ধর্ম্ম এক বার অবলম্বন পূর্ব্বক তজ্জাতি প্রাপ্তো ত্তরকালে তাহার রাগ ভ্রান্তি শান্তি হই লে এবং উক্ত স্বকৃত দুষ্কর্ম্ম প্রতি ঘৃণা জ ন্মিলেও কেবল আক্ষেপে মগ্ন ও মনো দুঃখিত হইয়া চির পতিত থাকিয়া আ জন্মকাল বিবিধ চেষ্টায় উদ্ধার হয় না কেবল ধনাঢ্য অথবা মহদাশ্রিত কোন ব্যক্তি এপ্রকার বিপদে পতিত বিশেষ চেষ্টা করিলে ক্বচিৎ ত্রাণ পায়।

দুঃখি হিন্দুর জাতিপতন হই লে চিরপতিত থাকে

অতএব নিবেদন এবিষয় উত্থাপনের তাৎপর্য্য ম্লেচ্ছদিগের আধুনিক ধর্ম্ম অস্মদাদি সম্বন্ধে উক্ত মতে আক্রমণ ও কৌশল পূর্ব্বক যাজন বিরোধে আমা দিগের প্রাচীন ধর্ম্ম সংস্থাপন এবং তদ্দ্বা রা আমাদিগের দল বল রক্ষণাবেক্ষণ উপায় অন্বেষণ ভিন্নও অন্য কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম ও যুক্তি বিরোধি বিষয় ঐ উপলক্ষে লক্ষ্য হইতেছে যে কোন ব্যক্তি অবোধ

প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা

দোষ ক্ষমা না করা অবিচার কি না।

পুরস্কারে আত্ম সম্বন্ধীয় এমত কোন প্রকার অপরাধগ্রস্থ হইলে যৎ কর্তৃক অন্যের অপকার অসম্ভব পরে তাহার আত্ম ভ্রম প্রকাশ পাইলে তদ্দোষ ক্ষালন কারণ যথোচিত দণ্ড প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার প্রাপ্তে তথাচ যদি সে অপরাধ মার্জ্জনা না হয় তবে তাহা যুক্তি বিরোধি ও অবিচার কি না?

যেমন সকল এ অতি আশ্চর্য্য যে সর্ব্ব প্রকার মহাপাত
অপরাধের দ কাণ্ডি সম্বন্ধে আমাদিগের শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত সত্ত্বে
ও তেমন সক যথা শাস্ত্রে "দণ্ডবত্ প্রায়শ্চিত্তানি ভবন্তি" যথা
ল পাপের "ক্ষারোপ স্বেদ দণ্ডনির্ণোদন প্রক্ষালনাদিভি বাসাং
প্রায়শ্চিত্ত "সি শুদ্ধস্তি এবং তপোদান যজ্ঞৈঃ পাপ কৃতঃ শুদ্ধি
আছে তব "সুপয়ন্তি অস্তির্গাত্রাম্মলমিব তমো ভানুত্তয়াদ্যথা"
কেন বিধর্ম্মে "দানেন তপসাচৈব সর্ব্ব পাপ মপোহতি" ইতি
পতিত হিন্দ হারীতাদি মুনি বচন অস্যার্থ যথা সকল অপরা
মুক্ত হয় না ধের দণ্ড আছে তথা সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত
বিহিত হয়, এবম্প্রকারে সকল প্রায়শ্চিত্তের
মুখ্য ও ক্রমশঃ অনুকল্পবিধি থাকাতেও পরধর্ম্ম
যাজনোপলক্ষে পতিত জন সম্যক প্রকারে বিনীত
ও প্রায়শ্চিত্তাকাঙ্ক্ষী হইলে ইদানী তদ্দ্বারা মুক্ত
হয় না, যদি কহেন যে ঐ সকল ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত
প্রায়শ্চিত্তান্ত করিলে তাহাদিগের দুরদৃষ্ট নষ্ট হয় কিন্তু তথাচ তা
অব্যবহার্য্যার্থ হারা ব্যবহার্য্য নয়, এ কথার অভিপ্রায় কেবল নিন্দা
নিন্দার্থবাদ র্থবাদ মাত্র অর্থাৎ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা নি
স্তার সম্ভাবনায় লোকে ইচ্ছা পূর্ব্বক অত্যন্ত দুষ্কর্ম্মে
সহসা প্রবৃত্ত না হয় দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তকালে পাপ ও তৎ
প্রতিফল উভয়ের প্রত্যক্ষ অভাবে জড়বুদ্ধি পাপা
ত্মার মনে তদংশে সন্দেহপ্রযুক্ত তাহাতে তাচ্ছল্য কর
ণক বিনা প্রতিবন্ধক নিন্দিত কর্ম্ম করিতে পারে, সে
স্থানে অব্যবহার্য্যতা স্বরূপ প্রকাশ্য দণ্ড জন্য ভয়

তাহার প্রতিবন্ধক সূচনায় শূলপাণি প্রদর্শিত পথানু সারে মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য অতি সংযুক্তি দ্বারা প্রায়শ্চিত্তানন্তর মহাপাতকির অব্যবহার্য্যত্ব উক্ত প্রকার শাসনার্থে ব্যবস্থাপন করিয়াছেন তৎ প্রতিপাদনার্থে এতন্মাত্র কারণ দর্শান যে পাপের দুই শক্তি এক নরকোৎপাদিকা অপর ব্যবহার বিরোধিকা, অজ্ঞানকৃত গুরুতর পাপস্থলে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা উভয় শক্তি নাশ হয় জ্ঞানকৃত গুরুতর পাপস্থলে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার পূর্ব্বাংশ যায় পরাংশ থাকে। এই উভয় শক্তি কল্পনার মূল কারণ শাস্ত্রে এই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে মহাপাতকিগণের সংসর্গি ব্যক্তিরা পাতকিবৎ পতিত হয় এই নিমিত্ত পতিতের সহিত ব্যবহার নিষিদ্ধ, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাতকির পাপ নষ্ট হইলে পরে তাহার সহবাসে অন্যজন কি প্রকারে পতিত হইতে পারে এবং তৎসহবাসে তৎকালে কি অনিষ্ট সম্ভাবনা যথা, শিরোনাস্তি শিরঃপিড়া?

পাপের দুই শক্তি

পাপ সত্ত্বেই সংসর্গ দোষ

উক্ত মহাত্মারা ঐ বিষয়ের প্রমাণ প্রদর্শন নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা দ্বারা ও কৌশল পূর্ব্বক যাজ্ঞবল্ক্য মুনির উক্ত যথা "প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ কামতো ব্যবহার্য্যস্তু বচনাদিহজায়তে" এই বচনের অর্থান্তর করেন অর্থাৎ তদ্বচন মধ্যস্থ ব্যবহার্য্য শব্দের পূর্ব্ব "অকার" প্রশ্লেষ করণক এবং

তৎ সাধক অনেকানেক অনুক্ত অভিপ্রায় তাহাতে সংঘটন করিয়া ঐ বচন হইতে জ্ঞানকৃত মহাপ্রাত কির প্রায়শ্চিত্তানন্তর ব্যবহার্য্যত্ব পরিবর্ত্তনে অব্যব হার্য্যত্ব অর্থ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পরন্তু যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতারটীকা মিতাক্ষরাকার ঐ বচন ব্যাখ্যায় স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে জ্ঞানকৃত মহাপাতকাদির প্রায়শ্চি ত্তান্তে ব্যবহার্য্য হইবে মাত্র ভোগান্তে পাপ ক্ষয় পাইবে, এইমতের সহিত মহাত্মা জিকনেরও মতঐক্য হয় যদিও এই চারিজন সংগ্রহকার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দুই জনের মত পরোক্ত দুই জনের মত সহিত প্রকাশ্য অর্থে অত্যন্ত বিপরীত কিন্তু পরস্পর তাঁহা দিগের সূক্ষ্ম মর্ম্ম গ্রহণ করিলে যেন তেন প্রকারেণ সকলেরই স্পষ্ট একই অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে, যে ইচ্ছা পূর্ব্বক্ত উৎকট দুষ্কর্ম্মাদি করণ বিষয়ে নিবৃ ত্ত জন্য প্রতিবন্ধক নিক্ষেপ করা তাহাতে কেহ২ মহাপাতকাদি প্রায়শ্চিত্তানন্তর নিন্দার কারণ অর্থাৎ অব্যবহার্য্যত্ব, অন্যান্য ভয়ের নিমিত্ত অর্থাৎ ভোগান্তে পাপক্ষয়-রূপ শাসন দর্শাইয়াছেন। যদি বল ঐ সকল কথার মর্ম্ম কেবল নিবৃত্তার্থে হইলে দুই পক্ষের ভিন্ন প্রকরণ হইত না অর্থাৎ একের মতে অব্যবহার্য্য অপরের মতে নরক ভোগ, তাহার তাৎপর্য্য দেশ৷কাল পাত্র ভেদ অর্থাৎ এপ্র- দেশে বেদ বিহিত ধর্ম্মাচারী অর্থাৎ হিন্দু জাতির

তস্য টীকায় ব্যবহার্য্য

বিপরীত প ক্ষের মর্ম্মএক

রাজ্য ভ্রষ্টোত্তর ধর্ম্ম শাসনাভাবে ক্রমশঃ অধর্ম্মাচরণ বৃদ্ধি দৃষ্টে জনহিতার্থি ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়িগণ যৎকালে দেখিলেন যে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা জ্ঞানকৃত মহাপাতকাদি হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইবার সম্ভাবনা থাকায় দুরাশয় জনসকল অকুতোভয় উৎকট পাপে রত হয় তৎকালে তাহা নিবারণার্থে যুক্তি দ্বারা উপায় স্বরূপ ব্যবস্থা ধার্য্য করিলেন যে জ্ঞান কৃত মহাপাতকাদির প্রায়শ্চিত্ত করিলে কেবল লোকে ব্যবহার্য্য হয় কিন্তু ভোগ জন্য পাপ রয়, তাহার উদ্দেশ এই যে পাপাত্মারা মহানরকাদি যন্ত্রণা ভয়ে পাপজনক কার্য্য হইতে বিমুখ থাকে।

পাপে নিবৃত্তি জন্য সময়ানুসারে ব্যবস্থা কৌশল

কালান্তরে তাঁহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তি শাস্ত্রকার মহাশয়েরা যখন দেখিতে লাগিলেন যে নরকাদির আশঙ্কা অপ্রত্যক্ষ হেতু হিংস্রক ও দুষ্কামি অসৎ জাতি লোক সকল তদ্বাচনিক প্রতিবন্ধক প্রতি অবজ্ঞা করণক বিনা ক্ষোভে অতি পাপ কর্ম্মে রত হয়, তন্নিবারণ বিবেচনায় পুনরায় ইহাঁরা সদ্বুদ্ধি ও চতুরতায় পূর্ব্বানুবর্ত্তিদিগের মর্ম্ম সাধক কিন্তু প্রকাশ্য অর্থের বিরোধী ও তৎকালোপযুক্ত প্রতিকার স্বরূপ বিধান স্থির করিলেন যে কামনাকৃত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলে নরক নিস্তার হইবে মাত্র, পরন্তু তথাচ অব্যবহার্য্যত্ব রহিবে; ইহাতে তাৎপর্য্য এই

যে কুটুম্ব স্বজন মধ্যে ব্যবহার রহিত হবা ইহ লোকে প্রত্যক্ষ দণ্ড, তাহার পরিহার আবশ্যক হই লেই নিষিদ্ধ কর্ম্মের প্রতিবন্ধক হইবে। ইত্যাদি কারণে প্রতিপন্ন হইল যে কামতঃ মহাপাতকাদি জন্য প্রায়শ্চিত্তানন্তর যে অব্যবহার্য্য এবং নরক ভোগ শব্দ কথিত আছে তাহার স্পষ্টাভিপ্রায় নি ন্দার্থবাদ ও ভয় প্রদর্শন মাত্র, যৎকর্ত্তৃক পাপাত্মা জীব পাপ কর্ম্ম হইতে পরাঙ্মুখ থাকে ইহা স্বীকা র না পাইলে ঐ বিষয়ে অনেক দোষস্পর্শ হয়।

প্রথমতঃ। প্রাগুক্ত দুই পক্ষ মধ্যে কাহার কথা অসত্য বোধ ও অমান্য করা যাইতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ। যদিও ঐ চারি জনার প্রাচীন দুই জন প্রতি দোষোল্লেখ করেন তথাচ এ বিষয়ের শেষ হয় না, যেহেতু তাঁহাদিগের অপেক্ষা প্রাচীন স্মার্ত্ত মহাত্মা ভবদেব ভট্ট যাঁহার মত অদ্যাবধি অনেক বিষয়ে রঘুনন্দনের বিরোধে বলবৎ ও প্রচ লিত আছে নিঃসন্দেহ পূর্ব্বক তিনি স্পষ্ট কহিয়াছেন যে জ্ঞান কৃত মহাপাতকিগণ প্রায়শ্চিত্তানন্তর অজ্ঞান কৃত মত নিষ্পাপ ও ব্যবহার্য্য হয়।

তৃতীয়তঃ। যদ্যপি এই তিনজন মহাত্মার মতো লঙ্ঘন করা শ্রেয় হয় তথাচ বিষ্ণু লিখিতব্য বিস্ফুক্ত বচনের সহিত অত্যন্ত বৈষম্য হয়, যথা ত্যাজ্য প্রক রণে "ব্রাত্যাঃ পতিতাস্ত্রিপুরুষং মাতৃ[illegible] পিতৃতশ্চা

"ত্যজ্যাঃ সর্ব্ব এবা ভোজ্যাশ্চাপ্রতি গ্রাহ্যাঃ" ইতি বিষ্ণুমুনি বচন অর্থাৎ যজ্ঞোপবীতাদি সংস্কার রহিত এবং পতিত ব্যক্তি তিন পুরুষ পর্য্যন্ত গ্রাহ্য কিন্তু অবৈধ ক্ষেত্রজ অথবা ঔরসজাত সর্ব্বদা বর্জ্য ও অগ্রাহ্য ইতি। এই বিষয়ের ঐক্যতায় যাজ্ঞবল্ক্য মুনি সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত প্রতিগ্রহণের বিধি অনুমতি করিয়াছেন।

ঐ তিনের সাধক বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য

চতুর্থ। যদিস্যাৎ এমত স্পষ্টোক্ত ঋষি বাক্য অগ্রাহ্য করিতে ইচ্ছা করেন তথাচ মনু বচনের বিরোধী হয়, যদংশে মনু কামতঃ এবং অকামতঃ উভয় মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা স্থলে কোন পক্ষে ব্যবহার্য্যাব্যবহার্য্য উক্ত করেন নাহি, কেবল যে ব্যক্তি বালক কৃতোপকারি শরণাগত কিম্বা স্ত্রী হত্যা করে তাহার সহিত সহবাস নিষেধ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত যুক্তি সিদ্ধ এবং আবশ্যক।

তথাচ মনুর মত ৪ জন ব্যতীত ব্যবহার্য্য

জ্ঞানপূর্ব্বক অনেকবার নীচান্ন ভোজনাভ্যাসে যে তজ্জাতি সামানত্ব যে তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন সে কেবল প্রায়শ্চিত্ত গৌরবার্থ এবং তাহা মনুর টীকায় কুল্লুক ভট্ট সুস্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন। এই টীকা প্রামাণ্য না গণিয়া যদি কেহ এমত তর্ক করেন যে তজ্জাতি সমানত্ব শব্দের এস্থানে অর্থ প্রায়শ্চিত্ত গৌরবার্থ নহে কিন্তু অব্যবহার্য্য করণ জন্যই নিশ্চিত, ইহা বলিলে বিবাদ মীমাংসা হয় না।

নীচান্ন অভ্যাসে যে নীচত্ব তাহা টীকাহ্ বারি প্রায়শ্চিত্ত গৌরবার্থ

তাহার কারণ এই যে ধর্ম্ম শাস্ত্রে প্রযোজক মহাত্মারা সংহিতাদিতে কাব্যের পদ্ধতি মতে সঙ্কেৎ শ্লেষ ব্যবহার করেন না, বরং তদ্বিপরীতে বচনের স্পষ্টার্থ প্রকাশ জন্য সুস্পষ্টার্থ ঘটিত সরল শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এতাবতা অনেকবার নীচান্ন ভক্ষক পতিতের প্রায়শ্চিত্তান্তে তাহার অব্যবহার্য্য বিধায় গ্রন্থকর্ত্তা পূর্ব্ববৎ তদনুযায়ী স্পষ্ট অব্যব হার্য্য বাচক শব্দ প্রয়োগ করিতেন, অর্থাৎ বাল হত্যাদি সম্বন্ধে প্রায়শ্চিত্তোত্তর যেমত স্পষ্টার্থ শব্দে কহিয়াছেন " যে তাহার সহিত সহবাস করিবে না "।

এস্থলে অ ব্যবহার্য্যমত হইলে ঐ অ নারমতস্পষ্ট লিখিতেন

অপরঞ্চ যদি একান্ত উক্ত সমানত্ব শব্দের অর্থ অব্যবহার্য্যই গ্রহণ করেন তথাবিধ পাপের লঘু গুরুত্ব প্রভেদ প্রযুক্ত বিধানের বিষমতা স্বরূপ দোষ প্রকাশ পায়, যেহেতু স্বেচ্ছা পূর্ব্বক সর্ব্বাপে ক্ষা উৎকট মহাপাতকির প্রায়শ্চিত্তানন্তর যখন মনু অব্যবহার্য্যত্ব উল্লেখ করেন নাই, তখন চণ্ডা লান্ন আহারাভ্যাসী প্রায়শ্চিত্ত পরে অব্যবহার্য্য কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? অতঃপর সুনিশ্চি তরূপে প্রকাশ পাইতেছে যে উক্ত বালঘ্নাদি ব্যতি রেক সকল প্রকার পাতকাদির প্রায়শ্চিত্ত করণোত্তর অব্যবহার্য্যত্ব কদাচিৎ মনুর মত নহে। পুনশ্চ অজ্ঞানকৃত সামান্য এবং অতিপাতকাদির প্রায়শ্চিত্ত

অতিপাপের প্রায়শ্চিত্ত পরে অব্যব হার্য্য উল্লেখ নাহি

জ্ঞানকৃত মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত শ্রুতির উপরসমুদ্ধিনির্ভর করেন, তথাচযাজ্ঞবল্ক্য

স্থাপনানন্তর যৎকালে মনু দেখিলেন যে জ্ঞান পূর্ব্বক মহাপাতকাদির প্রায়শ্চিত্ত প্রায় অসম্ভব কল্পনা তৎকালে কেবল শ্রুতি নিদর্শনোপর নির্ভর করণক তদংশে প্রায়শ্চিত্ত সংস্থাপন করেন। এবং তদভিপ্রায়ে যাজ্ঞবল্ক্য "বচনাদিহ জায়তে" কহিয়াছেন ।

পঞ্চম । যদ্যপিস্যাৎ মনূক্ত মতের অপ্রামাণ্য বোধ করেন কেবল তাহাতেও এবিষয়ের অস্ত হয় না সে বিধায় শ্রুতি প্রতিও বিরোধ উপস্থিত হয়, যে বেদের একটী অনুকূল প্রমাণে অপর সকল শাস্ত্রের কোটীং প্রতিকূল প্রমাণ নিরাকরণ হয় যথা "বেদ প্রণিহিতো ধর্ম্মোহ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ । বেদো "নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভু রিতিশুশ্রম"। নির্দ্দিষ্ট শ্রুতি বিবরণ যথা, ইন্দ্র কামতঃ বহুজন যতি গণকে কুক্কুর দ্বারা ভক্ষণে নষ্ট করেন পরে ব্রহ্ম

উপহব্য

দত্ত উপহব্য নামে প্রায়শ্চিত্তদ্বারা সর্ব্বতোভাবে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়েন ।

শাণ্ডিল্যসূত্র সম্মিলিতশ্রুতি

অপরঞ্চ ভগবান্নাম মাহাত্ম্য প্রকরণে শাণ্ডিল্য সূত্র ভাষ্যকার নারায়ণ তীর্থ স্বামী লিখন " অপি "যশ্চাণ্ডালঃ শিব ইতি বাচম্বদেৎ তেন সহ সম্বসেৎ "তেন সহ ভুঞ্জীত যদ্দ্ব্যক্ষরং নামগিরেরিতং নৃণাং "ইত্যাদি শ্রুতি পুরাণ বচনেভ্যঃ সকৃদমনস্ক সং "কীর্ত্তনেপি দুরিত নিকর ভঞ্জনতো নীচানামপি ব্যব "হার্য্যত্বা উক্তা" "তদবগমাদিতি" শ্রুতি।

অপিচ শ্রীমদ্ভাগবত বচনং।

শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণ ভগবন্নাম মাহাত্ম্য প্রমাণ

"কিরাত হূনান্ধ্র পুলিন্দ পুক্কশা আভীর কঙ্ক
"জবনাঃ খসাদয়ঃ। যেঽন্যে চ পাপা যদ পাশ্রয়াশ্রয়াঃ
"শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ,, অর্থাৎ কিরাত
প্রভৃতি যবনাদি পাপজাতি যে ভগবানের ভক্তাশ্রিত
হইলে শুদ্ধ হয় সেই প্রভু ভগবানকে নমস্কার।

ঐ বচন " প্রায়েন বেদ তদিদং ন মহাজনোয়ং
"দেব্যাবিমোহিত মতির্বত মায়য়ালং ত্রয্যাং জড়ী
"কৃত মতির্মধু পুষ্পিতায়াং বৈতানিকে মহতিকর্ম্মণি
"যুজ্যমানঃ শ্রীধরস্বামী টীকা যদুক্তং কথং তর্হি দ্বাদ
"শাব্দাদি স্মরণ মিতি তত্রাহ প্রায়েনেতি মহাজনো
"মন্বাদি অয়ং ভাব যথা মৃতসঞ্জীবনৌষধ মজান
"ন্তোবৈদ্যা রোগ নির্হরণায় কটুকনিম্বাদীনি স্মরন্তি
"তথা স্বয়ম্ভু শম্ভু প্রমুখ দ্বাদশ ব্যতিরেকে নায়ং মহা
"জনোঽতি গুহ্যমিদমজ্ঞাত্বা দ্বাদশাব্দাদিকং স্মরতি

শ্রীধরস্বামির টীকা

"ইতি। কিঞ্চমায়য়া অলং বিমোহিত মতিরয়ং জনো
"মধু মধুরং যথা ভবিতব্যং পুষ্পিতায়াং পুষ্পস্থানি
"রৈরর্থবাদৈ র্মনোহরায়াং ত্রয্যাং জড়ীকৃতা অতি
' নিবিষ্টা মতির্যস্য অতএব মহত্যেব কর্ম্মণি শ্রদ্ধয়া
"যুজ্যমানো নাল্পে প্রবর্ত্ততে দৃশ্যতেহি প্রাকৃতস্য
"লোকস্য মহতিমন্ত্রাদৌ শ্রদ্ধা অল্পেচাশ্রদ্ধা তস্মা
"দস্য গ্রাহকোনাস্তীতি তৈর্নোক্তং যদ্বা স্বাধিনঃ

"সিংহোস্তি ইতি, এতাবতা শ্বশৃগালাদি নিবারণায় তং
"যথা ন যুঞ্জতে তথা অতি তুচ্ছত্বাৎ পাপস্য ন তন্নি
"রসনায় পরম মঙ্গলং হরের্ণাম স্মরন্তি, যদ্বা নাম
"মাহাত্ম্য জ্ঞানে সর্ব্বমুক্তি প্রসঙ্গাদিত্যেবাদিক্ গ্রন্থ
"বিস্তার ভয়ান্নাতি প্রপঞ্চ্যতে"। অস্যার্থ যদি বল

তদর্থ

মহাপাতকাদি সম্বন্ধে এতাদৃশ সুলভ হরিনাম
শ্রবণ উচ্চারণ রূপ প্রায়শ্চিত্ত সত্ত্বে মনু প্রভৃতি
কি হেতু দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতাদি অনুষ্ঠান প্রায়শ্চিত্ত
বিধান করিয়াছেন। তাহার উত্তর, এই যে যেমন
মৃত সঞ্জীবনী ঔষধী না জানিয়া বৈদ্য রোগ শান্তি
নিমিত্ত কটু নিম্বাদি বিধান করে তদ্রূপ স্বয়ম্ভু শম্ভু
আদি দ্বাদশজন ব্যতিরিক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র বক্তা অতি
গোপনীয় এই ভগবন্নাম মহিমা না জানিয়া দ্বাদশ
বার্ষিক ব্রতাদি তদ্দোষোপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান
করেন এবং অতিশয় মায়া মোহিত ঐ ঐ সকল
লোক মনোহর অর্থ বাদিক সম্পদাদি ফল বোধক
বেদোক্ত কর্ম্মে আশক্ত চিত্ত হইয়া বহ্বারম্ভ ক্রিয়ায়
শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রবৃত্ত হয় কিন্তু সংক্ষেপ সাধ্য যে
অতি মহৎ কার্য্য তাহাতে তাদৃশ আনুরক্তি হয় না,
যেহেতু দৃশ্য হইতেছে যে সামান্য লোকের দীর্ঘ
মন্ত্রাদিতে যাদৃশ অতিশয় শ্রদ্ধা অল্পাক্ষর মন্ত্রা
দিতে তাদৃশ নহে, অতএব তাঁহারা গ্রাহকাভাব
প্রযুক্ত হরিনামাদি প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন নাহি

অথবা যেমন কোন ব্যক্তি স্বাধীন সিংহ সত্ত্বে শৃগাল কুক্কুরাদি নিবারণার্থে তাহাকে নিযুক্ত করে না তেমন পাপ অতি তুচ্ছ তদ্বিনাশ নিমিত্ত পরম মঙ্গল স্বরূপ ঈশ্বর নাম তাঁহারা বিধান করেন নাহি কিম্বা নাম মাহাত্ম্য জ্ঞানে সর্ব্বমুক্তি প্রসঙ্গ হয় ইতি দিগ্‌দর্শন গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে অতি বিস্তার করণাভাব। উক্ত কারণ বশতঃ যদিও শ্রীধর স্বামী এই পর্য্যন্ত লিখিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন পরন্তু এ সময়ের যে প্রয়োজন তাহা সাধনার্থে তদংশে মহা আদিগের অপর যে সকল নিগূঢ় গুহ্য তাহাও প্রকাশাবশ্যক।——যথা——

মনু প্রভৃতি (অল্প সাধো ইতি বচনানুসারে) ভগবন্নামোচ্চারণ স্বরূপ সংক্ষেপ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা না করিয়া ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি মহাপাতকাদি স্থলে ১২। ২৪ বার্ষিক ব্রতাদি ধার্য্য করণের বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে সুদীর্ঘকালে কষ্টসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত যাহাতে মনুষ্যের জীবন ধারণ দুষ্কর তদ্দ্বারা উৎকট পাতকিগণকে পুনরায় দুষ্কর্ম্ম হইতে বহুকাল পর্য্যন্ত নিরবকাশ রাখা এবং অনেক দিন সৎকর্ম্ম অভ্যাসে প্রাচীন কুসংস্কারের পরিবর্ত্তন সম্ভাবনা এবম্প্রকারে তাহার যে অনুকল্প বিধান আছে তাহাও অবস্থা ভেদে অধিক ব্যয় সাধ্য প্রযুক্ত পাতকি পক্ষে মহৎ দণ্ড বোধ হইয়া আগামি কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তের

বৃহৎপ্রায়শ্চিত্তের বিশেষ তাৎপর্য্য

কারণ হয়, এতাবতা তাঁহাদিগের মর্ম্ম এপ্রকারও প্রকাশ পাইতেছে যে উক্ত মত বৃহৎ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পতিতজনের উদ্ধার করা মাত্রই তাৎপর্য্য নহে ঐ উপলক্ষে তাহাদিগের দুষ্ট প্রবৃত্তি নষ্ট চেষ্টাও স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, এই বিশেষ কারণানুরোধে মহাত্মাগণ সাধারণ জন পক্ষে সর্ব্বপাপহারি ভব নিস্তারকারি এমত অতি সুলভ ক্ষণমাত্রে উচ্চার্য্য স্বল্পাক্ষরি জগদীশ্বরের নাম পৃথক্ ও সামান্য দৃষ্টে সুস্পষ্ট পূর্ব্বক বিধান করেন নাহি, নচেৎ যে নাম ব্যতীত কোন প্রকার অশুভ দুরদৃষ্ট খণ্ডনের সম্ভাবনা নাহি এবং যাহা পরম জ্ঞানি ঋষিবর্গ সামান্য কার্য্যারম্ভে যথা আহার শয়নাদি বিষয়ে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা এমত বৃহৎ পাপাদি বিমোচনে বর্জ্জিত রাখিয়াছেন কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? এমত সন্দেহ কেবল আমাদিগের প্রত্যক্ষ ভ্রমমাত্র যেহেতু সর্ব্ব-কার্য্যারম্ভে প্রথমতঃ আচমন আর শুদ্ধ ও তাহা শ্রীবিষ্ণু স্মরণ ভিন্ন বৃথা যদ্দ্বারা লোক সম্যক প্রকারে শুচি ও সর্ব্বকর্ম্মাধিকারী হয় এবং যজ্ঞুল্লেখ ব্যতিরেক যাগযজ্ঞাদি সর্ব্ব প্রকার শুভ কর্ম্ম সমাপন অসম্ভব, এবিধায় প্রতিপাদ্য হইতেছে যে বিনা ভগবন্নাম (কেবল তাঁহারই পাদোদক ব্যতীত) কোন প্রায়শ্চিত্তই নাহি। তত্রাচ যে মহা

সকল প্রায়শ্চিত্তই ভগবন্নাম যুক্ত

জনোক্ত প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বরূপ অপর সকল কার্য্য উপকরণাদি নিয়মবন্ধ আছে তাহা কেবল পতিতের দণ্ড ও পাপাভ্যাসের নিবারণ কারণ, নতুবা কৃত দুষ্কর্ম্মাদি জন্য পাতিত্য হইতে কেবল হরি নামোচ্চারণ অথবা স্মৃতিশাস্ত্র বিহিত বৃহৎ প্রায় শ্চিত্ত ধারণ উভয় মতেই সমতুল্যরূপে পরিত্রাণ হয় যথা কেবল মন্ত্র অথবা ষোড়শোপচার উভয় প্রকর সেই সকল দেবতার অর্চ্চনা সিদ্ধ হয়, কিন্তু মন্ত্র শূন্য বহূপচারেও কোন দেবতার পূজা সিদ্ধ নয়। যেমন দেবার্চ্চনা বিবাহাদি সকল কর্ম্মের মন্ত্রই মূল তদ্রূপ শুচি ও উদ্ধার বিষয়ের ভগবন্নামই সার তাহা বেদে ও পুরাণাদিতে বিস্তার পূর্ব্বক প্রচার আছে।

গঙ্গামাহাত্ম্য কিন্তু **গঙ্গামাহাত্ম্য প্রকরণে**, যে সকল মহাত্মা গণের বচন বহন পূর্ব্বক প্রাচীন ও নব্য সংগ্রহকার মহাশয়রা মান্য ও পূজ্য এবং তৎকারণ বশতঃ তাঁহা দিগের ব্যবস্থা সকলের শিরোধার্য্য সেই সকল মহামুনি বশিষ্ঠাদি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজকগণ বর্ত্তমান সত্বে যখন ভগবান্ কপিলদেব কোপানলে পতিত বিহিত রহিত ভস্মরাশীভূত সগরকুল যদুদ্ধারার্থ প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ ব্যবস্থা উক্ত করণ তৎকালে সক লেরই অসাধ্য বিধায় কপিলদেব স্বয়ং গঙ্গা শলিল স্পর্শরূপ বিনানুকল্প কেবল এক অতি দুঃসাধ্য

দেবদুর্ল্লভ প্রায়শ্চিত্ত উপদেশ করেন, এবং তাহা যে দুষ্কর ও কঠোর চেষ্টা দ্বারা মর্ত্যলোকে আনীত হইয়াছে এবং ঐ মহাবারি স্পর্শে যে প্রকারে ভস্মসার ষষ্টি সহস্র সগর বংশের উদ্ধার হয় তাহাও বিশ্ব ব্যক্ত। অতএব প্রায়শ্চিত্তানন্তর পতিতের অব্যবহার্য্যত্ব যদ্যপি শাস্ত্র মর্ম্মানুযায়ি যথার্থ হইত তবে ভাগীরথী জল স্পর্শে কি বিধান হইতে পারে, অর্থাৎ তাহার ব্যবহার বিরোধ কোন্ শাস্ত্রে বিহিত আছে? "গঙ্গা শলিল পঙ্কানং দেবানামপি "দুর্ল্লভং।" যদি দ্রবময়ীর অম্বু স্পর্শে অতি মহা পাতকাদির সম্যক্ প্রকার নিষ্কৃতি অর্থাৎ নিষ্পাপ ও ব্যবহার্য্যত্ব বিষয়ে কেহ সংশয় করেন তাহা শাস্ত্রোল্লঙ্ঘন ব্যতীত ও শাস্ত্রের বচনানুযায়ি তৎ সন্দেহ জন্য নরক স্বীকার ব্যতিরিক্ত সম্ভব নহে, যথা স্কন্দ পুরাণে "স্নানমাত্রেণ গঙ্গায়াং পাপং "ব্রহ্মবধাদিকং দূরাধর্ষং কথং যাতি চিন্তয়েৎযো "বদেদপি। তস্যাহং প্রবদেপাপং কোটীব্রহ্ম বধো "দ্ভবং। স্তুতিবাদ মিমাংমত্বা কুম্ভীপাকে মহীয়তে। "আকল্প নরকং ভুক্ত্বা ততো জায়েত গর্দ্দভঃ। এতদ্বিধায় ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাবলম্বনে অথবা অন্য কোন প্রকার পাপ করণে পতিত ব্যক্তি গঙ্গা স্নানানন্তর পুনরায় বেদধর্ম্মাচরণ এবং তদ্ধর্ম্মাক্রান্ত লোক সহিত ব্যবহার্য্য হবন ইচ্ছা করিলে সে অবশ্য গ্রাহ্য

গঙ্গাস্নানেন সর্ব্ব নিষ্কৃতি

ও ব্যবহার্য্য হইবে। বরং এমত স্থানে ঐ বচন প্রমাণে তৎপ্রতি আপত্তিকারী হদ্দেষ কারণে বোধ হয় এই মহৎ ভ্রমবশতঃ স্বয়ং পতিত হইতে পারে। তদ্রূপ ভগবন্নাম মাহাত্ম্য প্রতি সংশয়ী।

যদিও কেবল ভগবৎ প্রসঙ্গ অথবা জাহ্নবী-জলে স্নান মাত্র সর্ব্ব পাপ বিনাশের প্রধান কারণ, পরন্তু মহাজনাদি প্রাগ্-দর্শিত কারণাদি বশত অতি সদ্যুক্তি সম্মত পৌনঃপুন্য অত্যুৎকট দূষিত কর্ম্মাদি সঞ্চার সংহার এবমপি পাপ প্রবৃত্তি পক্ষে একের দৃষ্টান্তে অন্যের উদ্বোধ স্বরূপ সংস্কার জন্য সামান্য প যে সকল প্রায়শ্চিত্ত প্রণালি পূর্ব্বক পাপ বিশেষে ক্ষে অতি স বিধি করিয়াছেন তদ্বিপরীতাচরণে পূর্ব্ববৎ প্রত্য লভ প্রায় ব্যয় প্রত্যক্ষ ভাসমান, যেহেতু অধম জাতি পাপা সক্ত অস্ম ত্মাগণ ষড়রিপুবাহন পশুবৎ আশু অসৎ পথেই পন্থুক্ত গমন করে এতাদৃশ জন সম্বন্ধে পাপ বিনির্ম্মুক্তি নিমিত্তে বিনা তপ দানাদি শুদ্ধ হরি সংকীর্ত্তন কিম্বা গঙ্গাবগাহন রূপ এমত অনায়াস সাধ্য প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থাপন তাহাদিগের পাপ প্রবৃত্ত্যংশে প্রকারা ন্তরে অভয় প্রদান, যেমন খড়্গপাণি দস্যু প্রতি চর্ম্ম বর্ম্ম সমর্পণ, কারণ তাহারা এতদ্বিধায় নির্ভয় প্রায় যদিচ্ছা পূর্ব্বক যথা শক্তি সম্ভব ক্রমিক দুর্দ্ধর্য্য নিষি দ্ধ কার্য্যে অহরহ প্রবৃত্ত রহিয়া এক এক বার ভগব ন্নাম স্মরণ অথবা গঙ্গাস্নান দ্বারা পাপক্ষয় করিতে

পারিবে। এতম অবস্থায় সুলভ ব্যবস্থায় ভবি
ষ্যৎ দুষ্কর্ম্ম পক্ষে কোন প্রকার ব্যাঘাৎ বা চিন্তা
কিঞ্চিন্মাত্র না থাকিা বরং ঐ নাম ও স্নান
রূপ অখণ্ডনীয় চর্ম্ম বর্ম্ম বলে গর্ব্বিত হইয়া অত্যন্ত
সহসা অনিবার্য্যা তৃষ্ণাতুরা মত্তমাতঙ্গিনী ন্যায়
বিচিত্র গামিনী কামনারূঢ় তত্ত্বাংকুশ বর্জ্জিত মূঢ়
লোভ তৎপর পামর দুস্তর কুৎসিত কর্ম্ম সাগর
প্রতি অবিশ্রাম ধাবমান থাকিবে।

এতদ্রূপ উদাহরণ উপস্থিত স্থলে ক্লেশ ব্যয়
সাধ্য প্রায়শ্চিত্ত দণ্ডাশঙ্কায় যে অধিকাংশ মধ্যম
জাতি লোক অবিদ্যা মোহিত ভোগজনক দুষ্ট
ইচ্ছা বলবতী বিধায় কষ্টে তাহা ত্যাগ করিয়া
থাকে, তাহারাও উক্ত ন্যায্য শাসনাভাবে ক্রমশঃ
কুপথগামী হইতে পারিবে। যেমন তরনীযানে ভীত
লোক নদী পারাবার ইচ্ছা থাকিলেও তাহা করে
না কিন্তু সুলভ সেও প্রাপ্তে নিবৃত্ত থাকে না।

দণ্ডাভাবে পাপাচরণ বৃদ্ধি

এতাবতা প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থায় সাধারণ পাতকি
পক্ষে তপদানোপলক্ষে দণ্ড বা শাস্তি শুদ্ধ ভগবন্না
মাদি মাহাত্ম্য দ্বারা খণ্ড ও নাস্তি করিলে পাত্রা
পাত্রাবিবেচনায় হিতেবিপরীত বিধায় চরমাবস্থায়
রাজসিক ও তামসিক লোক সমূহ মধ্যে প্রবঞ্চনা
অপহরণ ছলনা বিশ্বাস হনন পরস্পর প্রতি বৃদ্ধি
প্রাপ্তে ক্রমশঃ ধর্ম্মের গ্লানি প্রাণি হানি প্রভৃতি

ক্ষেত্রে জগ্য উৎপাতের কারণ জন্মিবে, যাহাতে অরাজক জন্য
... নক এককালে পুণ্য শূন্য জগতের সৃষ্টি লোপাপত্তি
অচিরে সংঘটন হইবে।

অতএব পূর্ব্বোক্ত কারণাদি প্রতি বিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক জনহিতৈষি নিদানদর্শি মহর্ষি বর্গোক্ত যথা যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত সামান্য ও আশ্রমি জীব সম্বন্ধে মাত্রেই অত্যন্তাবশ্যক ও অতি কর্ত্তব্য জানিয়া সুবিবেচক অধ্যাপক মহাশয়েরা ব্যবস্থা করেন, যেহেতু তাহার অবহেলনে যথোক্ত বহুবিধ বিঘ্নোপদ্রব ব্যতিক্রম সম্ভব। শুদ্ধ ভগবন্নামাদি মাহাত্ম্য দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত বিধি কেবল উত্তম জাতি মানব অর্থাৎ উদাসিন সত্ত্বগুণাবলম্বি ব্যক্তি কদাচিত ভ্রমবশতঃ কোন নিন্দনীয় কর্ম্মে পতিত হইলে সেই পক্ষেই অর্হে, কারণ এমত জন ঐ প্রকার স্বকৃত মলিন কর্ম্ম কর্ত্তৃক অত্যন্ত অনুতাপিত ও ম্রিয়মান হইয়া পরিত্রাণ মত্রে প্রাচীন সংস্কার বশতঃ স্বকীয় পন্থানুসারি সৎকর্ম্ম জপ তপস্যা ভজন সাধনে প্রবৃত্ত থাকে।

আমাদিগের দেখা উচিত ম্লেচ্ছাদি ধর্ম্মাবলম্বনে কোন্২ বিষয়ে দোষ উৎপত্তি হয় ও তাহা কি কি অংশে এপক্ষে শাস্ত্র ও যুক্তি সিদ্ধ বিচার সম্মত আপত্তি বিধান হইতে পারে ?

ম্লেচ্ছ ধর্ম্ম যা কি হিন্দুর কি কি দোষ

প্রথমতঃ ঈশ্বর বিষয় বোধে তাহাদিগের দোষ সম্ভব নহে যেহেতু উহারা ঈশ্বরানুসন্ধান জন্যই অপর ধর্ম্ম অবলম্বন করে এবং কৃশ্চ্যান ও মহম্মদি প্রভৃতি মধ্যে কোন সম্প্রদায়ই অনীশ্বর বাদী নহে, কেবল নিরুপাধি পরমাত্মা প্রতি স্ব স্ব সম্বন্ধীয় উপাধি কল্পনা দ্বারা তাহাতে বিশেষতঃ তদ্রূপ বিশেষ্য বিশেষণ আরোপ করণক আত্মাময় বস্তুকে প্রাকৃত বস্তু স্বরূপ বর্ণনা করা তাহাদিগের ভ্রান্তি এবং তদনুযায়ি উপাসনার মতান্তর বিধায় এপক্ষে বিরোধী মাত্র, যেমত মুসলমানদিগের ঈশ্বরোক্ত বোধে এমত প্রতীতি আছে যে " ঈশ্বরো নাস্তি কিন্তু

কৃশ্চ্যানাদি ঈশ্বর বাদী

সেই পরমেশ্বর যাঁহার দূত মহম্মদ ,, এব

ম্প্রকারে কৃশ্চ্যনগণেরাও ঈশ্বর বাক্য

জ্ঞানে এপ্রকারব্রাচ্য করেন যে " তিনিই

পরমেশ্বর যাঁহার পুত্র ঈশুক্রাইষ্ট' ই

ত্যাদি উপাধি মাত্র ত্যাগ করিলে ভগ

বদ্বিষয়ে প্রায় পরস্পর নির্ব্বিরোধী ।

অধিকন্তু সারদর্শি মতে ঐরূপ উপাধি

হেতু বিরোধ ইত্যাদি তত্ত্ববোধ ও সূক্ষ্ম

বিবেচনায় সমতা পায়, যে যদ্রূপ কীট

পতঙ্গাদিকে আমাদিগের সামান্য দৃষ্টে

বোধ হয় অতি ক্ষুদ্র ও হেয় জীব, পরন্তু

যখন তদবস্থায় তাহাদিগেরও অধিকার

আছে যে জগদীশ্বরকে স্ব স্ব প্রভু ও পিতা

স্বরূপ জ্ঞান ও সম্বোধন করা, এবং পরি

চয় দেবা, তখন মনুষ্যতো তদপেক্ষা

সৌভাগ্যবান্, তদংশে অনধিকারী কি প্র

কারে হইতে পারে ? এতাবতা প্রতিপন্ন

হইল যে যথার্থ জ্ঞান মতে উক্ত ধর্ম্মাদি

যাজী ঈশ্বর মান্যাংশে দোষী নহে কেব

ল ধর্ম্ম কর্ম্ম বিভিন্নতায় উপাসনা বিপ

তৎসংসর্গী ঈশ্বর বিষয়ে দোষী নহে

রীত বিধায় তাহারা হিন্দু সম্প্রদায় অপরাধী মাত্র।

অখাদ্যাদি ব্যবহার ও শাস্ত্রে তাহার প্রতিকার

দ্বিতীয়তঃ অখাদ্য অপেয় অগম্যা ব্যবহারাচরণ করণ কারণ তাহারা উৎকট দোষী ও প্রায়শ্চিত্তার্হ বটে, কিন্তু শাস্ত্রে ঐ সকল পাপের বিবিধ প্রকার প্রায়শ্চিত্ত সত্ত্বে পতিত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তাকাঙ্ক্ষী হইলে তাহাকে তদ্দ্বারা উদ্ধার না করিলে আমাদিগকেও শাস্ত্র অমান্য জন্য অধর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে এবং ঐ সকল প্রায়শ্চিত্তাদি যদি এসকল কর্ম্মে প্রয়োগ না হয় তবে কি কার্য্যে লাগিবে ও কি উদ্দেশে সৃষ্টি হইয়াছে? অপিচ যদি সে প্রায়শ্চিত্তে সন্দেহ হয় তবে ঐ সকল কর্ম্ম পাপজনক কি প্রমাণে নিশ্চয়?

অপরঞ্চ মহাশয়রা বিবেচনা পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে সুগোচর হইবে যে উপ

স্বেচ্ছাচারীব্যক্তি জাতিপতন্য কারণ হয় অথচ তদ্বর্জিতকে।

হিত বিষয় প্রতি বর্ত্তমান কালীয় ব্যব
হারানুযায়ি আপত্তি উপযুক্ত নহে যে
হেতু ইদানী এই মহানগর কলিকাতাস্থ
অনেক হিন্দুতে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ দোষ
কিয়দংশে দ্বিবিধ কিঞ্চিদংশে একবিধ
অত্যল্পাংশে অস্বকৃত বোধে নির্দ্দোষ
কিন্তু সংসর্গ সহকারে তাহাতেও তুল্য
দোষ, এবং ইহার নিকটস্থ অন্যান্য গ্রাম
বাসিগণেতেও আংশিক দোষ স্পর্শ হই
য়াছে, এতদ্বিধায় যদ্যপি উক্ত দোষ জন্য
(যাহাই ম্লেচ্ছযাজি হিন্দুর পক্ষে চির
পতনের প্রধান কারণ প্রকাশ পাইতেছে)
লোকের জাতিপতন স্বরূপ দণ্ড করা
উচিত হয় তবে ঐ বিষয়ের সীমা কি

তাহাদিগের প্রতি দোষ তাৎপর্য্য নহে

পর্য্যন্ত যায় তাহা মহাশয়রা নিরূপণ
করিবেন। এতাবতা স্বেচ্ছাচার আহার
ব্যবহারীয় চর্চ্চা ইতি মধ্যে উত্তোলনে
তদ্ভোগি মহাশয়দিগের প্রতি দোষ নি
ক্ষেপ কোন মতে আমাদিগের উদ্দেশ

নহে, বরং তাঁহাদিগকে মধ্যবর্ত্তী স্বরূপ স্থাপনা পূর্ব্বক ও নিম্নে লিখিতব্য মতে তাঁহাদিগের বল আশ্রয় করণক পতিত ব্যক্তিদিগের উদ্ধার চেষ্টা করা, নচেৎ ঐ সকল তেজস্বি মহাশয়দিগের সুখ ভোগাদি কার্য্যেতেই যে যথার্থ কোন দোষ জন্মে কি না তাহা বিশেষরূপ না জানিয়া সামান্য চলিত মতে তৎ কার্য্য প্রতি দোষারোপণে অস্মদাদি অপরাধি হইবার সম্ভাবনা, কারণ আমাদিগের বেদ ও তন্ত্রাদি মতাবলম্বিত শাস্ত্র সকল সমুদ্র তুল্য অকূল যন্মধ্যে বহুবিধ বিষয় এক মতে নিষিদ্ধ অন্য মতে বিধেয় যথা বামাচারি শাক্ত মত তথা মহা নির্ব্বিকারি পরমহংস পন্থা, বৈষ্ণব ও যতি ধর্ম্ম সহিত পরস্পরের প্রতি যোজনায় একের বিধি ব্যবহার অন্যের বিপরীত লক্ষ হয়, পরন্তু ঐ চতুর্ব্বিধ সাধকই আমাদিগের পক্ষে পূজ্য ও মান্য তন্নি

শাস্ত্র বহুবিধ প্রযুক্ত খাদ্যা খাদ্যের মত্তা মত্ত নানা প্রকার

মিত্ত উক্ত মত ব্যবহারাদিতে দোষ নি
র্ণয় করণে অতিশয় সংশয় প্রত্যক্ষ হয়
অতএব যদিও যথেষ্টাচার আহারাদি
দোষ জন্য গণ্য হয় কিন্তু যখন প্রায়
সকলই (যন্মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠবর্ণ মহাম
হোপাধ্যায় কুলীন মহাশয়রাও আছেন
উক্ত প্রকার ব্যবহার না করিয়া কুচিৎ
স্নেহ কদাচিৎ অনুরোধ কখন দয়া কুত্র
পি লোভ কিম্বা ক্ষোভ বশতঃ নিষিদ্ধ
ব্যবহারি ব্যক্তিগণ সহিত (যাহারা এ
ক্ষণে হিন্দু মধ্যে দলে বলে অধিক প্রতি
নিশ্চিত ভূত সম্যক্ প্রকারে প্রচলিত
আছেন তথন স্বকৃত স্লেচ্ছধর্ম্মাবলম্বি
(যাঁহাদিগের দোষ বাস্তব নিষিদ্ধ ব্যব
হারি ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা অধিক গুরু
তর নহে) শাস্ত্র সম্মত প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার
ও উত্তীর্ণ হইলে পরে তাহাদিগকে
আমাদিগের সহিত চলন করণে কি
হানি সম্ভাবনা আছে?

যখন স্বেচ্ছা
চারী অপেক্ষা
স্লেচ্ছ ধর্ম্মাব
লম্বির দোষ
অধিক নহে
তখন প্রায়শ্চি
ত্তোত্তর তৎ স
হিত ব্যবহা
রে কি হানি?।

তদনন্তর নিরুপেক্ষ শাস্ত্রদক্ষ জাতি কুলাধ্যক্ষ ধর্ম্মাশ্রয় মহাশয়গণ কৃপাব লোকন পূর্ব্বক বিচার করিতে আজ্ঞা হয় যে যৎকালীন কশ্চিৎ ধনাঢ্য অথবা মহদাশ্রিত ব্যক্তি কোন কারণ বশতঃ সর্ব্বতোভাবে মুসলমানীয় ধর্ম্মাচরণ করি লক পতিত হইয়া পুনরায় ধনবলে উদ্ধা র হয়, এবম্প্রকারে কোন ব্যক্তি সমুদয় নিয়মানুসারে মিসনরি চর্চ্চে বেপটাইষ্ট হইয়া কোন প্রবল মহাত্মার সহায়তায় পুনর্ব্বার ত্রাণ পায় পরে ঐ প্রকার উদ্ধৃত সকল ব্যক্তি হিন্দু সম্প্রদায় স্বচ্ছন্দ পূর্ব্ব ক অবিবাদে সম্যক প্রকারে প্রচলিত আছে, এতদ্দৃষ্টান্তে অপর সাধারণ নিরাশ্রয় নির্ধন পতিতগণ পক্ষে তৎ পরিমিত করুণানুকূল্য প্রকাশ না করিয়া তাহা হইতে যাবজ্জীবন তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখা ধর্ম্মতঃ ও

ধন জন বলে পতিতের উদ্ধার, তদভাবে বঞ্চনা, পক্ষপাত কি না?

যুক্তি সম্মত স্পষ্ট পক্ষপাত ও অবিচার কি না? তজ্জন্য নিতান্ত ন্যায্য বোধে ও তৎকর্ত্তৃক বিশেষ দৃঢ় ভরসা পূর্ব্বক প্রার্থনা যে মহাশয়দিগের সদৃশ সদ্বংশ জাত মহোদয় জাতিকুলাশ্রয় মহাত্মা গণ ঐ সকল অন্যায় অঙ্গাঙ্গি রহিত করিয়া দেশ কাল ব্যবহার দৃষ্টে শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্মাভিপ্রায় সম্মত এবং ন্যায় ও যুক্তি সংযত সাধারণ পক্ষে বিনা গণতা সমতা বিধায় বিচার করিতে অবশ্যই আজ্ঞা করিবেন। যেহেতু পতিতের পরিত্রাণ লোকের জাতিকুল দান বিশেষতঃ সাধারণ পক্ষে সমান অকুতো ভয় বিনা লোভ গণতা রহিত ক্ষমাবান ও শাস্ত্রের সর্ব্বাংশে তুল্য দৃষ্টি ও দাঢ্য পূর্ব্বক সম্মান মহান ও অতিপ্রধান সর্ব্বতো ভাবে যোগ্য প্রতাপবান [যাঁহারা মহদ্বং শজাত প্রযুক্ত স্বভাবতঃ পরদুঃখে দুঃখী ও পরদায়ে কাতর] কর্ত্তৃক মনোযোগ

অতএব দেশ কাল বিবেচনায় সমস্ত বিধায় বিচার করুন।

মহত্তের সাহায্য ভিন্ন পতিত ত্রাণ দুঃসাধ্য

ও সুরঙ্গ প্রকাশ ব্যতীত অন্যের দুঃসাধ্য,
তদ্দিতর নিষ্ঠুর সাহঙ্কারি বিদূষক পর
ছিদ্রানুসারি জন কর্তৃক বরং এমৎ
মহৎ কার্য্য সাধনোদ্যোগে অন্যায় প্রতি
কূল তর্ক আপত্তি বহুবিধ ব্যাঘাৎ সম্ভব।
যেমন তাঁহাদিগের মধ্যে কোনং পাণ্ডি
ত্যাভিমানি ব্যক্তি উপস্থিত বিষয় স্বম্বন্ধে
কহেন "যে এমত প্রকরণ একাকার
করিবার লক্ষণ" কিন্তু কি চমৎকার
হিতে বিপরীত ব্যবহার। প্রাগুক্ত রূপ
বিনা প্রায়শ্চিত্ত সুখোন্মত্ত সর্ব্ব প্রকার
ব্যবহারে রত স্বেচ্ছাচারিগণ সহিৎ
যাঁহারা অম্লান বদনে অন্নাদি ভোজন
প্রভৃতি সকল করণ কারণ করিয়া আসি
তেছেন তাঁহারাই এমত পতিতকে যে
যাহারা ঈশ্বরানুসন্ধান জন্য ভ্রমক্রমে
ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাবলম্বি হয় প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা
সংগ্রহণে ভূরিং আপত্তি ও বিতরাগি
তদুদ্যোগি পক্ষ প্রতি ঐরূপ কটাক্ষ

তদ্বিতর জন কর্তৃক বরং ব্যাঘাৎ সম্ভব।

করেন। হায় কালের কি অপূর্ব্ব গতি লোকের কি বিচিত্র মতি ধর্ম্মানুষ্ঠানের কি অদ্ভুত রীতি পদ্ধতি ! যথা বৃথা মাংসাসী বৈধমাংস প্রতি দ্বেষী, আত্ম মতই প্রবল অতি লেই তাঁহাদিগের স্মৃতি অপরন্তু কিন্তুবিষ্ম্রতি"

ইতিপূর্ব্ব মহাত্মাগণ কত শত অধম ও পতিত ত্রাণ করিয়াছেন যথা অধম নিস্তারি জনহিতকারি ৺ চৈতন্য দেব ভগবন্নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তণ দ্বারা কএক জন জাত মুসলমানকে উদ্ধার করণক হিন্দু মণ্ডলি মধ্যে উচ্চ ও বহুজন পূজ্য পদ দেন, এবং স্বর্গগত পরোপকার রত রামদুলাল সরকার মহাশয় কঞ্চিৎ মুসলমান ধর্ম্মে বিগত পতিত হিন্দু ব্যক্তিকে উদ্ধারান্তে বৃহৎসমারহ পূর্ব্বক সমনুয় দ্বারা হিন্দুজাতি মধ্যে পুনর্ব্বার চলন করেন।

ইতিপূর্ব্ব মহা
ত্মারা জাত্যা
ন্তর ম্লেচ্ছ উ
দ্ধার করিয়া
ছেন।

অধুনাও অনেকানেক সদ্বিবেচক

মহাশয়গণ আত্ম২ পরিবার স্বজন মধ্যে
কখন কোন বালক কৃশ্চ্যান ধর্ম্মাবলম্বন
করিলে ও তাহা বিশেষ ব্যক্ত না হইতে
তাহাকে প্রাপ্ত হইলে অতি সং
গোপন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত কর
ণক তাহাকে স্বপরিবারে ও সমাজে
চলন করিয়া থাকেন, তদ্দোষোপলক্ষে
তাঁহাদিগকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা
করিলে কালের গতি প্রযুক্ত অর্থাৎ ঐ
সকল প্রাতঃস্মরণীয় জনাভাবে তাঁহারা
ভীত হইয়া তদুত্তরে সর্ব্ববাদি সম্মত যে
প্রসিদ্ধ প্রবঞ্চনা চলিত আছে তাহাই
অবলম্বন পূর্ব্বক কহিয়া থাকেন যে " সে
সকল জনরব কেবল অপবাদ মাত্র "
পরন্তু পতিত বালকের অন্বেষণ ও আয়
ত্ত বিষয়ে বিলম্ব হইলে এবং তৎসম্প
কীয় বিধর্ম্মাচরণ বিস্তার পূর্ব্বক প্রকাশ
পাইলে লোকভয় প্রতিবন্ধে তাহার

ইদানী কেহ২
গোপনে প
িত্ত সংগ্রহ
করেন।

পিতা মাতাদি জীবিত পুত্র শোকাকুলে
মগ্নভূত চিরদিন দীন প্রায় দুঃখে দিন
পাত করে।

এতন্নিমিত্ত প্রবিধান করিতে
অনুমতি হয়, ধর্ম্মাশ্রয় মহাশয়রা, ! যে
ঐ সকল প্রাচীন মহাত্মাদিগের জন নি
স্তার যশোবিস্তার বৎ উক্ত সৎকর্ম্ম সকল
আমাদিগের সর্ব্ব সাধারণ পক্ষে উদ্বোধ
স্থল স্বরূপ গ্রহণ করা উচিৎ এবং তৎ
পথ প্রদর্শনানুসারে তাঁহাদিগের পশ্চাৎ
গামী হইয়া শাস্ত্রে সম্পূর্ণ ব্রাত্য সংস্থা
পন করিয়া ভ্রান্তিবশতঃ ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাব
লম্বন নিমিত্ত জাতিভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগের
প্রার্থনামতে সাধারণ সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট
রূপে উদ্ধার করণ ও তজ্জাতীয় সমগ্র
ব্যক্তির সহিত চলন বিষয়ে স্পষ্ট অনুজ্ঞা
প্রদান করুন, যদ্দ্বারা পতিতোদ্ধার
স্বরূপ ধর্ম্মলাভ ব্যতিরিক্ত পূর্ব্বোক্ত অবি
চার বিষয়ে যাহা শাস্ত্র বিপরীত, কিন্তু

মহাত্মাদিগে
র পশ্চাদ্গা
মী হইয়া প
তিতের নিষ্কৃ
তি করুন।

একর্ম্মে ত্রিবি
ধ ধর্ম্ম ও উভ
য় লোকে ক
ল

ব্যবহার সহকার প্রযুক্ত প্রায় চলিত
আছে যথার্থ বিচার করণক এঅংশেও
ধর্ম্ম সংস্থাপন করা হয়, এবং তথাবিধ
আমাদিগের শাস্ত্র উক্ত মত সম্পূর্ণ দৃঢ়তা
পূর্ব্বক পালনে তদংশেও ধর্ম্ম সঞ্চয়,
এতাবতা নিশ্চয় যে একর্ম্ম দ্বারা অনা
য়াসে ত্রিবিধ ধর্ম্ম লাভ সম্ভব, এবং
তদ্ধর্ম্মাৎ উপস্থিত ব্যাপারে সানুকূল ও
সহকারি সকল ব্যক্তি সম্বন্ধে পরলোক
নিস্তার ইহলোকে পরোপকার হেতু
যশোবিস্তার।

এ বিষয় সিদ্ধা
সিদ্ধ দুইবিধা
য় উদ্যোগি
পক্ষ পুরস্কৃত
এবং প্রতিযো
গী তিরস্কৃত

যদিও কোন প্রকার দৈব ঘটনাৎ
এবিষয় আপাতত সুসিদ্ধ না হয় তথাচ
উদ্যোগিগণ আত্ম আত্ম সাধ্যানুসারে
প্রতিকার চেষ্টা করণক উক্ত ধর্ম্ম ও
প্রতিষ্ঠা অংশে প্রায় তুল্য ফলভোগী,
পরন্তু তদ্বিপরীতে প্রতিযোগি ব্যক্তিরা
উভয়াংশেই অপুরস্কৃত অর্থাৎ এবিষয়
ভ্রষ্ট হইলে অখ্যাতির নিমিত্ত এবং

সকল হইলেও কাপুরুষের কারণ হইবেন।

অপরঞ্চ যে যে ব্যক্তি অবোধ পুর স্কারে এই মহৎ উদ্যোগ ভঙ্গ করিবেন তাঁহাদিগকেও এই ব্যবস্থা চলনাভাবে কালেতে স্বতঃ পরতঃ উক্ত মত ব্যভি চারে পতিত দায়গ্রস্তভূত এবং তদু দ্ধার উপায় রহিত প্রযুক্ত চিরকাল রোদ ণ করিতে হইবে ও তখন উপস্থিত কর্ম্ম সম্পর্কে বিপক্ষতা স্বরূপ স্বকৃত কার্য্যের প্রতি ধিক্কার পূর্ব্বক আক্ষেপ সার হইবে।

ইহার প্রতিফ লভ। পরে আ ক্ষেপের কার ণ হইবে

এমত কেহ ভ্রান্তি না করেন যে এদায় তাঁহার স্বকুলে ঘটিবে না, কারণ যখন এপ্রদেশে মিসনরি দস্যুদল ধনে জনে ছলে কৌশলে অতি প্রবল রাজসাহায্যে দর্পিত সর্ব্বদা সকল স্থানে সচেষ্টা সন্ধানে দিনে দিনে বৃদ্ধি পূর্ব্বক প্রবৃত্ত আছে তখন কে কতক্ষণ সাবধানে সমর্থ হইবেন এবং সে বিপদে পড়িলে কাহার দোহ

এদায়ে কেহ নির্লিপ্ত থাকি তে পারিবেন না।

ই দিবেন যেহেতু উক্ত মত বিপদগ্রস্ত দিগের যে রোদণ তাহা উপস্থিত বিচার কর্ত্তারা তদ্ধর্ম্মাক্রান্ত প্রযুক্ত মহোল্লাস যুক্ত শ্রবণ করেন।

অতঃপর সদ্গুণাকর সুবিজ্ঞবর মহাশয়েরা উদিত বিষয় প্রতি মনোযোগ পূর্ব্বক বিশেষ বিবেচনা করিয়া বর্ত্তমান সময়কে শেষ সাবকাশ জানিয়া হিন্দু জাতির চিহ্ন থাকিতে এমত বিহিত উপায় ত্বরায় করিতে আদেশ হয় যদ্দ্বারা পৃথিবী এককালে হিন্দু শূন্যাভূতা বেদ বিহিত সনাতন ধর্ম্ম নিতান্ত লোপ না হয় অর্থাৎ ভ্রান্ত ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাবলম্বনে পতিত হিন্দুদিগকে তাহাদিগের প্রার্থনা মতে আমাদিগের উক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র ব্যবস্থানুযায়ি সংস্কার দ্বারা উদ্ধার ও স্বজাতি সহিত ব্যবহার করণ সর্ব্ব সাধারণ পক্ষে আজ্ঞা করেন ইতি।

আম্যং পূর্ব্বদধরোত্তরং। ইতি যাজ্ঞবল্ক্য বচনং।
জাত যো মূর্দ্ধাভিষিক্তাদ্যাঃ তাসা মুৎকর্ষোব্রাহ্মণত্বাদি
প্রাপ্তিঃ। জাত্যুৎকর্ষোযুগে জ্ঞেয়ঃ সপ্তমে পঞ্চমেপ্যপি
শব্দাৎ। ষষ্ঠেবা বোদ্ধব্যঃ। কিঞ্চ কর্ম্মণাং ব্যত্যয়ে বৃত্ত্য
র্থানাং কর্ম্মণাং ব্যত্যয়ে বিপর্য্যাসে যস্য হীন বর্ণস্য কর্ম্মণা
জীবতি তৎসমান জাতিত্বং ভবতি। তদযথা ব্রাহ্মণঃ শূদ্র
বৃত্ত্যা জীবন্ত্যামপরিত্যক্তা যদি পুত্র মুৎপাদয়তি সোপি
তথৈব বৃত্ত্যা জীবন্ সপ্তমে শূদ্রং ক্ষত্রিয়োপি শূদ্র বৃত্ত্যা
জীবন্ ষষ্ঠে শূদ্রং বৈশ্যোপি শূদ্রবৃত্ত্যা জীবন্ তামপরিত্য
জন্ পুত্রা মুৎপাদয়তি সোপ্যপরং এবং ক্রমেণ পঞ্চমে
শূদ্রং জনয়তি। ইত্যাদি মিতাক্ষরা ব্যাখ্যানং শূদ্রায়াংব্রাহ্মণা
জ্জাতঃ শ্রেয়সাচেৎ প্রজায়তে। অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং
গচ্ছত্যা সপ্তমাদ্যুগাৎ। শূদ্রো ব্রাহ্মণ তামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি
শূদ্রতাং। সনকৈস্তু ক্রিয়া লোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়ঃ জাতয়ঃ বৃষ
লত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণা দর্শনে নচ। পৌণ্ড্রকা শ্চোড্র
দ্রবিড়াঃ কাম্বোজাঃ যবনাঃ শকাঃ। পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ
কিরাতা দরদাঃ খশাঃ মুখ বাহূ রুপজ্জানাং যালোকে জাতয়ো
বহিঃ। ম্লেচ্ছ বাচ শ্চার্য্যবাচঃসর্ব্বেতে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥ ইতি
মনুবচনং। শনকৈরিতি ইমা বক্ষ্য মাণাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়
উপনয়নাদি ক্রিয়া লোপেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ যাজনা ধ্যাপন প্রায়
শ্চিত্তাদ্যর্থ দর্শনাভাবেন শনৈঃশনৈর্লোকে শূদ্রতাং প্রাপ্তাঃ
পৌণ্ড্রকা ইতি পৌণ্ডদেশোদ্ভবাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সন্তঃ ক্রিয়া লোপা
দিনা শূদ্রত্ব মাপন্নাঃ। মুখেতি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাণাং

ক্রিয়া লোপাদিমা যাজ্ঞাতা যাবাহ্যা জাতা ম্লেচ্ছ ভাষা যুক্তা আর্য্য ভাষোপেতাবা তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ। ইতি কুল্লূক ভট্ট ব্যাখ্যানং। তথা প্রতিক্ষণং পূর্ব্ব পূর্ব্বোৎপন্ন পাপ ব্যক্তি সহ কৃতোত্তরোত্তর সংসর্গাদ ন্যান্যাএব পাপব্যক্তি রোমতত্য উৎপাদ্যতে পূর্ব্বাপেক্ষাচ উৎপত্যৈব বিনশ্যতি বৎসরেণৈব মল পাপ ফলং সম্পূর্ণং পূর্ব্বৈব কিঞ্চিদুৎপাদ্যতে তচ্চ সংপূর্ণ নরক ফলং বৎসরাভ্যন্তরে অল্প নরক ফলিকা অতএব প্রায়শ্চিত্ত বাক্য মপ্যেকং নত্ত্বভিন্নাঃ সমানাঃ পাপ ব্যক্তয়ঃ সমুদায়াৎ সম্পূর্ণ নরক ফলং সম্পূর্ণ নরকস্য ব্রহ্ম হবাদাদেরেক পাপ ব্যক্তি ফলত্ব দর্শনাদিতি শূলপাণি লিখনং।

ভবদেব ভট্টেন ক্রমতো ব্যবহার্য্যা ইতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনে অকারং প্রশ্লিষ্য নিন্দার্থ তোক্তা মিতাক্ষরা মদনপারি জাত জিকন প্রভৃতি ভিন্ন কার প্রশ্লেষম কৃত্বা কামকৃত মহা পাতকিনঃ কৃতেপি চতুর্বিংশতি বার্ষিকে নরক ফলোৎপাদক পাপাপ গমো নভবতি কিন্তু ব্যবহার্য্যতা মাত্র মিত্যেব মুক্ত মিতি তত্তন্মত গ্রাহিণাং তত্তদ্দেশ নিবাসিনাং কৃত যথোক্ত প্রায়শ্চিত্ত স্যোক্তরূপ পতিতস্য ব্যবহার্য্যতায়াং নকাপি শঙ্কেতি অতঃ সর্ব্ব দেশীয় সর্ব্বমত সিদ্ধৈব দর্শিত বিষয়ে ব্যবহার্য্যতা নিষ্কলঙ্কেতি।

স্বাক্ষরকারি অধ্যাপক মহাশয় দিগের নাম।

শ্রীকান্তিচন্দ্র শর্ম্মণাম্

সাং অম্বিকা

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ শর্ম্মণাম্

সাং আগড় পাড়া

শ্রীকালাচাঁদ দেবশর্ম্মণাম্

সাং আটপুর

শ্রীকালীকান্ত শর্ম্মণাম্

সাং আনন্দধাম

শ্রীকৃষ্ণকমল দেবশর্ম্মণাম্

সাং আড়িয়াদহ

শ্রীহরমোহন শর্ম্মণাম্

সাং আড়িয়াদহ

শ্রীরামেশ্বর শর্ম্মণাম্

সাং উলা

শ্রীউমাকান্ত শর্ম্মণাম্

সাং উত্তর পাড়া

শ্রীমুক্তারাম শর্ম্মণাম্

সাং কলিকাতা

শ্রীআনন্দময় দেবশর্ম্মণাম্

সাং কলিকাতা আড়পুলী

শ্রীরামমোহন শর্ম্মণাম্ ৭৩
ন্যায় ভূষণোপাধিক
সাং কলিকাতা কলুটোলা
শ্রীপীতাম্বর শর্ম্মণাম্
সাং ঐ গোপীবাগান
শ্রীআনন্দ চন্দ্র শর্ম্মণাম
সাং ঐ সিমুলিয়া
শ্রীকালিদাস দেবশর্ম্মণাম্
সাং ঐ সিমুলিয়া
শ্রীরামগোপাল দেবশর্ম্মণাম্
সাং ঐ সিমুলিয়া
শ্রীরূপচন্দ্র শর্ম্মণাম্ ন্যায়ালঙ্কার
সাং ঐ সরাতির বাগান
শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণাম্
সাং ঐ সোনাগাছী
শ্রীগোপালচন্দ্র শর্ম্মণাম্
সাং ঐ সোভাবাজার
শ্রীভবশঙ্কর শর্ম্মণাম্
সাং ঐ হাতি বাগান
শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণাম্

শ্রীনবকৃষ্ণ শর্ম্মণাম্

সাং কলিকাতা হোগলকুঁড়ে

শ্রীযজ্ঞেশ্বর শর্ম্মণাম্

সাং ঐ যোড়া বাগান

শ্রীগঙ্গানারায়ণ শর্ম্মণাম্

সাং ঐ নন্দন বাগান

শ্রীদুর্গাদাস দেবশর্ম্মণাম্

সাং কৈক্রিকালা চতুস্পাটী

গ্রাম গজাচিত্তশালা

শ্রীপ্রেমচাঁদ শর্ম্মণাম্

সাং কণ্টকপুস্করিণী

শ্রীচণ্ডীচরণ শর্ম্মণাম্

সাং কামারহাটি

শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণাম্

সাং বালাণ্ডার কাশীপুর

শ্রীবনমালি শর্ম্মণাম্

সাং কুমারহট্ট

শ্রীরাখাল দাস দেবশর্ম্মণাম্

সাং কুলীন গ্রাম

শ্রীদীনবন্ধু শর্ম্মণাম্

সাং কোন্নগর

২৫

শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মণাম্

সাং গুপ্তপল্লী

শ্রীশ্রীনারায়ণ দেবশর্ম্মণাম্

সাং গোবরডাঙ্গা

শ্রীমধুসূদন দেবশর্ম্মণাম্

সাং গৌরহাটী

শ্রীহরচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্

সাং চিঙ্গিড়িপোতা

শ্রীমধুসূদন শর্ম্মণাম্

সাং ত্রিবেণী

শ্রীরামদাস দেবশর্ম্মণাম্

সাং ঐ

শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মণাম্

সাং ঐ

শ্রীকালীদাস শর্ম্মণাম্

সাং দলপতিপুর

শ্রীকালাচাঁদ শর্ম্মণাম

সাং দেউলপুর

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত শর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীব্রজনাথ শর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীগোলোকনাথ শর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীপ্রভাকর শর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীমাধব শর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীভৈরবচন্দ্র তর্কপঞ্চানন

সাং নবদ্বীপ

শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীরামলোচন শর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীরাজনারায়ণ শর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীউমাচরণ শর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্করত্ন

সাং নবদ্বীপ

শ্রীনীলমণি সার্ব্বভৌম

সাং নবদ্বীপ

শ্রীগুরুপ্রসাদ শর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীভোলানাথ শর্ম্মণাম

সাং নবদ্বীপ

শ্রীসূর্য্যকান্ত শর্ম্মণাম

সাং নবদ্বীপ

শ্রীনৃসিংহ দেবশর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীহরিরাম শর্ম্মণাম

সাং নবদ্বীপ

শ্রীরামেশ্বর বিদ্যারত্ন

সাং নবদ্বীপ

শ্রীশ্রীনাথ শর্ম্মণাম

সাং নবদ্বীপ

শ্রীঠাকুরদাস দেবশর্ম্মণাম্

সাং নরাটগ্রাম

শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণাম্ তর্কবাগীশ

সাং নিশিডাগড়ি

শ্রীতারাচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্

সাং পম্পুর

শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণাম্

সাং পানিহাট্যাং

শ্রীকাশীনাথ দেবশর্ম্মণাম্

সাং পুঁড়া

শ্রীভবদেব শর্ম্মণাম্ শিরোমণ্যুপাধিক

সাং ফরাসডাঙ্গা

শ্রীগঙ্গানারায়ণ শর্ম্মণাম্

সাং ফুলেবেলগড়ে

শ্রীব্রহ্মণ্য দেবশর্ম্মণাম্

সাং বংশবাটী

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ শর্ম্মণাম্

সাং ঐ

শ্রীহরদেব শর্ম্মণাম্ বিদ্যাবাচস্পতি

সাং ঐ

শ্রীব্রজকুমার শর্ম্মণাম্

সাং ঐ

শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মণাম্

সাং ঐ

শ্রীপীতাম্বর শর্ম্মণাম্ ৭৬

সাং বরাহনগর

শ্রীকাশীশ্বর দেবশর্ম্মণাম্

সাং বহিরগাছী

শ্রীকাশীনাথ দেবশর্ম্মণাম্

সাং বান্দাপাড়া

শ্রীশিবচন্দ্র শর্ম্মণাম

সাং বারাশত

শ্রীরামরত্ন দেবশর্ম্মণাম্

সাং বালী

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ শর্ম্মণাম্

সাং বাল্লা

শ্রীনবীনচন্দ্র শর্ম্মণাম্

সাং বালীশা

শ্রীরামকুমার শর্ম্মণাম্

সাং বিজুরগ্রাম

শ্রীপীতাম্বর শর্ম্মণাম্

সাং বিল্লগ্রাম

শ্রীতিতুরাম শর্ম্মণাম্

সাং বিল্লপুষ্করণী

শ্রীঅক্ষয় শর্ম্মণাম্

সাং বিল্লপুস্করণী

শ্রীগয়ারাম শর্ম্মণাম্

সাং বেড়াগড়ি

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রশর্ম্মণাম্

সাং ময়মনসিং

শ্রীহরিনারায়ণ দেবশর্ম্মণাম্

সাং মহিষাদল

শ্রীশিবনারায়ণ শর্ম্মণাম্

সাং মহেশ্বরপুর

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্

সাং মাহেশ

শ্রীকালী দেবশর্ম্মণাম্

সাং মাজেদ

শ্রীবিশ্বনাথ দেবশর্ম্মণাম্

সাং বর্দ্ধমান সন্নিদ্ধ মির্জাপুর

শ্রীচণ্ডীচরণ শর্ম্মণাম্

সাং রাজপুর

শ্রীরামকমল দেবশর্ম্মণাম্

সাং রানাঘাট

শ্রীরামনৃসিংহ শর্ম্মণাম্

সাং শান্তিপুর

শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মণাম্

সাং শ্রীরামপুর

শ্রীআনন্দচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম

সাং সুগন্ধ্যা

শ্রীমধুসূদন শর্ম্মণাম্

সাং হরিনাভি

শ্রীরামমোহন দেবশর্ম্মণাম্

সাং হরিপাল

শ্রীহরিনারায়ণ শর্ম্মণাম্

সাং হুষিকলয়া

শ্রীচন্দ্রকান্ত দেবশর্ম্মণাম

শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণাম্

শ্রীরুদ্রেশ্বর শর্ম্মণাম্

শ্রীকালীবর শর্ম্মণাম্

শ্রীভুবনেশ্বর শর্ম্মণাম্

অধিক চেষ্টা করে

কোন মুসলমানব্যক্তি ক্রাইষ্ট ধর্ম্মাবলম্বন করতঃ পরে পুনর্ব্বার তাহার পূর্ব্বধর্ম্ম যাজন ইচ্ছা হইলে তাহাদিগের যথা শাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তরূপ "তৌবা" করিলে পুনরায় অনায়াসে মুসলমান হইয়া সকল মুসলমানের সহিত স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক প্রচলিত হইয়া থাকে তাদৃশ কোন ব্যক্তি কৃশ্চ্যান মুসলমানীয় ধর্ম্মাবলম্বী হইলে মতান্তর বিধায় অক্লেশে পুনর্ব্বার কৃশ্চ্যান হইয়া সমুদয় কৃশ্চ্যানদিগের মধ্যে অপ্রভেদ পূর্ব্বক চলিত হয় এই বিশেষ কারণ প্রযুক্ত ঐ সকল ধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিরা পরস্পরকে আত্ম ধর্ম্ম যাজনে বিশেষ অর্থাৎ তদ্রূপ যত্ন করে না যদ্রূপ পশ্চাদুক্ত উপায় সত্ত্বেও নিরুপায় ন্যায় হিন্দু প্রতি চেষ্টা করে, যেহেতু সকল ম্লেচ্ছাদিজন ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিলেও উহাদিগের উদ্ধার পন্থা সুলভ বিধায় তাহাতে স্থায়ী সম্ভব নহে, কিন্তু হিন্দু জাতীয় নিরাশ্রয় নির্ধন

উদ্ধার সম্ভাবনা সত্ত্বে ম্লেচ্ছরা পরস্পর প্রতি বিশেষ চেষ্টা করে না ।

জন দৈবাৎ ভ্রমক্রমে ম্লেচ্ছ ধর্ম্ম এক বার অবলম্বন পূর্ব্বক তজ্জাতি প্রাপ্তো ত্তরকালে তাহার রাগ ভ্রান্তি শান্তি হই লে এবং উক্ত স্বকৃত দুষ্কর্ম্ম প্রতি ঘৃণা জ ন্মিলেও কেবল আক্ষেপে মগ্ন ও মনো দুঃখিত হইয়া চির পতিত থাকিয়া আ জন্মকাল বিবিধ চেষ্টায় উদ্ধার হয় না কেবল ধনাঢ্য অথবা মহদাশ্রিত কোন ব্যক্তি এপ্রকার বিপদে পতিত বিশেষ চেষ্টা করিলে ক্বচিৎ ত্রাণ পায়।

দুঃখি হিন্দুর জাতিপতন হইলে চিরপতিত থাকে।

অতএব নিবেদন এবিষয় উত্থাপনের তাৎপর্য্য ম্লেচ্ছদিগের আধুনিক ধর্ম্ম অস্মদাদি সম্বন্ধে উক্ত মতে আক্রমণ ও কৌশল পূর্ব্বক যাজন বিরোধে আমা দিগের প্রাচীন ধর্ম্ম সংস্থাপন এবং তদ্দ্বা রা আমাদিগের দল বল রক্ষণাবেক্ষণ উপায় অন্বেষণ ভিন্নও অন্য কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম ও যুক্তি বিরোধি বিষয় ঐ উপলক্ষে লক্ষ্য হইতেছে যে কোন ব্যক্তি অবোধ

প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা

পতিতোদ্ধার

বিষয়ক

ভূমিকা

ও ব্যবস্থা পত্রিকা।

পতিতোদ্ধার সভার সভ্য মহাশয়দিগের

অনুমত্যানুসারে।

[illegible] চার সুধাসিন্ধু যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত

হও

কলিকাতা শকাব্দা।

১৭৭৫

☞ বর্ত্তমান সভালয় ও পত্রিকাগার শ্রীশিবচন্দ্র

মল্লিকস্য ভবন কলিকাতা আমড়াতলা।

শ্রীশ্রী ভগবৎ পতিত পাবনায় নমঃ।

বেদ ধর্ম্মাক্রান্ত সর্ব্বসাধারণ জনপ্রতি
পতিতোদ্ধার সভার সভ্যগণস্য নিবেদন।

হিন্দু জাতির পতন পথ বিস্তার ও নিস্তা

যেহেতু আমাদিগের হিন্দু জাতির মধ্যে পরধর্ম্ম যাজন বিষয়ে কেবল পতনের পথ পরিসর ও উদ্ধারের পন্থা সাধারণ পক্ষে নিতান্ত রুদ্ধ থাকায় আমাদিগের দল বল যাহা পূর্ব্ব সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্ট ও প্রবল ছিল তাহা স্বকীয় রাজ্য হীনাবস্থা যুক্ত এবং দুর্দ্দান্ত মুসলমান হস্তে পতিত হইয়া বিবিধ প্রকার অন্যায় বল অর্থাৎ অস্ত্রাঘাতাদি শাস্তি দ্বারা বহু জনের ধন প্রাণ নষ্ট হবাতে অত্যন্ত ক্ষয় পায় যৎ কর্ত্তৃক অধিকাংশ হিন্দু নিরুপায়

কষ্টহেতু
ক্রমেহ্রাসপ্রাপ্ত

প্রযুক্ত মুসলমানীয় ধর্ম্ম অঙ্গীকার করে
তৎ প্রযুক্ত হিন্দুস্থান ও বাঙ্গালা প্রভৃতি
দেশে ক্রমশঃ হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের
ভাগ অধিক প্রকাশ পাইতেছে। তদন
ন্তর দুর্বৃত্ত মুসলমানীয় অত্রাবশিষ্ট যাহা
কিঞ্চিদংশ হিন্দু অবশেষ ছিল তাহা
কৃশ্চ্যান মহাশয়েরা এ প্রদেশে অধি
কার প্রাপ্তে মন্ত্রণা ছলনা দ্বারা প্রতিদিন
ক্ষীণ করিতেছেন।

কিন্তু নিরুপায় হিন্দুদিগের অন্য
ধর্ম্ম যাজন পূর্ব্বক জাতি পতন হইলে
এইক্ষণকার ব্যবহার মত তাহা হইতে
সাধারণের উদ্ধার পথ রোধ প্রযুক্ত সক
ল ম্লেচ্ছরাই সাবকাশ মতে তাহাদিগে
র ধর্ম্ম যাজনাদি দ্বারা লোকের জাতি
পতন বিষয়ে অন্য জাতি অপেক্ষা হিন্দু
জাতির প্রতি অধিক চেষ্টা ও আক্রমণ
করে তাহার কারণ এই যে অন্য ধর্ম্মাক্রা
ন্ত যথা মুসলমান ও কৃশ্চ্যান তন্মধ্যস্থ

ঐ অন্য সকল
ম্লেচ্ছরা হিন্দুর
জাতি ভ্রংশনে

শ্রীশ্রী ভগবৎ পতিত পাবনায় নমঃ।

বেদ ধর্ম্মাক্রান্ত সর্ব্বসাধারণ জনপ্রভৃতি পতিতোদ্ধার সভার সভ্যগণস্য নিবেদন।

যেহেতু আমাদিগের হিন্দু জাতির মধ্যে পরধর্ম্ম যাজন বিষয়ে কেবল পতনের পথ পরিসর ও উদ্ধারের পথ সাধারণ পক্ষে নিতান্ত রুদ্ধ থাকায় আমাদিগের দল বল যাহা পূর্ব্ব সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্ট ও প্রবল ছিল তাহা স্বকীয় রাজ্য হীনাবস্থা প্রযুক্ত এবং দুর্দ্দান্ত মুসলমান হস্তে পতিত হইয়া বিবিধ প্রকার অন্যায় বল অর্থাৎ অস্ত্রাঘাতাদি শাস্তি দ্বারা বহু জনের ধন প্রাণ নষ্ট হবাতে অত্যন্ত ক্ষয় পায় যৎ কর্ত্তৃক অধিকাংশ হিন্দু নিরুপায়

হিন্দু জাতির পতন পথ বি[illegible]র ও নিস্তা

র পথ রুদ্ধহেতু ক্রমেহ্রাসপ্রাপ্ত

বিধায় মুসলমানীয় ধর্ম্ম অঙ্গীকার করে তৎ প্রযুক্ত হিন্দুস্থান ও বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশে ক্রমশঃ হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের ভাগ অধিক প্রকাশ পাইতেছে। তদন স্তর দুর্বৃত্ত মুসলমানীয় অস্ত্রাবশিষ্ট যাহা কিঞ্চিদংশ হিন্দু অবশেষ ছিল তাহা কৃশ্চ্যান মহাশয়েরা এ প্রদেশে অধি কার প্রাপ্তে মন্ত্রণা ছলনা দ্বারা প্রতিদিন ক্ষীণ করিতেছেন।

কিন্তু নিরুপায় হিন্দুদিগের অন্য ধর্ম্ম যাজন পূর্ব্বক জাতি পতন হইলে এইক্ষণকার ব্যবহার মত তাহা হইতে সাধারণের উদ্ধার পথ রোধ প্রযুক্ত স ল ম্লেচ্ছরাই সাবকাশ মতে তাহাদি র ধর্ম্ম যাজনাদি দ্বারা লোকের জাতি পাতন বিষয়ে অন্য জাতি অপেক্ষা হিন্দু জাতির প্রতি অধিক চেষ্টা ও আক্রমণ করে তাহার কারণ এই যে অন্য ধর্ম্মাক্রা ন্ত যথা মুসলমান ও কৃশ্চ্যান তন্মধ্যে

ঐ জন্য সকল ম্লেচ্ছরা হিন্দুর জাতি ভ্রংশনে

পতিতোদ্ধার

বিষয়ক

ভূমিকা

ও ব্যবস্থা পত্রিকা।

পতিতোদ্ধার সভার সভ্য মহাশয়দিগের
অনুমত্যানুসারে।

সমাচার সুধাবর্ষণ যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত
হইল।

কলিকাতা শকাব্দা।

১৭৭৫

☞ বর্ত্তমান সভালয় ও পত্রিকাগার শ্রীশিবচন্দ্র
মল্লিকস্য ভবন কলিকাতা আমড়াতলা।

শ্রীশ্রী ভগবৎ পতিত পাবনায় নমঃ

বেদ ধর্ম্মাক্রান্ত সর্ব্বসাধারণ জনপ্রতি পতিতোদ্ধার সভার সভ্যগণস্য নিবেদন।

যেহেতু আমাদিগের হিন্দু জাতির মধ্যে পরধর্ম্ম যাজন বিষয়ে কেবল পতনের পথ পরিসর ও উদ্ধারের পন্থা সাধারণ পক্ষে নিতান্ত রুদ্ধ থাকায় আমাদিগের দল বল যাহা পূর্ব্ব সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্ট ও প্রবল ছিল তাহা স্বকীয় রাজ্য হীনাবস্থা প্রযুক্ত এবং দুর্দ্দান্ত মুসলমান হস্তে পতিত হইয়া বিবিধ প্রকার অন্যায় বল অর্থাৎ অস্ত্রাঘাতাদি শাস্তি দ্বারা বহু জনের ধন প্রাণ নষ্ট হবাতে অত্যন্ত ক্ষয় পায় যৎ কর্ত্তৃক অধিকাংশ হিন্দু নিরুপায়

হিন্দু জাতির পতন পথ বিস্তার ও নিস্তা

র পথ রুদ্ধহেতু
ক্রমেহ্রাসপ্রাপ্ত

বিধায় মুসলমানীয় ধর্ম্ম অঙ্গীকার কর
তৎ প্রযুক্ত হিন্দুস্থান ও বাঙ্গালা প্রভৃতি
দেশে ক্রমশঃ হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের
ভাগ অধিক প্রকাশ পাইতেছে। তদন
ন্তর দুর্বৃত্ত মুসলমানীয় অত্যাবশিষ্ট যাহ
কিঞ্চিদংশ হিন্দু অবশেষ ছিল তাহ
কৃশ্চ্যান মহাশয়েরা এ প্রদেশে আ
কার প্রাপ্তে মন্ত্রণা ছলনা দ্বারা প্রতিদি
ক্ষীণ করিতেছেন।

কিন্তু নিরুপায় হিন্দুদিগের অ
ধর্ম্ম যাজন পূর্ব্বক জাতি পতন হইত
এইক্ষণকার ব্যবহার মত তাহা হইত
সাধারণের উদ্ধার পথ রোধ প্রযুক্ত স
ল ম্লেচ্ছরাই সাবকাশ মতে তাহাদি
র ধর্ম্ম যাজনাদি দ্বারা লোকের জা
পতন বিষয়ে অন্য জাতি অপেক্ষা হি

ঐ জন্য সকল
ম্লেচ্ছরা হিন্দুর
জাতি ভ্রংশনে

জাতির প্রতি অধিক চেষ্টা ও আক্রম
করে তাহার কারণ এই যে অন্য ধর্ম্মা
ন্ত যথা মুসলমান ও কৃশ্চ্যান তন্মধ

অধিক চেষ্টা করে

কোন ব্যক্তি মুসলমান ক্রাইষ্ট ধর্ম্মাবলম্বন করতঃ পরে পুনর্ব্বার তাহার পূর্ব্বধর্ম্ম যাজন ইচ্ছা হইলে তাহাদিগের যথা শাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তরূপ "তৌবা" করিলে পুনরায় অনায়াসে মুসলমান হইয়া সকল মুসলমানের সহিত স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক প্রচলিত হইয়া থাকে তাদৃশ কোন ব্যক্তি কৃশ্চ্যান

উদ্ধার সম্ভাবনা সত্ত্বে ম্লেচ্ছরা পরস্পর প্রতি বিশেষ চেষ্টা করে না

মুসলমানীয় ধর্ম্মাবলম্বী হইলে মতান্তর বিধায় অক্লেশে পুনর্ব্বার কৃশ্চ্যান হইয়া সমুদয় কৃশ্চ্যানদিগের মধ্যে অপ্রভেদ পূর্ব্বক চলিত হয় এই বিশেষ কারণ প্রযুক্ত ঐ সকল ধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিরা পরস্পরকে আত্ম ধর্ম্ম যাজনে বিশেষ অর্থাৎ তদ্রূপ যত্ন করে না যদ্রূপ পশ্চাদুক্ত উপায় সত্ত্বেও নিরুপায় ন্যায় হিন্দু প্রতি চেষ্টা করে, যেহেতু সকল ম্লেচ্ছাদিজন ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিলেও উহাদিগের উদ্ধার পন্থা সুলভ বিধায় তাহাতে স্থায়ী সম্ভব নহে, কিন্তু হিন্দু জাতীয় নিরাশ্রয় নির্ধন

জন দৈবাৎ ভ্রমক্রমে ম্লেচ্ছ ধর্ম্ম এব
বার অবলম্বন পূর্ব্বক তজ্জাতি প্রাপ্তে
ত্তরকালে তাহার রাগ ভ্রান্তি শান্তি হই
লে এবং উক্ত স্বকৃত দুষ্কর্ম্ম প্রতি ঘৃণা জ
ন্মিলেও কেবল আক্ষেপে মগ্ন ও মনে
দুঃখিত হইয়া চির পতিত থাকিয়া অ
ল্পকাল বিবিধ চেষ্টায় উদ্ধার হয় না
কেবল ধনাঢ্য অথবা মহদাশ্রিত কোন
ব্যক্তি এপ্রকার বিপদে পতিত বিশেষ
চেষ্টা করিলে কৃচিৎ ত্রাণ পায়।

দুঃখি হিন্দুর জাতিপতন হই লে চিরপতিত থাকে

অতএব নিবেদন এবিষয় উত্থাপনের
তাৎপর্য্য ম্লেচ্ছদিগের আধুনিক ধর্ম্ম
অস্মদাদি সম্বন্ধে উক্ত মতে আক্রমণ ও
কৌশল পূর্ব্বক যাজন বিরোধে আমা
দিগের প্রাচীন ধর্ম্ম সংস্থাপন এবং তদ্দ্বা
রা আমাদিগের দল বল রক্ষণাবেক্ষণ
উপায় অন্বেষণ ভিন্নও অন্য কিঞ্চিৎ
সূক্ষ্ম ও যুক্তি বিরোধি বিষয় ঐ উপলক্ষে
লক্ষ্য হইতেছে যে কোন ব্যক্তি অবোধ

প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা

দোষ ক্ষমা না করা অবিচার কি না

পুরস্কারে আত্ম সম্বন্ধীয় এমত কোন প্রকার অপরাধগ্রস্থ হইলে যৎ কর্ত্তৃক অন্যের অপকার অসম্ভব পরে তাহার আত্ম ভ্রম প্রকাশ পাইলে তদ্দোষ ক্ষালন কারণ যথোচিত দণ্ড প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার প্রাপ্তে তথাচ যদি সে অপরাধ মার্জ্জনা না হয় তবে তাহা যুক্তি বিরোধি ও অবিচার কি না ?

যেমন সকল এ অতি আশ্চর্য্য যে সর্ব্ব প্রকার মহাপাত
অপরাধের দ কাদি সম্বন্ধে আমাদিগের শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত সত্ত্বে
ও তেমন সক যথা শাস্ত্র "দণ্ডবত্ প্রায়শ্চিত্তানি ভবন্তি" যথা
ল পাপের "ক্ষারোপ স্বেদ দণ্ডনির্মোচন প্রক্ষালনাদিভি বাসাং
প্রায়শ্চিত্ত "সি শুদ্ধিস্তু এবং তপোদান যজ্ঞৈঃ পাপ কৃতঃ শুদ্ধি
আছে তবে "ক্ষপয়ন্তি অস্তিগাত্রামলমিব তমো ভানুভয়াদ্যথা"
কেন বিধর্ম্মে "দানেন তপসাচৈব সর্ব্ব পাপ মপোহতি" ইতি
পতিত হিন্দু হারীতাদি মুনি বচন, অস্যার্থ যথা সকল অপরা
মুক্ত হয় না ধের দণ্ড আছে তথা সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত
বিহিত হয়, এবম্প্রকারে সকল প্রায়শ্চিত্তের
মুখ্য ও ক্রমশঃ অনুকল্পবিধি থাকাতেও পরধর্ম্ম
যাজনোপলক্ষে পতিত জন সম্যক প্রকারে বিনীত
ও প্রায়শ্চিত্তাকাঙ্ক্ষী হইলে ইদানী তদ্দ্বারা মুক্ত
হয় না, যদি কহেন যে ঐ সকল ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত
প্রায়শ্চিত্তান্ত করিলে তাহাদিগের দুরদৃষ্ট নষ্ট হয় কিন্তু তথাচ তা
অব্যবহার্য্যার্থ হারা ব্যবহার্য্য নয়, একথার অভিপ্রায় কেবল নিন্দা
নিন্দার্থবাদ র্থবাদ মাত্র অর্থাৎ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা নি
স্তার সম্ভাবনায় লোকে ইচ্ছা পূর্ব্বক অত্যন্ত দুষ্কর্ম্মে
সহসা প্রবৃত্ত না হয় দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তকালে পাপ ও তদ্
প্রতিফল উভয়ের প্রত্যক্ষ অভাবে জড় বুদ্ধি পাপা
ত্মার মনে তদংশে সন্দেহপ্রযুক্ত তাহাতে তাচ্ছল্য কর
ণক বিনা প্রতিবন্ধক নিন্দিত কর্ম্ম করিতে পারে, সে
স্থানে অব্যবহার্য্যতা স্বরূপ প্রকাশ্য দণ্ড জন্য ভয়

তাহার প্রতিবন্ধক সূচনায় শূলপাণি প্রদর্শিত পথানু সারে মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য অতি সৎ যুক্তি দ্বারা প্রায়শ্চিত্তানন্তর মহাপাতকির অব্যবহা র্য্যত্ব উক্ত প্রকার শাসনার্থে ব্যবস্থাপন করিয়াছেন তৎ প্রতিপাদনার্থে এতন্মাত্র কারণ দর্শান যে

পাপের দুই শক্তি

পাপের দুই শক্তি এক নরকোৎপাদিকা অপর ব্যবহার বিরোধিকা, অজ্ঞানকৃত গুরুতর পাপস্থলে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা উভয় শক্তি নাশ হয় জ্ঞানকৃত গুরু তর পাপস্থলে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার পূর্ব্বাংশ যায় পরাংশ থাকে। এইউভয় শক্তি কল্পনার মূল কারণ শাস্ত্রে এই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে মহাপা

পাপ সম্বন্ধই সংসর্গ দোষ

তকিগণের সংসর্গি ব্যক্তিরা পাতকিবৎ পতিত হয় এই নিমিত্ত পতিতের সহিত ব্যবহার নিষিদ্ধ, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাতকির পাপ নষ্ট হইলে পরে তাহার সহবাসে অন্যজন কি প্রকারে পতিত হইতে পারে এবং তৎসহবাসে তৎকালে কি অনিষ্ট সম্ভা বনা যথা, শিরোনাস্তি শিরঃপিড়া?

উক্ত মহাত্মারা ঐ বিষয়ের প্রমাণ প্রদর্শন নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা দ্বারা ও কৌশল পূর্ব্বক যাজ্ঞবল্ক্য মুনির উক্ত যথা "প্রায়শ্চিত্তৈ রপৈত্যেনো যদজ্ঞান কৃতং ভবেৎ কামতো ব্যবহার্য্যস্তু বচনাদিহজায়তে" এই বচনের অর্থান্তর করেন অর্থাৎ তদ্বচন মধ্যস্থ ব্যবহার্য্য শব্দের পূর্ব্বে "অকার" প্রশ্লেষ করণক এবং

তৎ সাধক অনেকানেক অনুক্ত অভিপ্রায় তাহাতে সংঘটন করিয়া ঐ বচন হইতে জ্ঞানকৃত মহাপাতকির প্রায়শ্চিত্তানন্তর ব্যবহার্য্যত্ব পরিবর্ত্তনে অব্যবহার্য্যত্ব অর্থ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পরন্ত যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতারটীকা মিতাক্ষরাকার ঐ বচন ব্যাখ্যায় স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে জ্ঞানকৃত মহাপাতকাদির প্রায়শ্চিত্তান্তে ব্যবহার্য্য হইলে মাত্র ভোগান্তে পাপ ক্ষয় পাইবে, এইমতের সহিত মহাত্মা জিকনেরও মত ঐক্য হয় যদিও এই চারিজন সংগ্রহকার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দুই জনের মত পরোক্ত দুই জনের মত সহিত প্রকাশ্য অর্থে অত্যন্ত বিপরীত কিন্তু পরস্পর তাঁহাদিগের সূক্ষ্ম মর্ম্ম গ্রহণ করিলে যেন তেন প্রকারেণ সকলেরই স্পষ্ট একই অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে, যে ইচ্ছা পূর্ব্বক উৎকট দুষ্কর্ম্মাদি করণ বিষয়ে নিবৃত্ত জন্য প্রতিবন্ধক নিক্ষেপ করা তাহাতে কেহ২ মহাপাতকাদি প্রায়শ্চিত্তানন্তর নিন্দার কারণ অর্থাৎ অব্যবহার্য্যত্ব, অন্যান্য ভয়ের নিমিত্ত অর্থাৎ ভোগান্তে পাপক্ষয়-রূপ শাসন দর্শাইয়াছেন। যদি বল ঐ সকল কথার মর্ম্ম কেবল নিবৃত্তার্থে হইলে দুই পক্ষের ভিন্ন প্রকরণ হইত না অর্থাৎ একের মতে অব্যবহার্য্য অপরের মতে নরক ভোগ, তাহার তাৎপর্য্য দেশকাল পাত্র ভেদ অর্থাৎ এপ্রদেশে বেদ বিহিত ধর্ম্মাচারী অর্থাৎ হিন্দু জাতির

অন্য টীকায় ব্যবহার্য্য

বিপরীত পক্ষের মর্ম্মএক

রাজ্য ভ্রষ্টোত্তর ধর্ম্ম শাসনাভাবে ক্রমশঃ অধর্ম্মা-
চরণ বৃদ্ধি দৃষ্টে জনহিতার্থি ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়িগণ
যৎকালে দেখিলেন যে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা জ্ঞানকৃত
মহাপাতকাদি হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইবার সম্ভাবনা
থাকায় দূরাশয় জনসকল অকুতোভয় উৎকট
পাপে রত হয় তৎকালে তাহা নিবারণার্থে যুক্তি
দ্বারা উপায় স্বরূপ ব্যবস্থা ধার্য্য করিলেন যে জ্ঞান
কৃত মহাপাতকাদির প্রায়শ্চিত্ত করিলে কেবল
লোকে ব্যবহার্য্য হয় কিন্তু ভোগ জন্য পাপ রয়,
তাহার উদ্দেশ এই যে পাপাত্মারা মহানরকাদি যন্ত্র
ণা ভয়ে পাপজনক কার্য্য হইতে বিমুখ থাকে।

পাপে নিবৃত্তি জন্য সময়ানুসারে ব্যবস্থার কৌশল

কালান্তরে তাঁহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তি শাস্ত্রকার মহাশ
য়রা যখন দেখিতে লাগিলেন যে নরকাদির আশঙ্কা
অপ্রত্যক্ষ হেতু হিংস্রক ও তুষ্কর্ম্মি অসৎ জাতি
লোক সকল তদ্বাচনিক প্রতিবন্ধক প্রতি অবজ্ঞা
করণক বিনা ক্ষোভ অতি পাপ কর্ম্মে রত হয়, তন্নি
বারণ বিবেচনায় পুনরায় ইহাঁরা সদ্বুদ্ধি ও চতুর
তায় পূর্ব্বানুবর্ত্তিদিগের মর্ম্ম সাধক কিন্তু প্রকাশ্য
অর্থের বিরোধী ও তৎকালোপযুক্ত প্রতিকার স্বরূপ
বিধান স্থির করিলেন যে কামনাকৃত মহাপাপের
প্রায়শ্চিত্ত করিলে নরক নিস্তার হইবে মাত্র, পরন্তু
তথাচ অব্যবহার্য্যত্ব রহিবে; ইহাতে তাৎপর্য্য এই

যে কুটুম্ব স্বজন মধ্যে ব্যবহার রহিত হবা ইহ লোকে প্রত্যক্ষ দণ্ড, তাহার পরিহার আবশ্যক হই লেই নিষিদ্ধ কর্ম্মের প্রতিবন্ধক হইবে। ইত্যাদি কারণে প্রতিপন্ন হইল যে কামতঃ মহাপাতকাদি জন্য প্রায়শ্চিত্তানন্তর যে অব্যবহার্য্য এবং নরক ভোগ শব্দ কথিত আছে তাহার স্পষ্টাভিপ্রায় নিন্দার্থবাদ ও ভয় প্রদর্শন মাত্র, যৎকর্ত্তৃক পাপাত্মা জীব পাপ কর্ম্ম হইতে পরাঙ্মুখ থাকে ইহা স্বীকার না পাইলে ঐ বিষয়ে অনেক দোষস্পার্শ হয়।

প্রথমতঃ। প্রাগুক্ত দুই পক্ষ মধ্যে কাহার কথা অসত্য বোধ ও অমান্য করা যাইতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ। যদিও ঐ চারি জনার প্রাচীন দুই জন প্রতি দোষোল্লেখ করেন তথাচ এ বিষয়ের শেষ হয় না, যেহেতু তাঁহাদিগের অপেক্ষা প্রাচীন স্মার্ত্ত মহাত্মা ভবদেব ভট্ট যাঁহার মত অদ্যাবধি অনেক বিষয়ে রঘুনন্দনের বিরোধে বলবৎ ও প্রচলিত আছে নিঃসন্দেহ পূর্ব্বক তিনি স্পষ্ট কহিয়াছেন যে জ্ঞান কৃত মহাপাতকিগণ প্রায়শ্চিত্তানন্তর অজ্ঞান কৃত মত নিষ্পাপ ও ব্যবহার্য্য হয়।

তৃতীয়তঃ। যদ্যপি এই তিনজন মহাত্মার মতে অবলম্বন করা শ্রেয় হয় তথাচ নিম্নে লিখিতব্য বিষ্ণুর বচনের সহিত অত্যন্ত বৈষম্য হয়, যথা ত্যজ্য প্রকরণে "ব্রাত্যাঃ পতিতা স্ত্রি পুরুষং মাতৃতঃ পিতৃতশ্চ

" শুদ্ধাঃ সর্ব্ব এবা ভোজ্যাশ্চাপ্রতি গ্রাহ্যাঃ " ইতি বিষ্ণুমুনি বচন অর্থাৎ যজ্ঞোপবীতাদি সংস্কার রহিত এবং পতিত ব্যক্তি তিন পুরুষ পর্য্যন্ত গ্রাহ্য কিন্তু অবৈধ ক্ষেত্রজ অথবা ঔরসজাত সর্ব্বদা বর্জ্য ও অগ্রাহ্য ইতি। এই বিষয়ের ঐক্যতায় যাজ্ঞবল্ক্য মুনি সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত প্রতিগ্রহণের বিধি অনুমতি করিয়াছেন।

ঐ তিনের সাধক বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য

চতুর্থ। যদিস্যাৎ এমত শাস্ত্রোক্ত ঋষি বাক্য অগ্রাহ্য করিতে ইচ্ছা করেন তথাচ মনু বচনের বিরোধী হয়, যদংশে মনু কামতঃ এবং অকামতঃ উভয় মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা স্থলে কোন পক্ষে ব্যবহার্য্যাব্যবহার্য্য উক্ত করেন নাহি, কেবল যে ব্যক্তি বালক কৃতোপকারি শরণাগত কিম্বা স্ত্রী হত্যা করে তাহার সহিত সহবাস নিষেধ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত যুক্তি সিদ্ধ এবং আবশ্যক।

তথাচ মনুর মত ও জন ব্যাতীত ব্যবহার্য্য

জ্ঞানপূর্ব্বক অনেকবার নীচান্ন ভোজনাভ্যাসে তজ্জাতি সমানত্ব যে তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন সে কেবল প্রায়শ্চিত্ত গৌরবার্থ এবং তাহা মনুর টীকায় কুল্লুক ভট্ট সুস্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন। এই টীকা প্রামাণ্য না গণিয়া যদি কেহ এমত তর্ক করেন যে তজ্জাতি সমানত্ব শব্দের এস্থানে অর্থ প্রায়শ্চিত্ত গৌরবার্থ নহে কিন্তু অব্যবহার্য্য করণ জন্যই নিশ্চিত, ইহা বলিলে বিবাদ মীমাংসা হয় না

নীচান্ন অভ্যাসে নীচত্ব তাহা টীকাহ যায়ি প্রায়শ্চিত্ত গৌরবার্থ

তাহার কারণ এই যে ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রয়োজক মহাত্মারা সংহিতাদিতে কাব্যের পদ্ধতি মতে সঙ্কেৎ শ্লেষ ব্যবহার করেন না, বরং তদ্বিপরীতে বচনের স্পষ্টার্থ প্রকাশ জন্য সুস্পষ্টার্থ ঘটিত সরল শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এতাবতা অনেকবার নীচান্ন ভক্ষক পতিতের প্রায়শ্চিত্তান্তে তাহার অব্যবহার্য্য বিধায় গ্রন্থকর্ত্তা পূর্ব্ববৎ তদনুযায়ী স্পষ্ট অব্যব হার্য্য বাচক শব্দ প্রয়োগ করিতেন, অর্থাৎ বাল হন্ত্রাদি সম্বন্ধে প্রায়শ্চিত্তোত্তর যেমত স্পষ্টার্থ শব্দে কহিয়াছেন " যে তাহার সহিত সহবাস করিবে না "।

এস্থলে অ ব্যবহার্য্যমত হইলে ঐ অ নারমতস্পষ্ট লিখিতেন

অপরঞ্চ যদি একান্ত উক্ত সমানত্ব শব্দের অর্থ অব্যবহার্য্যই গ্রহণ করেন তথাবিধ পাপের লঘু গুরুত্ব প্রভেদ প্রযুক্ত বিধানের বিষমতা স্বরূপ দোষ প্রকাশ পায়, যেহেতু স্বেচ্ছা পূর্ব্বক সর্ব্বাপে ক্ষা উৎকৃষ্ট মহাপাতকির প্রায়শ্চিত্তানন্তর যখন মনু অব্যবহার্য্যত্ব উল্লেখ করেন নাই, তখন চণ্ডা লান্ন আহারাত্যানী প্রায়শ্চিত্ত পরে অব্যবহার্য্য কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? অতঃপর সুনিশ্চি তরূপে প্রকাশ পাইতেছে যে উক্ত বালঘ্নাদি ব্যতি রেক সকল প্রকার পাতকাদির প্রায়শ্চিত্ত করণোত্তর অব্যবহার্য্যত্ব কদাচিৎ মনুর মত নহে। পুনশ্চ অজ্ঞানকৃত সামান্য এবং অতিপাতকাদির প্রায়শ্চিত্ত

অতিপাপের প্রায়শ্চিত্ত পরে অব্যব হার্য্য উল্লেখ নাহি

জ্ঞানকৃত মহা পাতকের প্রায়শ্চিত্ত শ্রুতির উপর মনু নির্ভর করেন, তদাচ যাজ্ঞবল্ক্য

স্থাপনানন্তর যৎকালে মনু দেখিলেন যে জ্ঞান পূর্ব্বক মহাপাতকাদির প্রায়শ্চিত্ত প্রায় অসম্ভব কল্পনা তৎকালে কেবল শ্রুতি নিদর্শনোপর নির্ভর করণক তদংশে প্রায়শ্চিত্ত সংস্থাপন করেন। এবং তদভিপ্রায়ে যাজ্ঞবল্ক্য "বচনাদিহ জায়তে" কহিয়াছেন।

পঞ্চম। যদ্যপিস্তাৎ মনুক্ত মতের অপ্রামাণ্য বোধ করেন কেবল তাহাতেও এবিষয়ের অন্ত হয় না সে বিধায় শ্রুতি প্রতিও বিরোধ উপস্থিত হয়, যে বেদের একটী অনুকূল প্রমাণে অপর সকল শাস্ত্রের কোটী২ প্রতিকূল প্রমাণ নিরাকরণ হয় যথা "বেদ প্রণিহিতো ধর্ম্মোহ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ। বেদো "নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভু রিতিশুশ্রম"। নির্দ্দিষ্ট শ্রুতি বিবরণ যথা, ইন্দ্র কামতঃ বহুজন যতি গণকে কুক্কুর দ্বারা ভক্ষণে নষ্ট করেন পরে ব্রহ্মা

উপহব্য

দত্ত উপহব্য নামে প্রায়শ্চিত্তদ্বারা সর্ব্বতোভাবে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়েন।

শাণ্ডিল্যসূত্র সম্বলিত শ্রুতি

অপরঞ্চ ভগবান্নাম মাহাত্ম্য প্রকরণে শাণ্ডিল্য সূত্র ভাষ্যকার নারায়ণ তীর্থ স্বামী লিখন " অপি "যশ্চাণ্ডালঃ শিব ইতি বাচম্বদেৎ তেন সহ সম্বসেৎ "তেন সহ ভুঞ্জীত যদ্ব্যক্ষরং নামগিরেরিতং নৃণাং "ইত্যাদি শ্রুতি পুরাণ বচনেভ্যঃ সকৃদমনক্ষ সং "কীর্ত্তনেপি দুরিত নিকর ভঞ্জনতো নীচানামপি ব্যব "হার্য্যতা উক্তা" "তদবগমাদিতি" শ্রুতি।

অপিচ শ্রীমদ্ভাগবত বচনং।

শ্রীমদ্ভাগবতো ‌ক্ত ভগবন্নাম মাহাত্ম্যপ্রমাণ

“কিরাত হূনান্ধ্র পুলিন্দ পুক্কশা আভীর কঙ্কা
“জবনাঃ খসাদয়ঃ। যেন্যে চ পাপা যদ পাশ্রয়াশ্রয়াঃ
“শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ,, অর্থাৎ কিরাত
প্রভৃতি যবনাদি পাপজাতি যে ভগবানের ভক্তাশ্রিত
হইলে শুদ্ধ হয় সেই প্রভু ভগবানকে নমস্কার।

ঐ বচন “ প্রায়েন বেদ তদিদং ন মহাজনোয়ং
“দেব্যাবিমোহিত মতির্বত মায়য়ালং ত্রয্যাং জড়ী
“কৃত মতির্মধু পুষ্পিতায়াং বৈতানিকে মহতিকর্ম্মণি
“যুজ্যমানঃ শ্রীধরস্বামী টীকা যতুক্তং কথং তর্হি দ্বাদ
“শাদ্বাদি স্মরণ মিতি তত্রাহ প্রায়েনেতি মহাজনো
“মন্বাদি অয়ং ভাব যথা মৃতসঞ্জীবনৌষধ মজান
“ন্তোবৈদ্য রোগ নির্হরণায় কটুকনিম্বাদী নি স্মরন্তি
“তথা স্বয়ম্ভু শম্ভু প্রমুখ দ্বাদশ ব্যতিরেকে নায়ং মহা
“জনোজতি গুহ্যমিদমজ্ঞাত্বা দ্বাদশাব্দাদিকং স্মরতি

শ্রীধরস্বামির টীকা

“ইতি। কিঞ্চমায়য়া অলং বিমোহিত মতিরয়ং জনো
“মধু মধুরং যথা ভবিতব্যং পুষ্পিতায়াং পুষ্পস্থানি
“য়ৈরর্থবাদৈ র্মনোহরায়াং ত্রয্যাং জড়ীকৃতা অভি
“নিবিষ্টা মতির্যস্য অতএব মহত্যেব কর্ম্মণি শ্রদ্ধয়া
“যুজ্যমানোনাল্পে প্রবর্ত্ততে দৃশ্যতেহি প্রাকৃতস্য
“লোকস্য মহতিমন্ত্রাদৌ শ্রদ্ধা অল্পেচাশ্রদ্ধা তস্মা
“দস্য প্রাহুকোনাস্তীতি তৈর্নোক্তং যদ্বা স্বাধিনঃ

"নিসংছোস্তি ইতি এতাবতা শ্বশৃগালাদি নিবারণায় তং
"যথা ন যুঞ্জক্তে তথা অতি তুচ্ছত্বাং পাপস্থ ন তন্নি
"রসনায় পরম মঙ্গলং হরেণাম স্মরন্তি, যস্বা নাম
"মাহাত্ম্য জ্ঞানে সর্ব্বমুক্তি প্রসঙ্গাদিত্যেবাদিক্ গ্রন্থ
"বিস্তার ভয়ান্নাতি প্রপঞ্চ্যতে "। অস্যার্থ যদি বল
মহাপাতকাদি সম্বন্ধে এতাদৃশ সুলভ হরিনাম
শ্রবণ উচ্চারণ রূপ প্রায়শ্চিত্ত সত্ত্বে মনু প্রভৃতি
কি হেতু দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতাদি অনুষ্ঠান প্রায়শ্চিত্ত
বিধান করিয়াছেন। তাহার উত্তর, এই যে যেমন
মৃত সঞ্জীবনী ঔষধী না জানিয়া বৈদ্য রোগ শান্তি
নিমিত্ত কটু নিম্বাদি বিধান করে তদ্রূপ স্বয়ম্ভু শম্ভু
আদি দ্বাদশজন ব্যতিরিক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র বক্তা অতি
গোপনীয় এই ভগবন্নাম মহিমা না জানিয়া দ্বাদশ
বার্ষিক ব্রতাদি তদ্দোষোপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান
করেন এবং অতিশয় মায়া মোহিত ঐ ঐ সকল
লোক মনোহর অর্থ বাদিক সম্পদাদি ফল বোধক
বেদোক্ত কর্ম্মে আশক্ত চিত্ত হইয়া বহ্বারম্ভ ক্রিয়ায়
শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রবৃত্ত হয় কিন্তু সংক্ষেপ সাধ্য কে
অতি মহৎ কার্য্য তাহাতে তাদৃশ আনুরক্তি হয় না,
যেহেতু দৃশ্য হইতেছে যে সামান্য লোকের দীর্ঘ
মন্ত্রাদিতে যাদৃশ অতিশয় শ্রদ্ধা অল্পাক্ষর মন্ত্রা
দিতে তাদৃশ নহে, অতএব তাঁহারা গ্রাহকাভাব
প্রযুক্ত হরিনামাদি প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন নাহি

অথবা যেমন কোন ব্যক্তি স্বাধীন সিংহ সন্ধে
শৃগাল কুক্কুরাদি নিবারণার্থে তাহাকে নিযুক্ত করে
না তেমন পাপ অতি তুচ্ছ তদ্বিনাশ নিমিত্ত পরম
মঙ্গল স্বরূপ ঈশ্বর নাম তাঁহারা বিধান করেন
নাহি কিম্বা নাম মাহাত্ম্য জ্ঞানে সর্ব্বমুক্তি প্রসঙ্গ
হয় ইতি দিগ্‌দর্শন গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে অতি বিস্তার
করণাভাব। উক্ত কারণ বশতঃ যদিও শ্রীধর স্বামি
এই পর্য্যন্ত লিখিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন পরন্ত এ
সময়ের যে প্রয়োজন তাহা সাধনার্থে তদংশে মহ
ত্মাদিগের অপর যে সকল নিগূঢ় গুহ্য তাহা
প্রকাশাবশ্যক।——যথা——

মনু প্রভৃতি (অল্প সাধ্যে ইতি বচনানুসারে
ভগবন্নামোচ্চারণ স্বরূপ সংক্ষেপ প্রায়শ্চিত্ত ব্যব
না করিয়া ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি মহাপাতকাদি স্থলে ১
২৪ বার্ষিক ব্রতাদি ধার্য্য করণের বিশেষ তাৎপ
এই যে সুদীর্ঘকালে কষ্টসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত যাহা
মনুষ্যের জীবন ধারণ দুষ্কর তদ্দ্বারা উৎকট প
কিগণকে পুনরায় দুষ্কর্ম্ম হইতে বহুকাল পর্য
নিরবকাশ রাখা এবং অনেক দিন সৎকর্ম্ম অভ্যা
প্রাচীন কুসংস্কারের পরিবর্ত্তন সম্ভাবনা এবম্প্রক
তাহার যে অনুকল্প বিধান আছে তাহাও অ
ভেদে অধিক ব্যয় সাধ্য প্রযুক্ত পাতকি পক্ষে ম
দণ্ড বোধ হইয়া আগামি কুকর্ম্ম হইতে নিবৃ

বৃহৎ প্রায়শ্চিত্তের বিশেষ তাৎপর্য্য

কারণ হয়, এতাবতা তাঁহাদিগের মর্ম্ম এপ্রকারও প্রকাশ পাইতেছে যে উক্ত মত বৃহৎ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পতিতজনের উদ্ধার করা মাত্রই তাৎপর্য্য নহে, ঐ উপলক্ষে তাহাদিগের দুষ্ট প্রবৃত্তি নষ্ট চেষ্টাও স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, এই বিশেষ কারণানুরোধে মহাত্মাগণ সাধারণ জন পক্ষে সর্ব্বপাপহারি ভব নিস্তারকারি এমত অতি সুলভ ক্ষণমাত্রে উচ্চার্য্য স্বল্পাক্ষরি জগদীশ্বরের নাম পৃথক্ ও সামান্য দৃষ্টে সুস্পষ্ট পূর্ব্বক বিধান করেন নাহি, নচেৎ যে নাম ব্যতীত কোন প্রকার অশুভ দুরদৃষ্ট খণ্ডনের সম্ভাবনা নাহি এবং যাহা পরম জ্ঞানি ঋষিবর্গ সামান্য কার্য্যারম্ভে যথা আহার শয়নাদি বিষয়ে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা এমত বৃহৎ পাপাদি বিমোচনে বর্জ্জিত রাখিয়াছেন কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? এমত সন্দেহ কেবল আমাদিগের প্রত্যক্ষ ভ্রমমাত্র যেহেতু সর্ব্ব-কার্য্যারম্ভে প্রথমতঃ আচমন আবশ্যক ও তাহা শ্রীবিষ্ণু স্মরণ ভিন্ন বৃথা যদ্দ্বারা লোক সম্যক প্রকারে শুচি ও সর্ব্বকর্ম্মাধিকারী হয় এবং যদুল্লেখ ব্যতিরেক যাগযজ্ঞাদি সর্ব্ব প্রকার শুভ কর্ম্ম সমাপন অসম্ভব, এবিধায় প্রতিপাদ্য হইতেছে যে বিনা ভগবন্নাম (কেবল তাঁহারই পাদোদক ব্যতীত) কোন প্রায়শ্চিত্তই নাহি। তত্রাচ যে মহা

সকল প্রায়শ্চিত্তই ভগবন্নাম যুক্ত

জনোক্ত প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গপ্রত্যাঙ্গ স্বরূপ অপর সকল কার্য্য উপকরণাদি নিয়মবদ্ধ আছে তাহা কেবল পতিতের দণ্ড ও পাপাভ্যাসের নিবারণ কারণ, নতুবা কৃত দুষ্কর্ম্মাদি জন্য পাতিত্য হইতে কেবল হরি নামোচ্চারণ অথবা স্মৃতিশাস্ত্র বিহিত বৃহৎ প্রায়শ্চিত্ত ধারণ উভয় মতেই সমতুল্যরূপে পরিত্রাণ হয় যথা কেবল মন্ত্র অথবা ষোড়শোপচার উভয় প্রকরণেই সকল দেবতার অর্চ্চনা সিদ্ধ হয়, কিন্তু মন্ত্র শূন্য বহূপচারেও কোন দেবতার পূজা সিদ্ধ নয়। যেমন দেবার্চ্চনা বিবাহাদি সকল কর্ম্মের মন্ত্রই মূল তদ্রূপ শুচি ও উদ্ধার বিষয়ের ভগবন্নামই সার তাহা বেদে ও পুরাণাদিতে বিস্তার পূর্ব্বক প্রচার আছে।

গঙ্গামাহাত্ম্য কিন্তু গঙ্গামাহাত্ম্য প্রকরণে, যে সকল মহাত্মাগণের বচন বহন পূর্ব্বক প্রাচীন ও নব্য সংগ্রহকার মহাশয়রা মান্য ও পূজ্য এবং তৎকারণ বশতঃ তাঁহাদিগের ব্যবস্থা সকলের শিরোধার্য্য সেই সকল মহামুনি বশিষ্ঠাদি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজকগণ বর্ত্তমান সত্ত্বে যখন ভগবান্ কপিলদেব কোপানলে পতিত বিহিত রহিত ভস্মরাশীভূত সগরকুল যদুদ্ধারার্থ প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ ব্যবস্থা উক্ত করণ তৎকালে সকলেরই অসাধ্য বিধায় কপিলদেব স্বয়ং গঙ্গা শলিল স্পর্শরূপ বিনানুকল্প কেবল এক অতি দুঃসাধ্য

দেবদুর্ল্লভ প্রায়শ্চিত্ত উপদেশ করেন, এবং তাহা যে দুষ্কর ও কঠোর চেষ্টা দ্বারা মর্ত্যলোকে আনীত হইয়াছে এবং ঐ মহাবারি স্পর্শে যে প্রকারে ভস্মসার ষষ্টি সহস্র সগর বংশের উদ্ধার হয় তাহাও বিশ্ব ব্যক্ত। অতএব প্রায়শ্চিত্তানন্তর পতিতের অব্যবহার্য্যত্ব যদ্যপি শাস্ত্র মর্ম্মানুসারি যথার্থ হইত তবে ভাগীরথী জল স্পর্শে কি বিধান হইতে পারে, অর্থাৎ তাহার ব্যবহার বিরোধ কোন্ শাস্ত্রে বিহিত আছে? "গঙ্গা শলিল পক্কান্নং দেবানামপি "দুর্ল্লভং।" যদি দ্রবময়ীর অম্বু স্পর্শে অতি মহা পাতকাদির সম্যক্ প্রকার নিষ্কৃতি অর্থাৎ নিষ্পাপ ও ব্যবহার্য্যত্ব বিষয়ে কেহ সংশয় করেন তাহা শাস্ত্রোল্লঙ্ঘন ব্যতীত ও শাস্ত্রের বচনানুযায়ি তৎ সন্দেহ জন্য নরক স্বীকার ব্যতিরিক্ত সম্ভব নহে, যথা স্কন্দ পুরাণে "স্নানমাত্রেণ গঙ্গায়াং পাপং "ব্রহ্মবধাদিকং দুরাধর্ষং কথং যাতি চিন্তয়েৎযো "বদেদপি। তস্যাহং প্রদদেপাপং কোটীব্রহ্ম বধো "ভবং। স্তুতিবাদ মিমাংমত্বা কুম্ভীপাকে মহীয়তে। "আকল্প নরকং ভুক্ত্বা ততো জায়েত গর্দ্দভঃ। এতদ্বিধায় ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাবলম্বনে অথবা অন্য কোন প্রকার পাপ করণে পতিত ব্যক্তি গঙ্গা স্নানানন্তর পুনরায় বেদধর্ম্মাচরণ এবং তদ্ধর্ম্মাক্রান্ত লোক সহিত ব্যবহার্য্য হবন ইচ্ছা করিলে সে অবশ্য গ্রাহ্য

গঙ্গাস্নানেন সর্ব্ব নিষ্কৃতি

ও ব্যবহার্য্য হইবে। বরং এমত স্থানে ঐ বচন প্রমাণে তৎপ্রতি আপত্তিকারী তদ্দ্বেষ কারণে বোধ হয় এই মহৎ ভ্রমবশতঃ স্বয়ং পতিত হইতে পারে। তদ্রূপ ভগবন্নাম মাহাত্ম্য প্রতি সংশয়ী।

যদ্যপিও কেবল ভগবৎ প্রসঙ্গ অথবা জাহ্নবী-জলে স্নান মাত্র সর্ব্ব পাপ বিনাশের প্রধান কারণ, পরন্তু মহাজনাদি প্রাগ্-দর্শিত কারণাদি বশত অতি সদসুক্তি সম্মত পৌনঃপুন্য অত্যুৎকট দূষিত কর্ম্মাদি সঞ্চার সংস্কার এবম্পি পাপ প্রবৃত্তি পক্ষে একের দৃষ্টান্তে অন্যের উদ্বোধ স্বরূপ সংস্কার জন্য সামান্য প যে সকল প্রায়শ্চিত্ত প্রণালি পূর্ব্বক পাপ বিশেষে ক্ষে অতি স বিধি করিয়াছেন তদ্বিপরীতাচরণে পূর্ব্ববৎ প্রত্য লভ প্রায় বায় প্রত্যক্ষ ভাসমান, যেহেতু অধম জাতি পাপা শ্চিত্ত অল্প জ্ঞাগণ ষড়্‌রিপুবাহন পশুবৎ আশু অসৎ পথেই প্রযুক্ত গমন করে এতাদৃশ জন সম্বন্ধে পাপ বিনির্ম্মুক্তি নিমিত্তে বিনা তপ দানাদি শুদ্ধ হরি সংকীর্ত্তন কিম্বা গঙ্গাবগাহন রূপ এমত অনায়াস সাধ্য প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থাপন তাহাদিগের পাপ প্রবৃত্ত্যংশে প্রকারান্তরে অভয় প্রদান, যেমন খড়্গপাণি দস্যু প্রতি চর্ম্ম বর্ম্ম সমর্পণ, কারণ তাহারা এতদ্বিধায় নির্ভয় প্রায় যদিচ্ছা পূর্ব্বক যথা শক্তি সম্ভব ক্রমিক দুর্দ্ধর্য্য নিষিদ্ধ কার্য্যে অহরহ প্রবৃত্ত রহিয়া এক এক বার ভগবন্নাম স্মরণ অথবা গঙ্গাস্নান দ্বারা পাপক্ষয় করিতে

পারিবে। এতদ্রূপ অবস্থায় সুলভ ব্যবস্থায় ভবিষ্যৎ দুষ্কর্ম্ম পক্ষে কোন প্রকার ব্যাঘাৎ বা চিন্তা কিঞ্চিন্মাত্র না থাকিয়া বরং ঐ নাম ও স্নান রূপ অখণ্ডনীয় চর্ম্ম বর্ম্ম বলে গর্ব্বিত হইয়া অত্যন্ত সহসা অনিবার্য্যা তৃষ্ণাতুরা মত্তমাতঙ্গিনী ন্যায় বিচিত্র গামিনী কামনারূঢ় তত্ত্বাংকুশ বর্জ্জিত মূঢ় লোক তৎপর পামর হস্ততর কুৎসিত কর্ম্ম সাগর প্রতি অবিশ্রাম ধাবমান থাকিবে।

এতদ্রূপ উদাহরণ উপস্থিত স্থলে ক্লেশ ব্যয় সাধ্য প্রায়শ্চিত্ত দণ্ডাশঙ্কায় যে অধিকাংশ মধ্যম জাতি লোক অবিদ্যা মোহিত ভোগজনক দুষ্ট ইচ্ছা বলবতী বিধায় কষ্টে তাহা ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহারাও উক্ত সাধ্য শাসনাভাবে ক্রমশঃ কুপথগামী হইতে পারিবে। যেমন তরনীযানে ভীত লোক নদী পারাবার ইচ্ছা থাকিলেও তাহা করে না কিন্তু সুলভ সেও প্রাপ্তে নিবৃত্ত থাকে না।

দণ্ডাভাবে পাপাচরণ বৃদ্ধি

এতাবতা প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থায় সাধারণ পাতকি পক্ষে তপদানোপলক্ষে দণ্ড বা শাস্তি শুদ্ধ ভগবন্নামাদি মাহাত্ম্য দ্বারা খণ্ড ও নাস্তি করিলে পাত্রাপাত্রাবিবেচনায় হিতেবিপরীত বিধায় চরমাবস্থায় রাজসিক ও তামসিক লোক সমূহ মধ্যে প্রবঞ্চনা অপহরণ ছলনা বিশ্বাস হনন পরস্পর প্রতি বৃদ্ধি প্রাপ্তে ক্রমশঃ ধর্ম্মের গ্লানি প্রাণি হানি প্রভৃতি

অন্তে ভয়ানক

উৎপাতের কারণ জন্মিবে, যাহাতে অরাজক জন্য একক্কালে পুণ্য শূন্য জগতের সৃষ্টি লোপাপত্তি অচিরে সংঘটন হইবে।

অতএব পূর্ব্বোক্ত কারণাদি প্রতি বিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক জনহিতৈষি নিদানদর্শি মহর্ষি বর্গোক্ত যথা যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত সামান্য ও আশ্রমি জীব সম্বন্ধে মাত্রেই অত্যাবশ্যক ও অতি কর্ত্তব্য জানিয়া সদ্বিবেচক অধ্যাপক মহাশয়রা ব্যবস্থা করেন, যেহেতু তাহার অবহেলনে যথোক্ত বহুবিধ বিঘ্নোপদ্রব ব্যতিক্রম সম্ভব। শুদ্ধ ভগবন্নামাদি মাহাত্ম্য দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত বিধি কেবল উত্তম জাতি মানব অর্থাৎ উদাসিন সত্ত্বগুণাবলম্বি ব্যক্তি কদাচিত ভ্রমবশতঃ কোন নিন্দনীয় কর্ম্মে পতিত হইলে সেই পক্ষেই অর্হে, কারণ এমত জন ঐ প্রকার স্বকৃত মলিন কর্ম্ম কর্ত্তৃক অত্যন্ত অনুতাপিত ও ম্রিয়মান হইয়া পরিত্রাণ মন্ত্রে প্রাচীন সংস্কার বশতঃ স্বকীয় পন্থানুযায়ি সৎকর্ম্ম জপ তপস্যা ভজন সাধনে প্রবৃত্ত থাকে।

আমাদিগের দেখা উচিত ম্লেচ্ছাদি ধর্ম্মাবলম্বনে কোন্২ বিষয়ে দোষ উৎপত্তি হয় ও তাহা কি কি অংশে এপক্ষে শাস্ত্র ও যুক্তি সিদ্ধ বিচার সম্মত আপত্তি বিধান হইতে পারে?

ম্লেচ্ছ ধর্ম্ম বা কি হিন্দুর কি কি দোষ

প্রথমতঃ ঈশ্বর বিষয় বোধে তাহাদিগের দোষ সম্ভব নহে যেহেতু উহারা ঈশ্বরানুসন্ধান জন্যই অপর ধর্ম্ম অবলম্বন করে এবং কৃশ্চান ও মহম্মদি প্রভৃতি মধ্যে কোন সম্প্রদায়ই অনীশ্বর বাদী নহে, কেবল নিরুপাধি পরমাত্মা প্রতি স্ব স্ব সম্বন্ধীয় উপাধি কল্পনা দ্বারা তাহাতে বিশেষতঃ তদ্রূপ বিশেষ্য বিশেষণ আরোপ করণক আত্মাময় বস্তুকে প্রাকৃত বস্তু স্বরূপ বর্ণনা করা তাহাদিগের ভ্রান্তি এবং তদনুযায়ি উপাসনার মতান্তর বিধায় এপক্ষে বিরোধী মাত্র, যেমত মুসলমানদিগের ঈশ্বরোক্ত বোধে এমত প্রতীতি আছে যে " ঈশ্বরো নাস্তি কিন্তু

কৃশ্চানাদি ঈশ্বর বাদী

সেই পরমেশ্বর যাঁহার দূত মহম্মদ" এবং প্রকারে কৃশ্চ্যনগণেরাও ঈশ্বর বাক্য জ্ঞানে এপ্রকার ব্রাচ্য করেন যে" তিনিই পরমেশ্বর যাঁহার পুত্র ঈশুক্রাইষ্ট" ইত্যাদি উপাধি মাত্র ত্যাগ করিলে ভগবদ্বিষয়ে প্রায় পরস্পর নির্বিরোধী। অধিকন্তু সারদর্শি মতে ঐরূপ উপাধি হেতু বিরোধ ইত্যাদি তত্ত্ববোধ ও সূক্ষ্ম বিবেচনায় সমতা পায়, যে যদ্রূপ কীট পতঙ্গাদিকে আমাদিগের সামান্য দৃষ্টে বোধ হয় অতি ক্ষুদ্র ও হেয় জীব, পরন্তু যখন ভদবস্থায় তাহাদিগেরও অধিকার আছে যে জগদীশ্বরকে স্ব স্ব প্রভু ও পিতা স্বরূপ জ্ঞান ও সম্বোধন করা, এবং পরিচয় দেবা, তখন মনুষ্যতো তদপেক্ষা সৌভাগ্যবান্, তদংশে অনধিকারী কি প্রকারে হইতে পারে? এতাবতা প্রতিপন্ন হইল যে যথার্থ জ্ঞান মতে উক্ত ধর্ম্মাদি যাজী ঈশ্বর মান্যাংশে দোষী নহে কেবল ধর্ম্ম কর্ম্ম বিভিন্নতায় উপাসনা বিপ

তৎসংসর্গী ঈশ্বর বিষয়ে দোষী নহে

রীত বিধায় তাহারা হিন্দু সম্প্রদায় অপরাধী মাত্র।

খাদ্যাদি ব্যবহা শাস্ত্রে তা প্রতিকার

দ্বিতীয়তঃ অখাদ্য অপেয় অগম্যা ব্যবহারাচরণ করণ কারণ তাহারা উৎকট দোষী ও প্রায়শ্চিত্তার্হ বটে, কিন্তু শাস্ত্রে ঐ সকল পাপের বিবিধ প্রকার প্রায়শ্চিত্ত সত্ত্বে পতিত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তাকাঙ্ক্ষী হইলে তাহাকে তদ্দ্বারা উদ্ধার না করিলে আমাদিগকেও শাস্ত্র অমান্য জন্য অধর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে এবং ঐ সকল প্রায়শ্চিত্তাদি যদি এসকল কর্ম্মে প্রয়োগ না হয় তবে কি কার্য্যে লাগিবে ও কি উদ্দেশে সৃষ্টি হইয়াছে? অপিচ যদি সে প্রায়শ্চিত্তে সন্দেহ হয় তবে ঐ সকল কর্ম্ম পাপজনক কি প্রমাণে নিশ্চয়?

অপরঞ্চ মহাশয়রা বিবেচনা পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে সুগোচর হইবে যে উপ

স্বেচ্ছাচারীয়দি জাতিপতন কারণ হয় তবে তদ্বর্জিতকে।

হিত বিষয় প্রতি বর্ত্তমান কালীয় ব্যব হারানুযায়ি আপত্তি উপযুক্ত নহে যে হেতু ইদানী এই মহানগর কলিকাতাস্থ অনেক হিন্দুতে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ দোষ কিয়দংশে দ্বিবিধ কিঞ্চিদংশে একবিধ অত্যল্পাংশে অস্বকৃত বোধে নির্দ্দোষ কিন্তু সংসর্গ সহকারে তাহাতেও তুল্য দোষ, এবং ইহার নিকটস্থ অন্যান্য গ্রাম বাসিগণেতেও আংশিক দোষ স্পর্শ হই য়াছে, এতদ্বিধায় যদ্যপি উক্ত দোষ জন্য (যাহাই ম্লেচ্ছযাজি হিন্দুর পক্ষে চির পতনের প্রধান কারণ প্রকাশ পাইতেছে) লোকের জাতিপতন স্বরূপ দণ্ড করা উচিত হয় তবে ঐ বিষয়ের সীমা কি পর্য্যন্ত যায় তাহা মহাশয়রা নিরূপণ করিবেন। এতাবতা স্বেচ্ছাচার আহার ব্যবহারীয় চর্চ্চা ইতি মধ্যে উত্তোলনে তদ্ভোগি মহাশয়দিগের প্রতি দোষ নি ক্ষেপ কোন মতে আমাদিগের উদ্দেশ

তাহাদিগের প্রতি দোষ তাৎপর্য্য নহে

নহে, বরং তাঁহাদিগকে মধ্যবর্ত্তী স্বরূপ স্থাপনা পূর্ব্বক ও নিম্নে লিখিতব্য মতে তাঁহাদিগের বল আশ্রয় করণক পতিত ব্যক্তিদিগের উদ্ধার চেষ্টা করা, নচেৎ ঐ সকল তেজস্বি মহাশয়দিগের সুখ ভোগাদি কার্য্যেতেই যে যথার্থ কোন দোষ জন্মে কি না তাহা বিশেষরূপ না জানিয়া সামান্য চলিত মতে তৎকার্য্য প্রতি দোষারোপণে অস্মদাদি অপরাধি হইবার সম্ভাবনা, কারণ আমাদিগের বেদ ও তন্ত্রাদি মতাবলম্বিত শাস্ত্র সকল সমুদ্র তুল্য অকূল যন্মধ্যে বহুবিধ বিষয় এক মতে নিষিদ্ধ অন্য মতে বিধেয় যথা বামাচারি শাক্ত মত তথা মহা নির্ব্বি কারি পরমহংস পন্থা, বৈষ্ণব ও যতি ধর্ম্ম সহিত পরস্পরের প্রতি যোজনায় একের বিধি ব্যবহার অন্যের বিপরীত লক্ষ হয়, পরন্তু ঐ চতুর্ব্বিধ সাধকই আমাদিগের পক্ষে পূজ্য ও মান্য তন্নি

শাস্ত্র বহুবিধ প্রযুক্ত খাদ্যা খাদ্যের মতা মত নানা প্র কার

যিত্ত উক্ত মত ব্যবহারাদিতে দোষ নি
র্ণয় করণে অতিশয় সংশয় প্রত্যক্ষ হয়।
অতএব যদিও যথেচ্ছাচার আহারাদি
দোষ জন্য গণ্য হয় কিন্তু যখন প্রায়
সকলই (যন্মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠবর্ণ মহাম
হোপাধ্যায় কুলীন মহাশয়রাও আছেন)
উক্ত প্রকার ব্যবহার না করিয়া কৃচিৎ
স্নেহ কদাচিৎ অনুরোধ কখন দয়া কুত্রা
পি লোভ কিম্বা ক্ষোভ বশতঃ নিষিদ্ধ
ব্যবহারি ব্যক্তিগণ সহিত (যাহারা এ
ক্ষণে হিন্দু মধ্যে দলে বলে অধিক পুষ্টি)
মিশ্রিত ভূত সম্যক্ প্রকারে প্রচলিত
আছেন তখন স্বকৃত ম্লেচ্ছধর্ম্মাবলম্বী
(যাঁহাদিগের দোষ বাস্তব নিষিদ্ধ ব্যব
হারি ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা অধিক গুরু
তর নহে) শাস্ত্র সম্মত প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার
ও উত্তীর্ণ হইলে পরে তাহাদিগকে
আমাদিগের সহিত চলন করণে কি
হানি সম্ভাবনা আছে?

যখন স্বেচ্ছা
চারী অপেক্ষা
ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাব
লম্বির দোষ
অধিক নহে
তখন প্রায়শ্চি
ত্তোত্তর তৎ স
হিত ব্যবহা
রে কি হানি?।

তদনন্তর নিরুপেক্ষ শাস্ত্রদক্ষ জাতি কূলাধ্যক্ষ ধর্ম্মাশ্রয় মহাশয়গণ কৃপাব লোকন পূর্ব্বক বিচার করিতে আজ্ঞা হয় যে যৎকালীন কশ্চিৎ ধনাঢ্য অথবা মহদাশ্রিত ব্যক্তি কোন কারণ বশতঃ সর্ব্বতোভাবে মুসলমানীয় ধর্ম্মাচরণ করণক পতিত হইয়া পুনরায় ধনবলে উদ্ধার হয়, এবম্প্রকারে কোন ব্যক্তি সমুদয় নিয়মানুসারে মিসনরি চর্চ্চে বেপটাইষ্ট হইয়া কোন প্রবল মহাত্মার সহায়তায় পুনর্ব্বার ত্রাণ পায় পরে ঐ প্রকার উদ্ধৃত সকল ব্যক্তি হিন্দু সম্প্রদায় স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক অবিবাদে সম্যক প্রকারে প্রচলিত আছে, এতদ্দৃষ্টান্তে অপর সাধারণ নিরাশ্রয় নির্ধন পতিতগণ পক্ষে তৎ পরিমিত করুণানুকূল্য প্রকাশ না করিয়া তাহা হইতে যাবজ্জীবন তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখা ধর্ম্মতঃ ও

ধন বলে পতিতের উদ্ধার, তদভাবে বঞ্চনা, পক্ষপাত কি না?

যুক্তি সম্মত স্পষ্ট পক্ষপাত ও অবিচার কি না? তজ্জন্য নিতান্ত ন্যায্য বোধে ও তৎকর্তৃক বিশেষ দৃঢ় ভরসা পূর্ব্বক প্রার্থনা যে মহাশয়দিগের সদৃশ সদ্বংশ জাত মহোদয় জাতিকুলাশ্রয় মহাত্মা গণ ঐ সকল অন্যায় অঙ্গাঙ্গি রহিত করিয়া দেশ কাল ব্যবহার দৃষ্টে শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্মাভিপ্রায় সম্মত এবং ন্যায় ও যুক্তি সংযত সাধারণ পক্ষে বিনা গণতা সমতা বিধায় বিচার করিতে অবশ্যই আজ্ঞা করিবেন। যেহেতু পতিতের পরিত্রাণ লোকের জাতিকুল দান বিশেষতঃ সাধারণ পক্ষে সমান অকুতোভয় বিনা লোভ গণতা রহিত ক্ষমাবান ও শাস্ত্রের সর্ব্বাংশে তুল্য দৃষ্টি ও দ্রাঢ্য পূর্ব্বক সম্মান মহান ও অতিপ্রধান সর্ব্বতোভাবে যোগ্য প্রতাপবান [যাঁহারা সদ্বংশজাত প্রযুক্ত স্বভাবতঃ পরদুঃখে দুঃখী ও পরদায়ে কাতর] কর্তৃক মনোযোগ

অতএব দেশ কাল বিবেচনায় সমতা বিধায় বিচার করুন।

মহত্তের সাধ্য ভিন্ন পতিত ত্রাণ দুঃসাধ্য

ও শূরত্ব প্রকাশ ব্যতীত অন্যের দুঃসাধ্য, তদিতর নিষ্ঠুর সাহঙ্কারি বিদূষক পর ছিদ্রানুসারি জন কর্ত্তৃক বরং এমৎ মহৎ কার্য্য সাধনোদ্যোগে অন্যায় প্রতিকূল তর্ক আপত্তি বহুবিধ ব্যাঘাৎ সম্ভব। যেমন তাঁহাদিগের মধ্যে কোন২ পণ্ডিতাভিমানি ব্যক্তি উপস্থিত বিষয় স্বম্বন্ধে কহেন "যে এমত প্রকরণ একাকার করিবার লক্ষণ" কিন্তু কি চমৎকার হিতে বিপরীত ব্যবহার! প্রাগুক্ত রূপ বিনা প্রায়শ্চিত্ত সুখোন্মত্ত সর্ব্ব প্রকার ব্যবহারে রত স্বেচ্ছাচারিগণ সহিৎ, যাঁহারা অম্লান বদনে অন্নাদি ভোজন প্রভৃতি সকল করণ কারণ করিয়া আসিতেছেন তাঁহারাই এমত পতিতকে যে যাহারা ঈশ্বরানুসন্ধান জন্য ভ্রমক্রমে ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাবলম্বি হয় প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সংগ্রহণে ভূরি২ আপত্তি ও বিতরাগি তদুদ্যোগি পক্ষ প্রতি ঐরূপ কটাক্ষ

তদিতর জন কর্ত্তৃক বরং ব্যাঘাৎ সম্ভব।

করেন। হায় কালের কি অপূর্ব্ব গতি লোকের কি বিচিত্র মতি ধর্ম্মানুষ্ঠানের কি অদ্ভুত রীতি পদ্ধতি ! যথা বৃথা মাংসাসী বৈধমাংস প্রতি দ্বেষী, আত্ম মতই প্রবল অতি সেই তাঁহাদিগের স্মৃতি অপরস্মা কিম্ভবিষ্যতি !"

ইতি পূর্ব্ব মহাত্মাগণ কত শত অধম ও পতিত ত্রাণ করিয়াছেন যথা অধম নিস্তারি জনহিতকারি ৺ চৈতন্য দেব ভগবন্নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তণ দ্বারা কএক জন জাত মুসলমানকে উদ্ধার করণক হিন্দু মণ্ডলি মধ্যে উচ্চ ও বহুজন পূজ্য পদ দেন, এবং স্বর্গগত পরোপকার রত রামদুলাল সরকার মহাশয় কঞ্চিৎ, মুসলমান ধর্ম্মে বিগত পতিত হিন্দু ব্যক্তিকে উদ্ধারান্তে বৃহৎ সমারহ পূর্ব্বক সমন্বয় দ্বারা হিন্দুজাতি মধ্যে পুনর্ব্বার চলন করেন।

ইতিপূর্ব্ব মহাত্মারা জাত ম্লেচ্ছ উদ্ধার করিয়াছেন।

অধুনাও অনেকানেক সদ্বিবেচক

মহাশয়গণ আত্মং পরিবার স্বজন মধ্যে কখন কোন বালক কৃশ্চ্যন ধর্ম্মাবলম্বন করিলে ও তাহা বিশেষ ব্যক্ত না হইতে তাহাকে প্রাপ্ত হইলে অতি সং গোপন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করণক তাহাকে স্বপরিবারে ও সমাজে চলন করিয়া থাকেন, তদ্দোষোপলক্ষে তাঁহাদিগকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে কালের গতি প্রযুক্ত অর্থাৎ ঐ সকল প্রাতঃস্মরণীয় জনাভাবে তাঁহারা ভীত হইয়া তদুত্তরে সর্ব্ববাদি সম্মত যে প্রসিদ্ধ প্রবঞ্চনা চলিত আছে তাহাই অবলম্বন পূর্ব্বক কহিয়া থাকেন যে " সে সকল জনরব কেবল অপবাদ মাত্র " পরন্তু পতিত বালকের অন্বেষণ ও আয়ত্ত বিষয়ে বিলম্ব হইলে এবং তৎসম্পর্কীয় বিধর্ম্মাচরণ বিস্তার পূর্ব্বক প্রকাশ পাইলে লোকভয় প্রতিবন্ধে তাহার

ইদানী কেহং গোপনে প্রায়শ্চিত্ত সংগ্রহ করেন।

পিতা মাতাদি জীবিত পুত্র শোকাকুলে
মগ্নভূত চিরদিন দীন প্রায় দুঃখে দিন
পাত করে।

মহাত্মাদিগে
র পশ্চাৎগা
মী হইয়া প
তিতের নিষ্কৃ
তি করুন।

এতন্নিমিত্ত প্রবিধান করিতে
অনুমতি হয়, ধর্ম্মাশ্রয় মহাশয়রা, ! যে
ঐ সকল প্রাচীন মহাত্মাদিগের জন নি
স্তার যশোবিস্তার বৎ উক্ত সৎকর্ম্ম সকল
আমাদিগের সর্ব্ব সাধারণ পক্ষে উদ্বোধ
স্থল স্বরূপ গ্রহণ করা উচিৎ এবং তৎ
পথ প্রদর্শনানুসারে তাঁহাদিগের পশ্চাৎ
গামী হইয়া শাস্ত্রে সম্পূর্ণ ব্রাত্য সংস্থা
পন করিয়া ভ্রান্তিবশতঃ ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাব
লম্বন নিমিত্ত জাতিভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগের
প্রার্থনামতে সাধারণ সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট
রূপে উদ্ধার করণ ও তজ্জাতীয় সমগ্র
ব্যক্তির সহিত চলন বিষয়ে স্পষ্ট অনুজ্ঞা
প্রদান করুন, যদ্দ্বারা পতিতোদ্ধার
স্বরূপ ধর্ম্মলাভ ব্যতিরিক্ত পূর্ব্বোক্ত অবি
চার বিষয়ে যাহা শাস্ত্র বিপরীত কিন্তু

ব্যবহার সহকার প্রযুক্ত প্রায় চলিত আছে যথার্থ বিচার করণক এঅংশেও ধর্ম্ম সংস্থাপন করা হয়, এবং তথাবিধ আমাদিগের শাস্ত্র উক্ত মত সম্পূর্ণ দৃঢতা পূর্ব্বক পালনে তদংশেও ধর্ম্ম সঞ্চয়, এতাবতা নিশ্চয় যে একর্ম্ম দ্বারা অনায়াসে ত্রিবিধ ধর্ম্ম লাভ সম্ভব, এবং তদ্ধর্ম্মাৎ উপস্থিত ব্যাপারে সানুকূল ও সহকারি সকল ব্যক্তি সম্বন্ধে পরলোক নিস্তার ইহলোকে পরোপকার হেতু যশোবিস্তার।

(…র্ম্মে ত্রিবি… ধর্ম্ম ও উভ… লোকে কু… পক্ষ)

যদিও কোন প্রকার দৈব ঘটনাৎ এবিষয় আপাততঃ সুসিদ্ধ না হয় তথাচ উদ্যোগিগণ আত্ম আত্ম সাধ্যানুসারে প্রতিকার চেষ্টা করণক উক্ত ধর্ম্ম ও প্রতিষ্ঠা অংশে প্রায় তুল্য ফলভোগী, পরন্তু তদ্বিপরীতে প্রতিযোগি ব্যক্তিরা উভয়াংশেই অপুরস্কৃত অর্থাৎ এবিষয় ভ্রষ্ট হইলে অখ্যাতির নিমিত্ত এবং

(এবিষয় সিদ্ধা… সিদ্ধ দুইবিধা… য় উদ্যোগি… পক্ষ পুরস্কৃত এবং প্রতিযো… গী …তিরস্কৃত)

সকল হইলেও কাপুরুষের কারণ হইবেন।

অপরঞ্চ যে যে ব্যক্তি অবোধ পুরস্কারে এই মহৎ উদ্যোগ ভঙ্গ করিবেন তাঁহাদিগকেও এই ব্যবস্থা চলনাভাবে কালেতে স্বতন্ত্রঃ পরতঃ উক্ত মত ব্যভিচারে পতিত দায়গ্রস্তভূত এবং তদুদ্ধার উপায় রহিত প্রযুক্ত চিরকাল রোদণ করিতে হইবে ও তখন উপস্থিত কর্ম্ম সম্পর্কে বিপক্ষতা স্বরূপ স্বকৃত কার্য্যের প্রতি ধিক্কার পূর্ব্বক আক্ষেপ সার হইবে।

ইহার প্রতিকুলতা পরে আক্ষেপের কারণ হইবে

এমত কেহ ভ্রান্তি না করেন যে এদায় তাঁহার স্বকূলে ঘটিবে না, কারণ যখন এপ্রদেশে মিসনরি দস্যুদল ধনে জনে ছলে কৌশলে অতি প্রবল রাজসাহায্যে দর্পিত সর্ব্বদা সকল স্থানে সচেষ্টা সন্ধানে দিনে দিনে বৃদ্ধি পূর্ব্বক প্রবৃত্ত আছে তখন কে কতক্ষণ সাবধানে সমর্থ হইবেন এবং সে বিপদে পড়িলে কাহার দোহা

এদায়ে কেহ নির্লিপ্ত থাকিতে পারিবেন না।

ই দিবেন যেহেতু উক্ত মত বিপদগ্রস্ত দিগের যে রোদণ তাহা উপস্থিত বিচার কর্ত্তার। তদ্ধর্ম্মাক্রান্ত প্রযুক্ত মহোল্লাসে যুক্ত শ্রবণ করেন।

অতঃপর সদ্গুণাকর সুবিজ্ঞবর মহাশয়রা উদিত বিষয় প্রতি মনোযোগ পূর্ব্বক বিশেষ বিবেচনা করিয়া বর্ত্তমান সময়কে শেষ সাবকাশ জানিয়া হিন্দু জাতির চিহ্ন থাকিতে এমত বিহিত উপায় ত্বরায় করিতে আদেশ হয় যদ্দ্বারা পৃথিবী এককালে হিন্দু শূন্যাভূতা বেদ বিহিত সনাতন ধর্ম্ম নিতান্ত লোপ না হয় অর্থাৎ ভ্রান্ত ম্লেচ্ছ·ধর্ম্মাবলম্বনে পতিত হিন্দুদিগকে তাহাদিগের প্রার্থনা মতে আমাদিগের উক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র ব্যবস্থানুযায়ি সংস্কার দ্বারা উদ্ধার ও স্বজাতি সহিত ব্যবহার করণ সর্ব্ব সাধারণ পক্ষে আজ্ঞা করেন ইতি।

তেষাং বৈ দেশান্যত্বং চকারহ । ইতি হরিবংশোক্তেরং তথা কৃতান্ যবনাদীনুপক্রম্য তেচাত্মধর্ম্ম পরিত্যাগান্ ম্লেচ্ছতাং যযুরিতি বিষ্ণুপুরাণোক্তেরবঞ্চ আত্মধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ম্লেচ্ছধর্ম্ম গ্রহণাদিনা ম্লেচ্ছতাং প্রাপ্তানাং কথং প্রায়শ্চিত্তীয়তা কথং বা কৃত প্রায়শ্চিত্তানাং ব্যবহার্য্যতা তথা দেবলোপি । ম্লেচ্ছ জাতীনামপি প্রায়শ্চিত্তীয়তা ব্যবহার্য্যতা চ স্যাদিতি চেন্ন, তৎপরম্পরয়া সপ্তম পঞ্চমাদি জন্মাবধেঃ প্রায়শ্চিত্ত দর্শনাৎ জাতি প্রাপ্তানন্তর এবা ব্যবহার্য্যতায়াঃ প্রায়শ্চিত্তাপনোদ্যত্বা দতো ম্লেচ্ছ জাতীনাং প্রায়শ্চিত্তীয়তা ব্যবহার্য্যতা চ নাশঙ্কনীয়া যাতু অভ্যাস দিনা পতিতা ব্যাক্রিয়তেপানা সাজ্ঞানকৃত জননাপি অভ্যা সাধিক্যেন গুরুতরা ভবিতুং নার্হতি যতস্তদনন্তরং অভ্যাস স্যুপর পাপবাক্যে দেবোৎপাদকে। মত্ততজ্ঞা উৎকর্ষং জ্ঞান স্মৃতি জাতব্রহ্মবধজন্য পাতিত্যস্য তাদৃশান্যজন্য পাতিত্য বদিতি স্মার্ত্ত শূলপাণি মত পরিষ্কৃতা ব্যবস্থা ।। ইতি বিদুষাং পরামর্শঃ ।।

অত্র প্রমাণং ।। ইদং বিশুদ্ধি রত্নাকর প্রমাণা কামতো বিদ্ধং । কামতো ব্রাহ্মণবধে নিষ্কৃতির্নাভিধীয়তে ।। ইতি মনুবচনং ইয়নীতি । এতত্তু প্রায়শ্চিত্তং বিশেষোপ দেশমন্তরেণাকামতো ব্রাহ্মণবধেঽভিহিতং কামতস্তু ব্রাহ্মণ বধেনেয়ং নিষ্কৃতির্নৈতৎ প্রায়শ্চিত্তং কিন্তু তোহিপ্ত গাদি করণাত্মক মিতি প্রায়শ্চিত্ত গৌরবার্থং নতু প্রায়শ্চিত্তা ভাবার্থং কামতস্তু কৃতং মোহাৎ প্রায়শ্চিত্তৈঃ পৃথক বিধৈ

রিতি পূর্ব্বোক্ত বিরোধাদিতি কুল্লুকভট্ট ব্যাখ্যানং মোহা
দিতি মোহশব্দেন দেবেন্দ্র বুদ্ধিপূর্ব্ব ব্যতিক্রম ইত্যাদি
ভবিষ্যোক্ত বুদ্ধি শব্দোপাদানমেবাভিধত্তে সত্য
ধর্ম্মজ্ঞানে পাপগৌরবার্থমিদ মুক্তং মোহাদিতি শূলপাণি
লিখনং। যথা ভবিষ্যে, মহাপাতকানাং। কামতো ব্রাহ্মণ
বধে যদেতন্মনুনোদিতং। অকামতো বিপ্রবধ বর্জনার্থ
মুদীরিতং। যদ্ধা ক্ষত্রো বিষয়ং নিবৃদ্ধেন বিদুঃ॥ শুদ্ধা
খিতস্ত যোবিপ্রং শুচৈঃ নিন্দ্যকর্ম্মণঃ। কামতোপি বুদ্ধি
পূর্ব্বস্ত নভবেত্তস্য নিষ্কৃতিঃ। ইতি শব্দাদাং বিশেষেণ
হনতাং কামতো দ্বিজং। প্রায়শ্চিত্তমেবং পুত্র কামতো
নির্গুণে হতে॥ সগুণে নিহতে কামান্নিষ্কৃতি র্নবিদ্যতে।
বিপ্রবধ বর্জনার্থ নিত্যাদেনেনিন্দার্থবোক্তা অতোঅজ্ঞানতো
ব্রাহ্মণস্য সগুণ নির্গুণ ব্রাহ্মণবধে দ্বাদশবার্ষিকাদি বৃত্তং।
কামতস্তু যাজ্ঞবল্ক্যোক্তং দ্বিগুণং সগুণ ক্ষত্রিয়াদীনাং
নির্গুণ ব্রাহ্মণবধেপ্যেবং সগুণ ব্রাহ্মণ বধে নিষ্কৃত্যভাবঃ।
বস্তুতস্তু নিষ্কৃত্যভাব বচনং মরণান্তিক চতুর্বিংশতি
বার্ষিক প্রায়শ্চিত্তেষ্বপিন্নতে ব্যবহার্য্যতা ভাবপরং নতু
প্রায়শ্চিত্তাভাবার্থমিতি প্রায়শ্চিত্ত বিবেক লিখনং॥
অতএব ভবিষ্যোক্ত নিষ্কৃত্যভাবে বিশেষমাহ বস্তুত
স্তিতি ক্ষত্রিয়াদীনাং সগুণ ব্রাহ্মণবধে ভবিষ্য মনু বচ
নাভ্যাং নিষ্কৃতির্নাস্তীতি যদুক্তং তদ্ব্যবহার্য্যতা বিষয়মিতি
প্রায়শ্চিত্ত বিবেক টীকাকৃদ্গোবিন্দানন্দ লিখনং "জাত্যাৎ
কর্ষোযুগেজ্ঞেয়ঃ সপ্তমে পঞ্চমেপিবা। ব্যাহারে কর্ম্মণাং

সাম্যং পূর্ব্ববদধরোত্তরং । ইতি যাজ্ঞবল্ক্য বচনং ।
জাত যো মূর্দ্ধাভিষিক্তাদ্যাঃ তাসা মুৎকর্ষোব্রাহ্মণত্বাদি
প্রাপ্তিঃ । জাত্যুৎকর্ষোযুগে জ্ঞেয়মিতি সপ্তমে পঞ্চমেপ্যপি
শব্দাৎ । ষষ্ঠেবা বোদ্ধব্যঃ । কিঞ্চ কর্ম্মণাং ব্যত্যয়ে বৃত্ত্যা
র্থানাং কর্ম্মণাং ব্যত্যয়ে বিপর্য্যাসে যস্য হীন বর্ণস্য কর্ম্মণা
জীবতি তৎসমান জাতিত্বং ভবতি । তদ্যথা ব্রাহ্মণঃ শূদ্র
বৃত্ত্যা জীবন্ তামপরিত্যজ্য যদি পুত্র মুৎপাদয়তি সোপি
তয়ৈব বৃত্ত্যা জীবন্ সপ্তমে শূদ্রং ক্ষত্রিয়োপি শূদ্র বৃত্ত্যা
জীবন্ ষষ্ঠে শূদ্রং বৈশ্যোপি শূদ্রবৃত্ত্যা জীবন তামপরিত্য
জন্ পুত্র মুৎপাদয়তি সোপ্যেবং এবং ক্রমেণ পঞ্চমে
শূদ্রং জনয়তি । ইত্যাদি মিতাক্ষরা ব্যাখ্যানং শূদ্রায়াংব্রাহ্মণা
জ্জাতঃ শ্রেয়সাচেৎ প্রজায়তে । অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং
গচ্ছত্যাসপ্তমাদ্যুগাৎ । শূদ্রো ব্রাহ্মণ তামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি
শূদ্রতাং । শনকৈস্তু ক্রিয়া লোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়ঃ জাতয়ঃ বৃষ
লত্বং গতাঃ লোকে ব্রাহ্মণা দর্শনেন চ । পৌণ্ড্রকা শ্চোড়
দ্রবিড়াঃ কাম্বোজাঃ যবনাঃ শকাঃ । পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ
কিরাতা দরদাঃ খশাঃ মুখ বাহূরুপজ্জানাং যালোকে জাতয়ো
বহিঃ । ম্লেচ্ছ বাচ শ্চার্য্যবাচঃসর্ব্বেতে দস্যবঃ স্মৃতাঃ।। ইতি
মনুবচনং । শনকৈরিতি ইমা বক্ষ্যমাণাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়
উপনয়নাদি ক্রিয়া লোপেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ যাজনা ধ্যাপন প্রায়
শ্চিত্তাদ্যর্থ দর্শনাভাবেন শনৈঃশনৈর্লোকে শূদ্রতাং প্রাপ্তাঃ
পৌণ্ড্রকা ইতি পৌণ্ড্রদেশোদ্ভবাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সন্তঃ ক্রিয়া লোপা
দিনা শূদ্রত্ব মাপন্নাঃ । মুখেতি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাণাং

স্বাক্ষর কারি দিগের নাম

শ্রীকাশীশ্বর শর্ম্মণাম্

সাং বহিগাছা

শ্রীব্রজকুমার শর্ম্মণাম্

সাং বংশবাটী

শ্রীশিবনারায়ণ শর্ম্মণাম্

সাং মহেশ্বর পুর

শ্রীত্রৈলক্যেনাথ শর্ম্মণাম্

সাং আগড়পাড়া

শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণাম্

সাং পুঁড়া

শ্রীবনমালি শর্ম্মণাম্

সাং কুমারহট্ট

শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণাম্

সাং পানিহাটা।৭

শ্রীতারাচাঁদ দেবশর্ম্মণাম্

সাং পম্পুর

শ্রীরাখালদাস শর্ম্মণাম্

শ্রীবিশ্বনাথ দেবশর্ম্মণাম্

সাং মির্জাপুর

শ্রীঠাকুরদাস দেবশর্ম্মণাম্

নরীট্টি গ্রামনিবাসিনাং

শ্রীকবিনারায়ণ দেবশর্ম্মণাম্

খড়িবাড়নামস্থাননিবাসিনাং

শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণাম্

সাং কাশীপুর

শ্রীশিবচন্দ্র শর্ম্মণাম্

সাং বারাসাত

শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মণাম্

সাং ত্রিবেণী

শ্রীআনন্দচন্দ্র শর্ম্মণাম্

সাং সিমুলা

শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীকালীদাস শর্ম্মণাম্

সাং দলপতিপুর

শ্রীমধুসূদন শর্ম্মণাম্

সাং হরিনাভি

শ্রীগঙ্গানারায়ণ শর্ম্মণাম্

সাং ফুলেবেলগড়ে

শ্রীরাজনারায়ণ শর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মণাম্

সাং বংশবাটী

শ্রীকালীদেব শর্ম্মণাম্

সাং গাজেদ

শ্রীভবদেব শর্ম্মণাম্

সাং ফরাশডাঙ্গা

শ্রীকান্তিচন্দ্র শর্ম্মণাম্

সাং অম্বিকা

শ্রীকালীকান্ত শর্ম্মণাম্

সাং আনন্দধাম

শ্রীরামনৃসিংহ শর্ম্মণাম্

সাং শান্তিপুর

শ্রীকালাচাঁদ শর্ম্মণাম্

সাং দেপুর

শ্রীব্রহ্মণ্য দেবশর্ম্মণাম্

সাং বংশবাটী

শ্রীগয়ারামশর্ম্মণাম্

বেড়াগড়ি

শ্রীপ্রেমচাঁদ শর্ম্মণাম্

কণ্টকপুষ্করিণী নিবাসিনাং

শ্রীপ্রভাকর শর্ম্মণাম্

শ্রীগোলকনাথ শর্ম্মণাম্

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত শর্ম্মণাম্ — সাং নবদ্বীপ

শ্রীরামলোচন শর্ম্মণাম্

শ্রীচণ্ডীচরণ শর্ম্মণাম্

রামপুর নিবাসিনাং

শ্রীরামরত্ন দেবশর্ম্মণাম্

সাং বালি

শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মণাম্

নবদ্বীপ নিবাসিনাং

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ শর্ম্মণাম্

শ্রীভৈরবচন্দ্র তর্কপঞ্চানন

সাং নবদ্বীপ

শ্রীমাধব শর্ম্মণাম্ সাং ঐ

শ্রীআনন্দময় দেবশর্ম্মণাম্ সাং খড়গুলী

শ্রী নৃসিংহ দেবশর্ম্মণাম্ সাং নবদ্বীপ

শ্রীনবীনচন্দ্র শর্ম্মণাম্

সাং বালি

শ্রীনবকৃষ্ণ শর্ম্মণাম্

হোগলকুঁড়ে নিবাসিনাং

শ্রীযজ্ঞেশ্বর শর্ম্মণাম

সাং জোড়াবাগান

শ্রীমধুসূদন শর্ম্মণাম্

সাং ত্রিবেণী

শ্রীউমাচরণ শর্ম্মণাম্

নবদ্বীপ নিবাসিনাং

শ্রী রামমোহন দেবশর্ম্মণাম্

সাং হরিপাল

শ্রীহরিনারায়ণ শর্ম্মণাম্

হাটিকেলয়া নিবাসিনাং

শ্রীকালীদাস দেবশর্ম্মণাম্ সাং শিবপুর

শ্রীপীতাম্বর শর্ম্মণাম্ সাং [illegible]

শ্রীমধুসূদন দেবশর্ম্মণাম্ সাং গৌরহাটী

শ্রীগোপালচন্দ্র শর্ম্মণাম্

সাং সোভাবাজার

শ্রীকৃষ্ণকমল দেবশর্ম্মণাম

শ্রীতিত্তরাম শর্ম্মণাম্ বিল্বপুষ্করনী নিবাসিনাং

~~আরিয়াদহ নিবাসিনাং~~

শ্রীরামদাস দেবশর্ম্মণাম্

সাং ত্রিবেণী

শ্রীঅক্ষয় শর্ম্মণাম্ সাং বিল্বপুষ্করণী

শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মণাম্ সাং শ্রীরামপুর

শ্রীচন্দ্রকান্ত দেবশর্ম্মণাম্

শ্রী[illegible]কুমার শর্ম্মণাম্

বিজুর গ্রামস্থ

~~শ্রীরামকুমার~~ [illegible]দার

শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণাম্

শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণাম্

সাং সোনাগাছী

শ্রীকালাচাঁদ দেবশর্ম্মণাম্

সাং আটপুর

শ্রীশম্ভুনারায়ণ দেবশর্ম্মণাম্

সাং গোবরডাঙ্গা

শ্রীকাশীনাথ দেবশর্ম্মণাম্ সাং বান্দাপাড়া

শ্রীপীতাম্বর শর্ম্মণাম্

সাং বরাহনগর

শ্রীজয়শঙ্কর শর্ম্মণাম্

শ্রীউমাকান্ত শর্ম্মণাম্

শ্রীরামগোপাল দেবশর্ম্মণাম্

সাং সিমুলিয়া

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ শর্ম্মণাম্

বালি নিবাসিনাং

শ্রীচণ্ডীচরণ শর্ম্মণাম্

সাং কামারহাটি

শ্রীরামেশ্বর দেবশর্ম্মণাম্

সাং উলা

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মণাম্

সাং ময়মনসিং

শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মণাম্

সাং গুপ্তপল্লী

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্

মাহেশ নিবাসিনাং

শ্রীরামকমল দেবশর্ম্মণাম্

রানাঘাট নিবাসিনাং

শ্রীদীনবন্ধু শর্ম্মণাম্

সাং কোন্নগর

শ্রীরুদ্রেশ্বর শর্ম্মণাম্
শ্রীপীতাম্বর শর্ম্মণাম্

সাং গোঁপীবাগান

শ্রীহরমোহন শর্ম্মণাম্

সাং আরিয়াদহ

শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্করত্ন

সাং নবদ্বীপ

শ্রীগঙ্গানারায়ণ শর্ম্মণাম্

সাং নন্দনবাগান

শ্রীকালীচরণ শর্ম্মণাম্
শ্রীনীলমণি সার্ব্বভৌম

সাং নবদ্বীপ

শ্রীরামেশ্বর বিদ্যারত্ন সাং ঐ
শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণাম্

চিঙ্গিড়িপোতা নিবাসিনাং

শ্রীহরচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্
শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণাম্ সাং হালদারবাগা
শ্রীগুরুপ্রসাদ শর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীআনন্দচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্

শ্রীভোলানাথ শর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীসূর্য্যকান্ত শর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীভুবনেশ্বর শর্ম্মণাম্

শ্রীহরিরাম শর্ম্মনাম্ (তর্কসিদ্ধান্ত)

সাং নবদ্বীপ

শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মনাম্ (তর্কবাগীশ)

নিমতলাঘাট নিবাসিনাং

শ্রীহেরম্ব শর্ম্মনাম (বিদ্যারত্ন)

সাং বংশবাটী

শ্রীভবশঙ্কর শর্ম্মনাম (বিদ্যারত্ন)

সাং হাতিবাগান

কলিকাতার

কলুটোলা নিবাসিনাং ন্যায়পঞ্চাননোপাধিক

শ্রী[illegible]মোহন শর্ম্মনাম্

ন্যায়[illegible]উপাধিক

শ্রীরূপচন্দ্র শর্ম্মনাম

সরতির বাগান নিবাসিনাং

দোষ ক্ষমা না করা অবিচার কি না।

পুরস্কারে আত্ম সম্বন্ধীয় এমত কোন প্রকার অপরাধগ্রস্থ হইলে যৎ কর্ত্তৃক অন্যের অপকার অসম্ভব পরে তাহার আত্ম ভ্রম প্রকাশ পাইলে তদ্দোষ ক্ষালন কারণ যথোচিত দণ্ড প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার প্রাপ্তে তথাচ যদি সে অপরাধ মার্জ্জন না হয় তবে তাহা যুক্তি বিরোধি ও অবিচার কি না?

যেমন সকল অপরাধের দণ্ড তেমন সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে তবে কেন বিধর্ম্মে পতিত হিন্দু শুক্ত হয় না

এ অতি আশ্চর্য্য যে সর্ব্ব প্রকার মহাপাতকাদি সম্বন্ধে আমাদিগের শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে যথা শাস্ত্রে "দণ্ডবত্‌ প্রায়শ্চিত্তানি ভবন্তি" যথা "ক্ষারোপ স্বেদ দণ্ডনির্ন্নোদন প্রক্ষালনাদিভি বাসাং সি শুদ্ধন্তি এবং তপোদান যজ্ঞৈঃ পাপ কৃতঃ শুদ্ধি" "স্নপয়ন্তি অদ্ভির্গাত্রাম্মলমিব তমো ভানুভয়াদ্‌যথা" "দানেন তপসাচৈব সর্ব্ব পাপ মপোহতি" ইত্যি হারীতাদি মুনি বচন, অস্যার্থ যথা সকল অপরাধের দণ্ড আছে তথা সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হয়, এবম্প্রকারে সকল প্রায়শ্চিত্তের মুখ্য ও ক্রমশঃ অনুকল্পবিধি থাকাতেও পরধর্ম্ম যাজনোপলক্ষে পতিত জন সম্যক প্রকারে [illegible] ও প্রায়শ্চিত্তাকাঙ্ক্ষী হইলে ইদানী তদ্দ্বারা মুক্ত হয় না, যদি কহেন যে ঐ সকল ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত

প্রায়শ্চিত্তান্তে অব্যবহার্য্যার্থ নিন্দার্থবাদ

করিলে তাহাদিগের দুরদৃষ্ট নষ্ট হয় কিন্তু [illegible] দ্বারা ব্যবহার্য্য নয়, একথার অভিপ্রায় কেবল [illegible] র্থবাদ মাত্র অর্থাৎ মহাপাপের প্রায়শ্চি[illegible] স্তার সম্ভাবনায় লোকে ইচ্ছা পূর্ব্বক অ[illegible] সহসা প্রবৃত্ত না হয় দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তকালে [illegible] প্রতিফল উভয়ের প্রত্যক্ষ অভাবে জড়বুদ্ধি [illegible] আর মনে তদংশে সন্দেহপ্রযুক্ত তাহাতে তাচ্ছল্য কর[illegible]ক বিনা প্রতিবন্ধক নিন্দিত কর্ম্ম করিতে পারে, সে স্থানে অব্যবহার্য্যতা [illegible] পকাশঙ্ক দণ্ড জন্য তপ

তাহার প্রতিবন্ধক সূচনায় শূলপাণি প্রদর্শিত পথানু সারে মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য অতি সৎ যুক্তি দ্বারা প্রায়শ্চিত্তানন্তর মহাপাতকির অব্যবহা র্য্যত্ব উক্ত প্রকার শাসনার্থে ব্যবস্থাপন করিয়াছেন তৎ প্রতিপাদনার্থে এতন্মাত্র কারণ দর্শান যে পাপের দুই শক্তি এক নরকোৎপাদিকা অপর ব্যবহার বিরোধিকা, অজ্ঞানকৃত গুরুতর পাপস্থলে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা উভয় শক্তি নাশ হয় জ্ঞানকৃত গুরু তর পাপস্থলে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার পূর্ব্বাংশ যায় পরাংশ থাকে। এই উভয় শক্তি কল্পনার মূল কারণ শাস্ত্রে এই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে মহাপা তকিগণের সংসর্গি ব্যক্তিরা পাতকিবৎ পতিত হয় এই নিমিত্ত পতিতের সহিত ব্যবহার নিষিদ্ধ, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাতকির পাপ নষ্ট হইলে পরে তাহার সহবাসে অন্যজন কি প্রকারে পতিত হইতে পারে এবং তৎসহবাসে তৎকালে কি অনিষ্ট সম্ভা বনা যথা, শিরোনাস্তি শিরঃপিড়া?

পাপের দুই শক্তি

সংসর্গেই দোষ

উক্ত মহাত্মারা ঐ বিষয়ের প্রমাণ প্রদর্শন নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা দ্বারা ও কৌশল পূর্ব্বক যাজ্ঞবল্ক্য মুনির উক্ত যথা "প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো যদজ্ঞান কৃতং ভবেৎ কামতো ব্যবহার্য্যস্তু বচনাদিহজায়তে" এই বচনের অর্থান্তর করেন অর্থাৎ তদ্বচন মধ্যস্থ ব্যবহার্য্য শব্দের পূর্ব্ব "অকার" প্রশ্লেষ করণক এবং

তস্য টীকায় ব্যবহার্য্য

বিপরীত প ক্ষের মর্ম্মএক

তৎ সাধক অনেকানেক অনুক্ত অভিপ্রায় তাহাতে সংঘটন করিয়া ঐ বচন হইতে জ্ঞানকৃত মহাপাত কির প্রায়শ্চিত্তানন্তর ব্যবহার্য্যত্ব পরিবর্ত্তনে অব্যব হার্য্যত্ব অর্থ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পরন্তু যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতারটীকা মিতাক্ষরাকার ঐ বচন ব্যাখ্যায় স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে জ্ঞানকৃত মহাপাতকাদির প্রায়শ্চি ত্তান্তে ব্যবহার্য্য হইবে মাত্র ভোগান্তে পাপ ক্ষয় পাইবে, এইমতের সহিত মহাত্মা জিকনের ও মতঐক্য হয় যদিও এই চারিজন সংগ্রহকার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দুই জনের মত পরোক্ত দুই জনের মত সহিত প্রকাশ্য অর্থে অত্যন্ত বিপরীত কিন্তু পরস্পর তাঁহা দিগের সূক্ষ্ম মর্ম্ম গ্রহণ করিলে যেন তেন প্রকা[illegible] সকলেরই স্পষ্ট একই অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতে[illegible] যে ইচ্ছা পূর্ব্বক উৎকট দুষ্কর্ম্মাদি করণ বিষয়ে নি[illegible] ত্ত জন্য প্রতিবন্ধক নিক্ষেপ করা তাহাতে [illegible] মহাপাতকাদি প্রায়শ্চিত্তানন্তর নিন্দার কারণ অ[illegible] অব্যবহার্য্যত্ব অন্যান্য ভয়ের নিমিত্ত অ[illegible] ভোগান্তে পাপক্ষয়-রূপ শাসন দর্শাইয়াছেন। [illegible] বল ঐ সকল কথার মর্ম্ম কেবল নিবৃত্তার্থে [illegible] দুই পক্ষের ভিন্ন প্রকরণ হইত না অর্থাৎ একের মতে অব্যবহার্য্য অপরের মতে নরক ভোগ তাহার তাৎপর্য্য দেশকাল পাত্র ভেদ অর্থাৎ এপ্র- দেশে বেদ বিহিত ধর্ম্মাচারী অর্থাৎ হিন্দু জাতির

রাজ্য ভ্রষ্টোত্তর ধর্ম্ম শাসনাভাবে ক্রমশঃ অধর্ম্মা-
চরণ বৃদ্ধি দৃষ্টে জনহিতার্থি ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়িগণ
যৎকালে দেখিলেন যে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা জ্ঞানকৃত
মহাপাতকাদি হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইবার সম্ভাবনা
থাকায় দুরাশয় জনসকল অকুতোভয় উৎকট
পাপে রত হয় তৎকালে তাহা নিবারণার্থে যুক্তি
দ্বারা উপায় স্বরূপ ব্যবস্থা ধার্য্য করিলেন যে জ্ঞান
কৃত মহাপাতকাদির প্রায়শ্চিত্ত করিলে কেবল
লোকে ব্যবহার্য্য হয় কিন্তু ভোগ জন্য পাপ রয়,
তাহার উদ্দেশ এই যে পাপাত্মারা মহা নরকাদি যন্ত্র
ণা ভয়ে পাপজনক কার্য্য হইতে বিমুখ থাকে।

পাপে নিবৃত্তি জন্য সময়ানুসারে ব্যবস্থার কৌশল

কালান্তরে তাঁহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তি শাস্ত্রকার মহাশ
য়রা যখন দেখিতে লাগিলেন যে নরকাদির আশঙ্কা
অপ্রত্যক্ষ হেতু হিংস্রক ও দুষ্কর্ম্মি অসৎ জাতি
লোক সকল তদ্বাচনিক প্রতিবন্ধক প্রতি অবজ্ঞা
করণক বিনা ক্ষোভে অতি পাপ কর্ম্মে রত হয়, তন্নি
বারণ বিবেচনায় পুনরায় ইহাঁরা সদ্বুদ্ধি ও চতুর
তায় পূর্ব্বানুবর্ত্তিদিগের মর্ম্ম সাধক কিন্তু প্রকাশ্য
অর্থের বিরোধী ও তৎকালোপযুক্ত প্রতিকার স্বরূপ
বিধান স্থির করিলেন যে কামনাকৃত মহাপাপের
প্রায়শ্চিত্ত করিলে নরক নিস্তার হইবে মাত্র, পরন্তু
তথাচ অব্যবহার্য্যাত্ব রহিবে; ইহাতে তাৎপর্য্য এই

যে কুটুম্ব স্বজন মধ্যে ব্যবহার রহিত হবা ইহ লোকে প্রত্যক্ষ দণ্ড, তাহার পরিহার আবশ্যক হই লেই নিষিদ্ধ কর্ম্মের প্রতিবন্ধক হইবে। ইত্যাদি কারণে প্রতিপন্ন হইল যে কামতঃ মহাপাতকাদি জন্য প্রায়শ্চিত্তানন্তর যে অব্যবহার্য্য এবং নরক ভোগ শব্দ কথিত আছে তাহার স্পষ্টাভিপ্রায় নি ন্দার্থবাদ ও ভয় প্রদর্শন মাত্র, যৎকর্ত্তৃক পাপাত্মা জীব পাপ কর্ম্ম হইতে পরাঙ্মুখ থাকে ইহা স্বীকা র না পাইলে ঐ বিষয়ে অনেক দোষস্পর্শ হয়।

প্রথমতঃ। প্রাগুক্ত দুই পক্ষ মধ্যে কাহার কথা অসত্য বোধ ও অমান্য করা যাইতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ। যদিও ঐ চারি জনার প্রাচীন দুই জন প্রতি দোষোল্লেখ করেন তথাচ এ বিষয়ের শেষ হয় না, যেহেতু তাঁহাদিগের অপেক্ষা প্রাচীন স্মার্ত্ত মহাত্মা ভবদেব ভট্ট যাঁহার মত অদ্যাবধি অনেক বিষয়ে রঘুনন্দনের বিরোধে বলবৎ ও [illegible] লিত আছে নিঃসন্দেহ পূর্ব্বক তিনি স্পষ্ট কহিয়া[illegible] যে জ্ঞান কৃত মহাপাতকিগণ প্রায়শ্চিত্তা[illegible] অজ্ঞান কৃত মত নিষ্পাপ ও ব্যবহার্য্য হয়।

তৃতীয়তঃ। যদ্যপি এই তিনজন মহাত্মার [illegible] লঙ্ঘন করা শ্রেয় হয় তথাচ নিম্নে লিখিতব্য বিষ্ণুক্ত বচনের সহিত অত্যন্ত বৈষম্য হয়, যথা ত্যজ্য প্রক রণে "ব্রাত্যাঃ পতিতা স্ত্রি পুরুষং মাতৃতঃ পিতৃতশ্চা

"শুদ্ধাঃ সর্ব্ব এবা ভোজ্যাশ্চাপ্রতি গ্রাহ্যাঃ" ইতি বিষ্ণুমুনি বচন অর্থাৎ যজ্ঞোপবীতাদি সংস্কার রহিত এবং পতিত ব্যক্তি তিন পুরুষ পর্য্যন্ত গ্রাহ্য কিন্তু অবৈধ ক্ষেত্রজ অথবা ঔরসজাত সর্ব্বদা বর্জ্য ও অগ্রাহ্য ইতি। এই বিষয়ের ঐক্যতায় যাজ্ঞবল্ক্য মুনি সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত প্রতিগ্রহণের বিধি অনুমতি করিয়াছেন।

ঐ তিনের সাধক বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য

চতুর্থ। যদিস্যাৎ এমত স্পষ্টোক্ত ঋষি বাক্য অগ্রাহ্য করিতে ইচ্ছা করেন তথাচ মনু বচনের বিরোধী হয়, যদংশে মনু কামতঃ এবং অকামতঃ উভয় মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা স্থলে কোন পক্ষে ব্যবহার্য্যাব্যবহার্য্য উক্ত করেন নাহি, কেবল যে ব্যক্তি বালক কৃতোপকারি শরণাগত কিম্বা স্ত্রী হত্যা করে তাহার সহিত সহবাস নিষেধ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত যুক্তি সিদ্ধ এবং আবশ্যক।

তথাচ মনুর মত ৪ জন ব্যতীত ব্যবহার্য্য

জ্ঞানপূর্ব্বক অনেকবার নীচান্ন ভোজনাভ্যাসে তজ্জাতি সামানত্ব যে তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন সে কেবল প্রায়শ্চিত্ত গৌরবার্থ এবং তাহা মনুর টীকায় কুল্লূক ভট্ট সুস্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন। এই টীকা প্রামাণ্য না গণিয়া যদি কেহ এমত তর্ক করেন যে তজ্জাতি সমানত্ব শব্দের এস্থানে অর্থ প্রায়শ্চিত্ত গৌরবার্থ নহে কিন্তু অব্যবহার্য্য করণ জন্যই নিশ্চিত, ইহা বলিলে বিবাদ মীমাংসা হয় না

নীচান্ন অভ্যাসে যে নীচত্ব তাহা টীকাহ্য্যায়ি প্রায়শ্চিত্ত গৌরবার্থ

তাহার কারণ এই যে ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রযোজক মহাত্মারা সংহিতাদিতে কাব্যের পদ্ধতি মতে সঙ্কেৎ শ্লেষ ব্যবহার করেন না, বরং তদ্বিপরীতে বচনের স্পষ্টার্থ প্রকাশ জন্য সুস্পষ্টার্থ ঘটিত সরল শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এতাবতা অনেকবার নীচান্ন ভক্ষক পতিতের প্রায়শ্চিত্তান্তে তাহার অব্যবহার্য্য বিধায় গ্রন্থকর্ত্তা পূর্ব্ববৎ তদনুযায়ী স্পষ্ট অব্যবহার্য্য বাচক শব্দ প্রয়োগ করিতেন, অর্থাৎ বালহন্ত্রাদি সম্বন্ধে প্রায়শ্চিত্তোত্তর যেমত স্পষ্টার্থ শব্দে কহিয়াছেন "যে তাহার সহিত সহবাস করিবে না"।

এস্থলে অ
ব্যবহার্য্যমত
হইলে ঐ অ
ন্যায়মতস্পষ্ট
লিখিতেন

অপরঞ্চ যদি একান্ত উক্ত সমানত্ব শব্দের অর্থ অব্যবহার্য্যই গ্রহণ করেন তথাবিধ পাপের লঘু গুরুত্ব প্রভেদ প্রযুক্ত বিধানের বিষমতা স্বরূপ দোষ প্রকাশ পায়, যেহেতু স্বেচ্ছা পূর্ব্বক সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মহাপাতকির প্রায়শ্চিত্তানন্তর যখন মনু অব্যবহার্য্যত্ব উল্লেখ করেন নাই, তখন চণ্ডালান্ন আহারাত্যাগী প্রায়শ্চিত্ত পরে অব্যবহার্য্য কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? অতঃপর সুনিশ্চিতরূপে প্রকাশ পাইতেছে যে উক্ত বালঘ্নাদি ব্যতিরেক সকল প্রকার পাতকাদির প্রায়শ্চিত্ত করণোত্তর অব্যবহার্য্যত্ব কদাচিৎ মনুর মত নহে। পুনশ্চ অজ্ঞানকৃত সামান্য এবং অতিপাতকাদির প্রায়শ্চিত্ত

অতিপাপের
প্রায়শ্চিত্ত
পরে অব্যব
হার্য্য উল্লেখ
নাহি

জ্ঞানকৃত মহা স্থাপনানন্তর যৎকালে মনু দেখিলেন যে জ্ঞান
পাতকের প্রা পূর্ব্বক মহাপাতকাদির প্রায়শ্চিত্ত প্রায় অসম্ভব
য়শ্চিত্ত শ্রুতি কল্পনা তৎকালে কেবল শ্রুতি নিদর্শনোপর নির্ভর
র উপরমন্থনি করণক তদংশে প্রায়শ্চিত্ত সংস্থাপন করেন। এবং
র্ভর করেন, ত তদভিপ্রায়ে যাজ্ঞবল্ক্য "বচনাদিহ জায়তে" কহি
থাচযাজ্ঞবল্ক্য য়াছেন।

পঞ্চম। যদ্যপিস্যাৎ মনূক্ত মতের অপ্রামাণ্য
বোধ করেন কেবল তাহাতেও এবিষয়ের অন্ত হয়
না সে বিধায় শ্রুতি প্রতিও বিরোধ উপস্থিত হয়,
যে বেদের একটী অনুকূল প্রমাণে অপর সকল শা
স্ত্রের কোটীং প্রতিকূল প্রমাণ নিরাকরণ হয় যথা
"বেদ প্রণিহিতো ধর্ম্মোহ্‌ধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ। বেদো
"নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভু রিতিশুশ্রম"। নির্দ্দিষ্ট
শ্রুতি বিবরণ যথা, ইন্দ্র কামতঃ বহুজন যতি
গণকে কুক্কুর দ্বারা ভক্ষণে নষ্ট করেন পরে ব্রহ্ম
উপহব্য দত্ত উপহব্য নামে প্রায়শ্চিত্তদ্বারা সর্ব্বতোভাবে
নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়েন।

শাণ্ডিল্যসূত্র অপরঞ্চ ভগবন্নাম মাহাত্ম্য প্রকরণে শাণ্ডিল্য
ধৃতলিতশ্রুতি সূত্র ভাষ্যকার নারায়ণ তীর্থ স্বামী লিখন "অপি
"শ্বচাণ্ডালঃ শিব ইতি বাচয়েৎ তেন সহ সম্বসেৎ
"তেন সহ ভুঞ্জীত যদ্দ্ব্যক্ষরং নামগিরেরিতং নৃণাং
"ইত্যাদি শ্রুতি পুরাণ বচনেভ্যঃ শ্বদমনস্ক সং
"কীর্ত্তনেপি দুরিত নিকর ভঞ্জনতো নীচানামপি ব্যব
"হার্য্যতা উক্তা" "তদবগমাদিতি" শ্রুতি।

অপিচ শ্রীমদ্ভাগবত বচনং।

শ্রীমদ্ভাগবতে কৃত ভগবন্নাম মাহাত্ম্যপ্রমাণ

"কিরাত হূনান্ধ্র পুলিন্দ পুক্কশা আভীর কঙ্ক
"জবনাঃ খসাদয়ঃ। যেন্যেচ পাপা যদ পাশ্রয়াশ্রয়াঃ
"শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ,, অর্থাৎ কিরাত
প্রভৃতি যবনাদি পাপজাতি যে ভগবানের ভক্তাশ্রিত
হইলে শুদ্ধ হয় সেই প্রভু ভগবানকে নমস্কার।

ঐ বচন "প্রায়েন বেদ তদিদং ন মহাজনোয়ং
"দেব্যাবিমোহিত মতির্বত মায়য়ালং ত্রয্যাং জড়ী
"কৃত মতির্মধু পুষ্পিতায়াং বৈতানিকে মহতিকর্ম্মণি
"যুজ্যমানঃ শ্রীধরস্বামী টীকা যত্তূক্তং কথং তর্হি দ্বাদ
"শাস্থাদি স্মরণ মিতি তত্রাহ প্রায়েনেতি মহাজনো
"মন্বাদি অয়ং ভাব যথা মৃতসঞ্জীবনৌষধ মজান
"ন্তোবৈদ্যা রোগ নির্হরণায় কটুকনিম্বাদী নি স্মরন্তি
"তথা স্বয়ম্ভু শম্ভু প্রমুখ দ্বাদশ ব্যতিরেকে নায়ং মহা
"জনোঅতি গুহ্যমিদমজ্ঞাত্বা দ্বাদশাঙ্গাদিকং স্মরন্তি

শ্রীধরস্বামির টীকা

"ইতি। কিঞ্চমায়য়া অলং বিমোহিত মতিরয়ং জনো
"মধু মধুরং যথা ভবিতব্যাং পুষ্পিতায়াং পুষ্পস্থানি
"ঐশ্বর্য্যবাদৈ র্মনোহরায়াং ত্রয্যাং জড়ীকৃতা অতি
"নিবিষ্টা মতির্যস্ত অতএব মহত্যেব কর্ম্মণি শ্রদ্ধয়া
"যুজ্যমানোনাল্পে প্রবর্ত্ততে দৃশ্যতেহি প্রাকৃতস্য
"লোকস্ত মহত্তিমত্রাদৌ শ্রদ্ধা অল্পেচাশ্রদ্ধা তস্মা
"দত্র গ্রাহকোনাস্তীতি তৈর্নোক্তং যথা স্বাধিনঃ

"সিংহোস্তি ইতি এতাবতা শ্বশৃগালাদি নিবারণায় তৎ
"যথা ন যুজ্যতে তথা অতি তুচ্ছত্বাৎ পাপস্য ন তন্নি
"রসনায় পরম মঙ্গলং হরের্ণাম স্মরন্তি, যদ্বা নাম
"মাহাত্ম্য জ্ঞানে সর্ব্বমুক্তি প্রসঙ্গাদিত্যেবাদিক্ গ্রন্থ

তদর্থ

"বিস্তার ভয়ান্নাতি প্রপঞ্চ্যতে ,,। অস্যার্থ যদি, ব্রহ্ম
মহাপাতকাদি সম্বন্ধে এতাদৃশ সুলভ হরিনাম
শ্রবণ উচ্চারণ রূপ প্রায়শ্চিত্ত সত্ত্বে মনু প্রভৃতি
কি হেতু দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতাদি অনুষ্ঠান প্রায়শ্চিত্ত
বিধান করিয়াছেন। তাহার উত্তর, এই যে যেমন
মৃত সঞ্জীবনী ঔষধী না জানিয়া বৈদ্য রোগ শান্তি
নিমিত্ত কটু নিম্বাদি বিধান করে তদ্রূপ স্বয়ম্ভু শম্ভু
আদি দ্বাদশজন ব্যতিরিক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র বক্তা অতি
গোপনীয় এই ভগবন্নাম মহিমা না জানিয়া দ্বাদশ
বার্ষিক ব্রতাদি তদ্দোষোপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান
করেন এবং অতিশয় মায়া মোহিত ঐ ঐ সকল
লোক মনোহর অর্থ বাদিক সম্পদাদি ফল বোধক
বেদোক্ত কর্ম্মে আশক্ত চিত্ত হইয়া বহ্বারম্ভ ক্রিয়ায়
শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রবৃত্ত হয় কিন্তু সংক্ষেপ সাধ্য যে
অতি মহৎ ক[illegible] তাহাতে তাদৃশ আনুরক্তি হয় না,
যেহেতু দৃশ্য হইতেছে যে সামান্য লোকের দীর্ঘ
মন্ত্রাদিতে যাদৃশ অতিশয় শ্রদ্ধা অল্পাক্ষর মন্ত্রা
দিতে তাদৃশ নহে, অতএব তাঁহারা গ্রাহকাভাব
প্রযুক্ত হরিনামাদি প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন নাহি

অথবা যেমন কোন ব্যক্তি স্বাধীন সিংহ সত্ত্বে শৃগাল কুক্কুরাদি নিবারণার্থে তাহাকে নিযুক্ত করে না তেমন পাপ অতি তুচ্ছ তদ্বিনাশ নিমিত্ত পরম মঙ্গল স্বরূপ ঈশ্বর নাম তাঁহারা বিধান করেন নাহি কিম্বা নাম মাহাত্ম্য জ্ঞানে সর্ব্বমুক্তি প্রসঙ্গ হয় ইতি দিগ্দর্শন গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে অতি বিস্তার করণাভাব। উক্ত কারণ বশতঃ যদিও শ্রীধর স্বামী এই পর্য্যন্ত লিখিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন পরন্তু এ সময়ের যে প্রয়োজন তাহা সাধনার্থে তদংশে মহাত্মাদিগের অপর যে সকল নিগূঢ় গুহ্য তাহাও প্রকাশাবশ্যক।——যথা——

মনু প্রভৃতি (অল্প সাধ্যে ইতি বচনানুসারে) ভগবন্নামোচ্চারণ স্বরূপ সংক্ষেপ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা না করিয়া ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি মহাপাতকাদি স্থলে ১২। ২৪ বার্ষিক ব্রতাদি ধার্য্য করণের বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে সুদীর্ঘকালে কষ্টসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত যাহাতে মনুষ্যের জীবন ধারণ দুষ্কর তদ্দ্বারা উৎকট পাতকিগণকে পুনর্ব্বার দুষ্কর্ম্ম হইতে বহুকাল পর্য্যন্ত নিরবকাশ রাখা এবং অধিক দিন সৎকর্ম্ম অভ্যাসে প্রাচীন কুসংস্কারের পরিবর্ত্তন সম্ভাবনা এবম্প্রকারে তাহার যে অনুকল্প বিধান আছে তাহাও অবস্থা ভেদে অধিক ব্যয় সাধ্য প্রযুক্ত পাতকি পক্ষে মহৎ দণ্ড বোধ হইয়া আগামি কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তের

বৃহৎপ্রায়শ্চিত্তের বিশেষ তাৎপর্য্য

কারণ হয়, এতাবতা তাঁহাদিগের মর্ম্ম এপ্রকারও প্রকাশ পাইতেছে যে উক্ত মত বৃহৎ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পতিতজনের উদ্ধার করা মাত্রই তাৎপর্য্য নহে ঐ উপলক্ষে তাহাদিগের দুষ্ট প্রবৃত্তি নষ্ট চেষ্টাও স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, এই বিশেষ কারণানুরোধে মহাত্মাগণ সাধারণ জন পক্ষে সর্ব্বপাপহারি ভব নিস্তারকারি এমত অতি সুলভ ক্ষণমাত্র উচ্চার্য্য স্বল্পাক্ষরি জগদীশ্বরের নাম পৃথক্ ও সামান্য দৃষ্টে সুস্পষ্ট পূর্ব্বক বিধান করেন নাহি, নচেৎ যে নাম ব্যতীত কোন প্রকার অশুভ দুরদৃষ্ট খণ্ডনের সম্ভাবনা নাহি এবং যাহা পরম জ্ঞানি ঋষিবর্গ সামান্য কার্য্যারম্ভে যথা আহার শয়নাদি বিষয়ে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা এমত বৃহৎ পাপাদি বিমোচনে বর্জ্জিত রাখিয়াছেন কি প্রকার সম্ভব হইতে পারে? এমত সন্দেহ কেবল আমাদিগের প্রত্যক্ষ ভ্রমনাত্র যেহেতু সর্ব্ব-কার্য্যারম্ভে প্রথমতঃ আচমন আবশ্যক ও তাহা শ্রীবিষ্ণু স্মরণ ভিন্ন বৃথা যদ্দ্বারা লোক সম্যক প্রকারে শুচি ও সর্ব্বকর্ম্মাধিকারী হয় এবং যজুল্লেখ ব্যতিরেক যাগযজ্ঞাদি সর্ব্ব প্রকার শুভ কর্ম্ম সমাপন অসম্ভব, এবিধায় প্রতিপাদ্য হইতেছে যে বিনা ভগবন্নাম (কেবল তাঁহারই পাদোদক ব্যতীত) কোন প্রায়শ্চিত্তই নাহি। তত্রাচ যে মহা

সকল প্রায়শ্চিত্তই ভগবন্নাম যুক্ত

অনোক্ত প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বরূপ অপর সকল কার্য্য উপকরণাদি নিয়মবদ্ধ আছে তাহা কেবল পাতিত্যের দণ্ড ও পাপাভ্যাসের নিবারণ কারণ, নতুবা কৃত দুষ্কর্ম্মাদি জন্য পাতিত্য হইতে কেবল হরি নামোচ্চারণ অথবা স্মৃতিশাস্ত্র বিহিত বৃহৎ প্রায়শ্চিত্ত ধারণ উভয় মতেই সমতুল্যরূপে পরিত্রাণ হয় যথা কেবল মন্ত্র অথবা ষোড়শোপচার উভয় প্রকারে সেই সকল দেবতার অর্চ্চনা সিদ্ধ হয়, কিন্তু মন্ত্র শূন্য বহূপচারেও কোন দেবতার পূজা সিদ্ধ নয়। যেমন দেবার্চ্চনা বিবাহাদি সকল কর্ম্মের মন্ত্রই মূল তদ্রূপ শুচি ও উদ্ধার বিষয়ের ভগবন্নামই সার তাহা বেদে ও পুরাণাদিতে বিস্তার পূর্ব্বক প্রচার আছে।

গঙ্গামাহাত্ম্য কিন্তু গঙ্গামাহাত্ম্য প্রকরণে, যে সকল মহাত্মা গণের বচন বহন পূর্ব্বক প্রাচীন ও নব্য সংগ্রহকার মহাশয়রা মান্য ও পূজ্য এবং তৎকারণ বশতঃ তাঁহা দিগের ব্যবস্থা সকলের শিরোধার্য্য সেই সকল মহামুনি বশিষ্ঠাদি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজকগণ বর্ত্তমান সত্ত্বে যখন ভগবান্ কপিলদেব কোপানলে পতিত বিহিত রহিত ভস্মরাশীভূত সগরকুল যদুদ্ধারার্থ প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ ব্যবস্থা উক্ত করণ তৎকালে সক লেরই অসাধ্য বিধায় কপিলদেব স্বয়ং গঙ্গা সলিল স্পর্শরূপ বিনানুকম্প কেবল এক অতি দুঃসাধ্য

দেবদুর্লভ প্রায়শ্চিত্ত উপদেশ করেন, এবং তাহা
যে দুষ্কর ও কঠোর চেষ্টা দ্বারা মর্ত্যলোকে আনী
ত হইয়াছে এবং ঐ মহাবারি স্পর্শে যে প্রকারে
ভস্মসার ষষ্টি সহস্র সগর বংশের উদ্ধার হয় তাহাও
বিশ্ব ব্যক্ত। অতএব প্রায়শ্চিত্তানন্তর পতিতের
অব্যবহার্য্যত্ব যদ্যপি শাস্ত্র মর্য্যাদানুসারি যথার্থ হইত
তবে ভাগীরথী জল স্পর্শে কি বিধান হইতে পারে,
অর্থাৎ তাহার ব্যবহার বিরোধ কোন্ শাস্ত্রে বিহিত
আছে? "গঙ্গা শব্দেন পরমাত্মং দেবানামপি

গঙ্গাস্নানেন ক্যা নিষ্কৃতি.

"দুর্লভং।" যদি দ্রবময়ীর অম্বু স্পর্শে অতি মহা
পাতকাদির সম্যক্ প্রকার নিষ্কৃতি অর্থাৎ নিষ্পাপ
ও ব্যবহার্য্যত্ব বিষয়ে কেহ সংশয় করেন তাহা
শাস্ত্রোল্লঙ্ঘন ব্যতীত ও শাস্ত্রের বচনানুযায়ি তৎ
সন্দেহ জন্য নরক স্বীকার ব্যতিরিক্ত সম্ভব নহে,
যথা স্কন্দ পুরাণে "স্নানমাত্রেণ গঙ্গায়াং পাপং
"ব্রহ্মবধাদিকং দুরাধর্ষং কথং যাতি চিন্তয়েৎ যো
"বদেদপি। তস্যাহং প্রবদে পাপং কোটীব্রহ্ম বধো
"দ্ভবং। স্তুতিবাদমিমাং মত্বা কুম্ভীপাকে মহীয়তে।
"আকল্প নরকং ভুক্ত্বা ততো জায়েত গর্দ্দভঃ।
এতদ্বিধায় ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাবলম্বনে অথবা অন্য কোন
প্রকার পাপ করণে পতিত ব্যক্তি গঙ্গা স্নানানন্তর
পুনরায় বেদধর্ম্মাচরণ এবং তদ্ধর্ম্মাক্রান্ত লোক
সহিত ব্যবহার্য্য হবন ইচ্ছা করিলে সে অবশ্য গ্রাহ্য

ও ব্যবহার্য্য হইবে। বরং এমত স্থানে ঐ বচন প্রমাণে তৎপ্রতি আপত্তিকারী স্বদ্বেষ কারণে বোধ হয় এই মহৎ ভ্রমবশতঃ স্বয়ং পতিত হইতে পারে। তদ্রূপ ভগবন্নাম মাহাত্ম্য প্রতি সংশয়ী।

যদিও কেবল ভগবৎ প্রসঙ্গ অথবা জাহ্নবী-জলে স্নান মাত্র সর্ব্ব পাপ বিনাশের প্রধান কারণ, পরন্তু মহাজনাদি প্রাগ্-দর্শিত কারণাদি বশত অতি সদ্যুক্তি সম্মত পৌনঃপুন্য অত্যুৎকট দূষিত কর্ম্মাদি সঞ্চার সংহার এবমপি পাপ প্রবৃত্তি পক্ষে একের দৃষ্টান্তে অন্যের উদ্বোধ স্বরূপ সংস্কার জন্য সামান্য প যে সকল প্রায়শ্চিত্ত প্রণালি পূর্ব্বক পাপ বিশেষে ক্ষে অতি সু বিধি করিয়াছেন তদ্বিপরীতাচরণে পূর্ব্ববৎ প্রত্য শত প্রা ব্যয় প্রত্যক্ষ অসমান. যেহেতু অধম জাতি, পাপা ক্ষেত্র অন্ন আগণ ষড়রিপুবাহন পশুবৎ আশু অসৎ পথে পশুক গমন করে এতাদৃশ জন সম্বন্ধে পাপ বিনির্মু নিমিত্তে বিনা তপ দানাদি শুদ্ধ হরি সংকীর্ত্তন গঙ্গাবগাহন রূপ এমত অনায়াস সাধ্য প্রায় ব্যবস্থাপন তাহাদিগের পাপ প্রবৃত্ত্যংশে প্রকার ন্তরে অভয় প্রদান, যেমন খড়্গপাণি দস্যু প্রতি চর্ম্ম বর্ম্ম সমর্পণ,কারণ তাহারা এতদ্বিশ্বাসে নির্ভয় প্রায় যদিচ্ছা. পূর্ব্বক যথা শক্তি সম্ভব ক্রমিক দুর্ধর্ষ্য নিষি দ্ধ কার্য্যে অহরহ প্রবৃত্ত রহিয়া এক এক বার ভগব ন্নাম স্মরণ অথবা গঙ্গাস্নান দ্বারা পাপক্ষয় করিতে

পারিবে। এতন্ন অবস্থায় সুলভ ব্যবস্থার ভবি ষ্যৎ দুষ্কর্ম্ম পক্ষে কোন প্রকার ব্যাঘাৎ বা চিন্তা কিঞ্চিন্মাত্র না থাকিয়া বরং ঐ নাম ও স্নান রূপ অখণ্ডনীয় চর্ম্ম বর্ম্ম বলে গর্ব্বিত হইয়া অত্যন্ত সহসা অনিবার্য্যা তৃষ্ণাতুরা মত্তমাতঙ্গিনী ন্যায় বিচিত্র গামিনী কামনারূঢ় তত্ত্বাঙ্কুশ বর্জ্জিত মূঢ় লোভ তৎপর পামর হইতর কুৎসিত কর্ম্ম সাগর প্রতি অবিশ্রাম ধাবমান থাকিবে।

এতদ্রূপ উদাহরণ উপস্থিত স্থলে ক্লেশ ব্যয় সাধ্য প্রায়শ্চিত্ত দণ্ডাশঙ্কায় যে অধিকাংশ মধ্যম জাতি লোক অবিদ্যা মোহিত ভোগজনক দুষ্ট ইচ্ছা বলবতী বিধায় কষ্টে তাহা ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহারাও উক্ত ন্যায্য শাসনাভাবে ক্রমশঃ কুপথগামী হইতে পারিবে। যেমন তরনীযানে ভীত লোক নদী পারাবার ইচ্ছা থাকিলেও তাহা করে না কিন্তু সুলভ সেতু প্রাপ্তে নিবৃত্ত থাকে না।

দণ্ডাভাবে পা
পাচরণ বৃদ্ধি

এতাবতা প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থায় সাধারণ পাতকি পক্ষে তপদানোপলক্ষে দণ্ড বা শাস্তি শুদ্ধ ভগবন্না মাদি মাহাত্ম্য দ্বারা খণ্ড ও নাস্তি করিলে পাত্রা পাত্রা বিবেচনায় হিতে বিপরীত বিধায় চরমাবস্থায় রাজসিক ও তামসিক লোক সমূহ মধ্যে প্রবঞ্চনা অপহরণ ছলনা বিশ্বাস হনন পরস্পর প্রতি বৃদ্ধি প্রাপ্তে ক্রমশঃ ধর্ম্মের গ্লানি প্রাণি হানি প্রভৃতি

অন্তে ভয়ানক

উৎপাতের কারণ জন্মিবে, যাহাতে অরাজক জন্য এককালে পুণ্য শূন্য জগতের সৃষ্টি লোপাপত্তি অচিরে সংঘটন হইবে।

অতএব পূর্ব্বোক্ত কারণাদি প্রতি বিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক জনহিতৈষি নিদানদর্শি মহর্ষি বর্গোক্ত যথা যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত সামান্য ও আশ্রমি জীব সম্বন্ধে মাত্রেই অত্যাবশ্যক ও অতি কর্ত্তব্য জানিয়া সদ্বিবেচক অধ্যাপক মহাশয়েরা ব্যবস্থা করেন, যেহেতু তাহার অবহেলনে বধোক্ত বহুবিধ বিঘ্নোপদ্রব ব্যতিক্রম সম্ভব। শুদ্ধ ভগবন্নামাদি মাহাত্ম্য দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত বিধি কেবল উত্তম জাতি মানব অর্থাৎ উদাসিন সত্ত্বগুণাবলম্বি ব্যক্তি কদাচিত ভ্রমবশতঃ কোন নিন্দনীয় কর্ম্মে পতিত হইলে সেই পক্ষেই অর্হে, কারণ এমত জন ঐ প্রকার স্বকৃত মলিন কর্ম্ম কর্ত্তৃক অত্যন্ত অনুতাপিত ও মৃয়মান হইয়া পরিত্রাণ মন্ত্রে প্রাচীন সংস্কার [illegible] স্বকীয় পন্থানুয়ায়ি সৎকর্ম্ম জপ তপস্যা [illegible] সাধনে প্রবৃত্ত থাকে।

আমাদিগের দেখা উচিত ম্লেচ্ছাদি ধর্ম্মাবলম্বনে কোন২ বিষয়ে দোষ উৎপত্তি হয় ও তাহা কি কি অংশে এপক্ষে শাস্ত্র ও যুক্তি সিদ্ধ বিচার সম্মত আপত্তি বিধান হইতে পারে?

ম্লেচ্ছ ধর্ম্ম যা কি হিন্দু কি কি দোষ

প্রথমতঃ ঈশ্বর বিষয় বোধে তাহাদিগের দোষ সম্ভব নহে যেহেতু উহারা ঈশ্বরানুসন্ধান জন্যই অপর ধর্ম্ম অবলম্বন করে এবং কৃশ্চ্যান ও মহম্মদি প্রভৃতি মধ্যে কোন সম্প্রদায়ই অনীশ্বর বাদী নহে, কেবল নিরুপাধি পরমাত্মা প্রতি স্ব স্ব সম্বন্ধীয় উপাধি কল্পনা দ্বারা তাহাতে বিশেষতঃ তদ্রূপ বিশেষ্য বিশেষণ আরোপ করণক আত্মাময় বস্তুকে প্রাকৃত বস্তু স্বরূপ বর্ণনা করা তাহাদিগের ভ্রান্তি এবং তদনুযায়ি উপাসনার মতান্তর বিধায় এপক্ষে বিরোধী মাত্র, যেমত মুসলমানদিগের ঈশ্বরোক্ত বোধে এমত প্রতীতি আছে যে " ঈশ্বরো নাস্তি কিন্তু

কৃশ্চানাদি ঈশ্বর বাদী

সেই পরমেশ্বর যাঁহার দূত মহম্মদ " এব
স্প্রকারে কৃশ্চ্যনগণেরাও ঈশ্বর বাক্য
জ্ঞানে এপ্রকার ত্রাট্য করেন যে " তিনিই
পরমেশ্বর যাঁহার পুত্র ঈশুক্রাইষ্ট' ই
ত্যাদি উপাধি মাত্র ত্যাগ করিলে ভগ
বদ্বিষয়ে প্রায় পরস্পর নির্বিরোধী ।
অধিকন্তু সারদর্শি মতে ঐরূপ উপাধি

তৎসংসর্গী ঈশ্বর বিষয়ে, দোষী নহে

হেতু বিরোধ ইত্যাদি তত্ত্ববোধ ও সূক্ষ্ম
বিবেচনায় সমতা পায়, যে যদ্রূপ কীট
পতঙ্গাদিকে আমাদিগের সামান্য দৃষ্টে
বোধ হয় অতি ক্ষুদ্র ও হেয় জীব, পরন্তু
যখন তদবস্থায় তাহাদিগেরও অধিকার
আছে যে জগদীশ্বরকে স্ব স্ব প্রভু ও [illegible]
স্বরূপ জ্ঞান ও সম্বোধন করা, এবং [illegible]
চয় দেরা, তখন মনুষ্যতো [illegible]
সৌভাগ্যবান, তদংশে অনধিকারী কি প্র
কারে হইতে পারে ? এতাবতা প্রতিপন্ন
হইল যে যথার্থ জ্ঞান মতে উক্ত ধর্মাদি
যাজী ঈশ্বর মান্যাংশে দোষী নহে কেব
ল ধর্ম কর্ম বিভিন্নতায় উপাসনা বিপ

রীত বিধায় তাহারা হিন্দু সম্প্রদায় অপরাধী মাত্র।

অখাদ্যাদি ব্যবহার ও শাস্ত্র তাহার প্রতিকার

দ্বিতীয়তঃ অখাদ্য অপেয় অগম্যা ব্যবহারাচরণ করণ কারণ তাহারা উৎকট দোষী ও প্রায়শ্চিত্তার্হ বটে, কিন্তু শাস্ত্রে ঐ সকল পাপের বিবিধ প্রকার প্রায়শ্চিত্ত সত্বে পতিত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তাকাঙ্ক্ষী হইলে তাহাকে তদ্দ্বারা উদ্ধার না করিলে আমাদিগকেও শাস্ত্র অমান্য জন্য অধর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে এবং ঐ সকল প্রায়শ্চিত্তাদি যদি এসকল কর্ম্মে প্রয়োগ না হয় তবে কি কার্য্যে লাগিবে ও কি উদ্দেশে সৃষ্টি হইয়াছে? অপিচ যদি সে প্রায়শ্চিত্তে সন্দেহ হয় তবে ঐ সকল কর্ম্ম পাপজনক কি প্রমাণে নিশ্চয়?

অপরঞ্চ মহাশয়রা বিবেচনা পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে সুগোচর হইবে যে উপ

স্বেচ্ছাচারীয় দিগের জাতি পতন কারণ হয় তবে তদ্বর্জিত কে।

হিত বিষয় প্রতি বর্ত্তমান কালীয় ব্যব
হারানুযায়ি আপত্তি উপযুক্ত নহে যে
হেতু ইদানী এই মহানগর কলিকাতাস্থ
অনেক হিন্দুতে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ দোষ
কিয়দংশে দ্বিবিধ কিঞ্চিদংশে একবিধ
অত্যল্পাংশে অস্বকৃতশবোধে নির্দ্দোষ
কিন্তু সংসর্গ সহকারে তাহাতেও তুল্য
দোষ, এবং ইহার নিকটস্থ অন্যান্য গ্রাম
বাসিগণেতেও আংশিক দোষ স্পর্শ হই
য়াছে, এতদ্বিধায় যদ্যপি উক্ত দোষ জন্য
(যাহাই ম্লেচ্ছযাজি হিন্দুর পক্ষে চির
পতনের প্রধান কারণ প্রকাশ পাইতেছে)
লোকের জাতিপতন স্বরূপ দণ্ড করা
উচিত হয় তবে ঐ বিষয়ের সীমা কি

তাহা দিগের প্রতি দোষ তাৎপর্য্য নহে

পর্য্যন্ত যায় তাহা মহাশয়রা নিরূপণ
করিবেন। এতাবতা স্বেচ্ছাচার আহার
ব্যবহারীয় চর্চ্চা ইতি মধ্যে উত্তোলনে
তদ্ভোগি মহাশয়দিগের প্রতি দোষ নি
ক্ষেপ কোন মতে আমাদিগের উদ্দেশ

নহে, বরং তাঁহাদিগকে মধ্যবর্ত্তী স্বরূপ স্থাপনা পূর্ব্বক ও নিম্নে লিখিতব্য মতে তাঁহাদিগের বল আশ্রয় করণক পতিত ব্যক্তিদিগের উদ্ধার চেষ্টা করা, নচেৎ ঐ সকল তেজস্বি মহাশয়দিগের সুখ ভোগাদি কার্য্যেতেই যে যথার্থ কোন দোষ জন্মে কি না তাহা বিশেষরূপ না জানিয়া সামান্য চলিত মতে তৎকার্য্য প্রতি দোষারোপণে অস্মদাদি অপরাধি হইবার সম্ভাবনা, কারণ আমাদিগের বেদ ও তন্ত্রাদি মতাবলম্বিত শাস্ত্র সকল সমুদ্র তুল্য অকূল যন্মধ্যে বহুবিধ বিষয় এক মতে নিষিদ্ধ অন্য মতে বিধেয় যথা বামাচারি শাক্ত মত তথা মহা নির্ব্বিকারি পরমহংস পন্থা, বৈষ্ণব ও যতি ধর্ম্ম সহিত পরস্পরের প্রতি যোজনায় একের বিধি ব্যবহার অন্যের বিপরীত লক্ষ হয়, পরন্তু ঐ চতুর্ব্বিধ সাধকই আমাদিগের পক্ষে পূজ্য ও মান্য তন্নি

শাস্ত্র বহুবিধ প্রযুক্ত ধাম্যা। ধাম্যের মত্তা মত্ত নানা। প্রকার

মিত্ত উক্ত মত ব্যবহারাদিতে দোষ নি
র্ণয় করণে অতিশয় সংশয় প্রত্যক্ষ হয়।
অতএব যদিও যথেষ্টাচার আহারাদি
দোষ জন্য গণ্য হয় কিন্তু যখন প্রায়
সকলই (যন্মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠবর্ণ মহাম
হোপাধ্যায় কুলীন মহাশয়রাও আছেন)
উক্ত প্রকার ব্যবহার না করিয়া কুচিৎ
স্নেহ কদাচিৎ অনুরোধ কখন দয়া কুত্রা
পি লোভ কিম্বা ক্ষোভ বশতঃ নিষিদ্ধ
ব্যবহারি ব্যক্তিগণ সহিত (যাহারা এ
ক্ষণে হিন্দু মধ্যে দলে বলে অধিক পুষ্টি)
মিশ্রিত ভূত সম্যক্ প্রকারে প্রচলিত
আছেন তখন স্বকৃত ম্লেচ্ছধর্ম্মাবলম্বী
(যাঁহাদিগের দোষ বাস্তব নিষিদ্ধ ব্যব
হারি ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা অধিক গুরু
তর নহে) শাস্ত্র সম্মত প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার
ও উত্তীর্ণ হইলে পরে তাহাদিগকে
আমাদিগের সহিত চলন করণে কি
হানি সম্ভাবনা আছে?

যখন স্বেচ্ছা
চারী অপেক্ষা
ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাব
লম্বির দোষ
অধিক নহে
তখন প্রায়শ্চি
ত্তোত্তর তৎ স
হিত ব্যবহা
রে কি হানি ?।

ধন জন বলে পতিতের উদ্ধার, তদভাবে বঞ্চনা, পক্ষপাত কি না?

তদনন্তর নিরুপেক্ষ শাস্ত্রদক্ষ জাতি কুলাধ্যক্ষ ধর্ম্মাশ্রয় মহাশয়গণ কৃপাবলোকন পূর্ব্বক বিচার করিতে আজ্ঞা হয় যে যৎকালীন কশ্চিৎ ধনাঢ্য অথবা মহদাশ্রিত ব্যক্তি কোন কারণ বশতঃ সর্ব্বতোভাবে মুসলমানীয় ধর্ম্মাচরণ করণক পতিত হইয়া পুনরায় ধনবলে উদ্ধার হয়, এবম্প্রকারে কোন ব্যক্তি সমুদয় নিয়মানুসারে মিসনরি চর্চ্চে বেপটাইষ্ট হইয়া কোন প্রবল মহাত্মার সহায়তায় পুনর্ব্বার ত্রাণ পায় পরে ঐ প্রকার উদ্ধৃত সকল ব্যক্তি হিন্দু সম্প্রদায় স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক অবিবাদে সম্যক প্রকারে প্রচলিত আছে. এতদ্দৃষ্টান্তে অপর সাধারণ নিরাশ্রয় নির্ধন পতিতগণ পক্ষে তৎ পরিমিত করুণানুকূল্য প্রকাশ না করিয়া তাহা হইতে যাবজ্জীবন তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখা ধর্ম্মতঃ ও

যুক্তি সম্মত স্পষ্ট পক্ষপাত ও অবিচার
কি না? তজ্জন্য নিতান্ত ন্যায্য বোধে
ও তৎকর্ত্তৃক বিশেষ দৃঢ় ভরসা পূর্ব্বক
প্রার্থনা যে মহাশয়দিগের সদৃশ সদ্বংশ
জাত মহোদয় জাতিকুলাশ্রয় মহাত্মা
গণ ঐ সকল অন্যায় অঙ্গাঙ্গি রহিত
করিয়া দেশ কাল ব্যবহার দৃষ্টে শাস্ত্রের
যথার্থ মর্ম্মাভিপ্রায় সম্মত এবং ন্যায়
ও যুক্তি সংযত সাধারণ পক্ষে বিনা
গণতা সমতা বিধায় বিচার করিতে
অবশ্যই আজ্ঞা করিবেন। যেহেতু পতি
তের পরিত্রাণ লোকের জাতিকুল দান
বিশেষতঃ সাধারণ পক্ষে সমান অকুতো
ভয় বিনা লোভ গণতা রহিত ক্ষমাবান
ও শাস্ত্রের সর্ব্বাংশে তুল্য দৃষ্টি ও দার্ঢ্য
পূর্ব্বক সম্মান মহান ও অতি প্রধান সর্ব্বতো
ভাবে যোগ্য প্রতাপবান [যাঁহারা মহদ্বং
শজাত প্রযুক্ত স্বভাবতঃ পরদুঃখে দুঃখী ও
পরদায়ে কাতর] কর্ত্তৃক মনোযোগ

অতএব দেশ কাল বিবেচনায় সমতা বিধায় বিচার করুন।

মহত্তের ন্যায্য ভিন্ন পতিত ত্রাণ দুঃসাধ্য

ও শূরত্ব প্রকাশ ব্যতীত অন্যের দুঃসাধ্য, তদিতর নিষ্ঠুর সাহঙ্কারি বিদূষক পর ছিদ্রানুসারি জন কর্ত্তৃক বরং এমৎ মহৎ কার্য্য সাধনোদ্যোগে অন্যায় প্রতি কূল তর্ক আপত্তি বহুবিধ ব্যাঘাৎ সম্ভব। যেমন তাঁহাদিগের মধ্যে কোন২ পণ্ডি তাভিমানি ব্যক্তি উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে কহেন "যে এমত প্রকরণ একাকার করিবার লক্ষণ কিন্তু কি চমৎকার হিতে বিপরীত ব্যবহার। প্রাগুক্ত রূপ বিনা প্রায়শ্চিত্ত সুখোপাত্ত সর্ব্ব প্রকার ব্যবহারে রত স্বেচ্ছাচারিগণ সহিৎ যাঁহারা অম্লান বদনে অন্নাদি ভোজন প্রভৃতি সকল করণ কারণ করিয়া আসি তেছেন তাঁহারাই এমত পতিতকে যে যাহারা ঈশ্বরানুসন্ধান জন্য ভ্রমক্রমে ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাবলম্বি হয় প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সংগ্রহণে ভূরি২ আপত্তি ও বিতরাগি তদুদ্যোগি পক্ষ প্রতি ঐরূপ কটাক্ষ

তদিতর জন কর্ত্তৃক বরং ব্যাঘাৎ সম্ভব।

করেন। হায় কালের কি অপূর্ব্ব গতি
লোকের কি বিচিত্র মতি ধর্ম্মানুষ্ঠা
নের কি অদ্ভুত রীতি পদ্ধতি ! যথা বৃথ
মাংসাসী বৈধমাংস প্রতি দ্বেষী, আত্ম
মতই প্রবল অতি সেই তাঁহাদিগের
স্মৃতি অপরস্থা কিন্তুবিষ্যতি !!!

ইতি পূর্ব্ব মহাত্মাগণ কত শত অধম
ও পতিত ত্রাণ করিয়াছেন যথা অধম
নিস্তারি জনহিতকারি ৺ চৈতন্য দেব
ভগবন্নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তণ দ্বারা কএব
জন জাত মুসলমানকে উদ্ধার করণক
হিন্দু মণ্ডলি মধ্যে উচ্চ ও বহুজন পূজ্য
পদ দেন, এবং স্বর্গগত পরোপকার রত
রামদুলাল সরকার মহাশয় কঞ্চিৎ
মুসলমান ধর্ম্মে বিগত পতিত হিন্দু
ব্যক্তিকে উদ্ধারার্থে বৃহৎ সমারহ পূর্ব্বক
সমনুয় দ্বারা হিন্দুজাতি মধ্যে পুনর্ব্বার
চলন করেন।

ইতিপূর্ব্ব মহাত্মারা জাতিভ্রষ্ট ম্লেচ্ছ উদ্ধার করিয়াছেন।

অধুনাও অনেকানেক সদ্বিবেচক

মহাশয়গণ আত্ম২ পরিবার স্বজন মধ্যে কখন কোন বালক কৃশ্চ্যন ধর্ম্মাবলম্বন করিলে ও তাহা বিশেষ ব্যক্ত না হইতে তাহাকে প্রাপ্ত হইলে অতি সং গোপন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করণক তাহাকে স্বপরিবারে ও সমাজে চলন করিয়া থাকেন, তদ্দোষোপলক্ষে তাঁহাদিগকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে কালের গতি প্রযুক্ত অর্থাৎ ঐ সকল প্রাতঃস্মরণীয় জনাভাবে তাঁহারা ভীত হইয়া তদুত্তরে সর্ব্ববাদি সম্মত যে প্রসিদ্ধ প্রবঞ্চনা চলিত আছে তাহাই অবলম্বন পূর্ব্বক কহিয়া থাকেন যে " সে সকল জনরব কেবল অপবাদ মাত্র " পরন্তু পতিত বালকের অন্বেষণ ও আয়ত্ত বিষয়ে বিলম্ব হইলে এবং তৎসম্পকীয় বিধর্ম্মাচরণ বিস্তার পূর্ব্বক প্রকাশ পাইলে লোকভয় প্রতিবন্ধে তাহার

ইদানী কেহ২ গোপনে প্রায়শ্চিত্ত সংগ্রহ করেন।

পিতা মাতাদি জীবিত পুত্র শোকাকুলে মগ্নভূত চিরদিন দীন প্রায় দুঃখে দিন পাত করে।

মহাত্মাদিগের পশ্চাৎগামী হইয়া পণ্ডিতের নিষ্কৃতি করুন।

এতন্নিমিত্ত প্রবিধান করিতে অনুমতি হয়, ধর্ম্মাশ্রয় মহাশয়রা, ! যে ঐ সকল প্রাচীন মহাত্মাদিগের জন নিস্তার যশোবিস্তার বৎ উক্ত সৎকর্ম্ম সকল আমাদিগের সর্ব্ব সাধারণ পক্ষে উদ্বোধস্থল স্বরূপ গ্রহণ করা উচিৎ এবং তৎ পথ প্রদর্শনানুসারে তাঁহাদিগের পশ্চাৎ গামী হইয়া শাস্ত্রে সম্পূর্ণ ব্রাত্য সংস্থাপন করিয়া ভ্রান্তিবশতঃ ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাবলম্বন নিমিত্ত জাতিভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রার্থনামতে সাধারণ সম্বন্ধে প্রকৃষ্টরূপে উদ্ধার করণ ও তজ্জাতীয় সমগ্র ব্যক্তির সহিত চলন বিষয়ে স্পষ্ট অনুজ্ঞা প্রদান করুন, যদ্দ্বারা পতিতোদ্ধার স্বরূপ ধর্ম্মলাভ ব্যতিরিক্ত পূর্ব্বোক্ত অবিচার বিষয়ে যাহা শাস্ত্র বিপরীত কিম্বা

একর্ম্মে স্থিরি
র ধর্ম্ম ও উভ
য় লোকে ক
শল

ব্যবহার সহকার প্রযুক্ত প্রায় চলিত আছে যথার্থ বিচার করণক এঅংশেও ধর্ম্ম সংস্থাপন করা হয়, এবং তথাবিধ আমাদিগের শাস্ত্র উক্ত মত সম্পূর্ণ দৃঢ়তা পূর্ব্বক পালনে তদংশেও ধর্ম্ম সঞ্চয়, এতাবতা নিশ্চয় যে একর্ম্ম দ্বারা অনায়াসে ত্রিবিধ ধর্ম্ম লাভ সম্ভব, এবং তদ্ধর্ম্মাৎ উপস্থিত ব্যাপারে সানুকূল ও সহকারি সকল ব্যক্তি সম্বন্ধে পরলোক নিস্তার ইহলোকে পরোপকার হেতু যশোবিস্তার।

এবিষয় সিদ্ধা
সিদ্ধ দুইবিধা
য় উদ্যোগি
পক্ষ পুরস্কৃত
এবং প্রতিযো
গী তিরস্কৃত

যদিও কোন প্রকার দৈব ঘটনাৎ এবিষয় আপাতত সুসিদ্ধ না হয় তথাচ উদ্যোগিগণ আত্ম আত্ম সাধ্যানুসারে প্রতিকার চেষ্টা করণক উক্ত ধর্ম্ম ও প্রতিষ্ঠা অংশে প্রায় তুল্য ফলভোগী, পরন্তু তদ্বিপরীতে প্রতিযোগি ব্যক্তিরা উভয়াংশেই অপুরস্কৃত অর্থাৎ এবিষয় ভ্রষ্ট হইলে অখ্যাতির নিমিত্ত এবং

সফল হইলেও কাপুরুষের কারণ হইবেন।

অপরঞ্চ যে যে ব্যক্তি অবোধ পুর স্কারে এই মহৎ উদ্যোগ ভঙ্গ করিবেন তাঁহাদিগকেও এই ব্যবস্থা চলনাভাবে কালেতে স্বতন্তঃ পরতঃ উক্ত মত ব্যভি চারে পতিত দায়গ্রস্তভূত এবং তদু দ্ধার উপায় রহিত প্রযুক্ত চিরকাল রোদ ণ করিতে হইবে ও তখন উপস্থিত কর্ম্ম সম্পর্কে বিপক্ষতা স্বরূপ স্বকৃত কার্য্যের প্রতি ধিক্কার পূর্ব্বক আক্ষেপ সার হইবে।

ইহার প্রতিকূলতা পরে আক্ষেপের কারণ হইবে

এমত কেহ ভ্রান্তি না করেন যে এদায় তাঁহার স্বকূলে ঘটিবে না, কারণ যখন এপ্রদেশে মিসনরি দল ধনে জনে ছলে কৌশলে অতি প্রবল রাজসাহায্যে দর্পিত সর্ব্বদা সকল স্থানে সচেষ্টা সন্ধানে দিনে দিনে বৃদ্ধি পূর্ব্বক প্রবৃত্ত আছে তখন কে কতক্ষণ সাবধানে সমর্থ হইবেন এবং সে বিপদে পড়িলে কাহার দোষ

এদায়ে কেহ নির্লিপ্ত থাকিতে পারিবেন না।

হই দিবেন যেহেতু উক্ত মত বিপদগ্রস্ত দিগের যে রোদণ তাহা উপস্থিত বিচার কর্ত্তারা তদ্ধর্ম্মাক্রান্ত প্রযুক্ত মহোল্লাস যুক্ত শ্রবণ করেন।

অতঃপর সদ্গুণাকর সুবিজ্ঞবর মহাশয়রা উদিত বিষয় প্রতি মনোযোগ পূর্ব্বক বিশেষ বিবেচনা করিয়া বর্ত্তমান সময়কে শেষ সানকাশ জানিয়া হিন্দু জাতির চিহ্ন থাকিতে এমত বিহিত উপায় ত্বরায় করিতে আদেশ হয় যদ্দারা পৃথিবী এককালে হিন্দু শূন্যাভূতা বেদ বিহিত সনাতন ধর্ম্ম নিতান্ত লোপ না হয় অর্থাৎ ভ্রান্ত ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাবলম্বনে পতিত হিন্দুদিগকে তাহাদিগের প্রার্থনা মতে আমাদিগের উক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র ব্যবস্থানুযায়ি সংস্কার দ্বারা উদ্ধার ও স্বজাতি সহিত ব্যবহার করণ সর্ব্ব সাধারণ পক্ষে আজ্ঞা করেন ইতি।

তেষাংবৈ বেশান্যত্বং চকারহ । ইতি হরিবংশোক্তবৎ তথা কৃতান্ যবনাদীনুপক্রম্য তেচাত্মধর্ম্ম পরিত্যাগান্ ম্লেচ্ছতাং যযুরিতি বিষ্ণুপুরাণোক্তবচ্চ আত্মধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ম্লেচ্ছধর্ম্ম গ্রহণাদিনা ম্লেচ্ছতাং প্রাপ্তানাং কথং প্রায়শ্চিত্তীয়তা কথং বা কৃত প্রায়শ্চিত্তানাং ব্যবহার্য্যতা তথাদেঽপিবা ম্লেচ্ছ জাতীনামপি প্রায়শ্চিত্তীয়তা ব্যবহার্য্যতাচ স্যাদিতি চেন্ন,, তৎপরম্পরয়া সপ্তম পঞ্চমাদি জন্মাবধেঃ প্রায়শ্চিত্ত দর্শনাৎ জাতি পাতানন্তর এবা ব্যবহার্য্যতায়াঃ প্রায়শ্চিত্তানপনেয়ত্বা দতোম্লেচ্ছ জাতীনাং প্রায়শ্চিত্তীয়তা ব্যবহার্য্যতাচ নাশঙ্কনীয়া যাতু অজ্ঞানাদিনা পাতিত্য ব্যক্তিরুৎপন্না সা ত্বানন্তর জন্মাপি অজ্ঞানাধিক্যেন গুরুতরা ভবিতুং নার্হতি এতস্যদনন্তরং অভ্যাসস্তুপর পাপব্যক্তে রেবোৎপাদকো নতূৎস্যা উৎকর্ষ জনকতি জাতব্রহ্মবধজন্য পাতিত্যস্য তাদৃশাভ্যাসজন্য পাতিত্যবদিতি স্মার্ত্ত শূলপাণি মত পরিষ্কৃতা ব্যবস্থা ।। ইতি বিদুষাং পরামর্শঃ ।।

অত্র প্রমাণং ।। ইয়ং বিশুদ্ধি রুদিতা প্রমাপ্য কামতো দ্বিজং । কামতো ব্রাহ্মণবধে নিষ্কৃতিন বিধীয়তে ।। ইতি মনুবচনং ইয়মিতি । এতত্তু প্রায়শ্চিত্তং বিশেষোপদেশমন্তরেণাকামতো ব্রাহ্মণবধেঽভিহিতং কামতস্তু ব্রাহ্মণ বধেনেয়ং নিষ্কৃতির্নৈতৎ প্রায়শ্চিত্তং কিন্তুতোদ্বিগুণাদি করণাত্মক মিতি প্রায়শ্চিত্ত গৌরবার্থং নতুপ্রায়শ্চিত্তাভাবার্থং কামতস্তু কৃতংমোচাৎ প্রায়শ্চিত্তৈঃ পৃথক বিধৈ

শ্যামাং পূর্ব্ববদধরোত্তরং । ইতি যাজ্ঞবল্ক্য বচনং ।
জাত যে। মূর্দ্ধাভিষিক্তাদ্যাঃ তাসা মুৎকর্ষাৎ ব্রাহ্মণত্বাদি
প্রাপ্তিঃ । জাত্যুৎকর্ষোযুগে জন্মনি সপ্তমে পঞ্চমেপ্যপি
শব্দাৎ ; ষষ্ঠেবা বোদ্ধব্যং । কিঞ্চ কর্ম্মণাং ব্যত্যয়ে বৃত্ত্য
ধানাং কর্ম্মণাং ব্যত্যয়ে বিপর্য্যাসে সপ্যাধান পরস্য কর্ম্মণা
জীবতি তৎসমান জাতিত্বং ভবতি । তদ্যথা ব্রাহ্মণঃ শূদ্র
বৃত্ত্যা জীবন তামপরিত্যজ্য যদি পুত্র মুৎপাদয়তি সোপি
তয়ৈব বৃত্ত্যা জীবন্ সপ্তমে শূদ্রং ক্ষত্রিয়োপি শূদ্র বৃত্ত্যা
জীবন্ ষষ্ঠে শূদ্রং বৈশ্যোপি শূদ্রবৃত্ত্যা জীবন্ তামপরিত্য
জন্ পুত্র মুৎপাদয়তি সোপ্যেবং এবং ক্রমেণ পঞ্চমে
শূদ্রং জনয়তি । ইত্যাদি মিতাক্ষরা ব্যাখ্যানং শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণা
জ্জাতঃ শ্রেয়সাচেৎ প্রজায়তে । অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং
গচ্ছত্যা সপ্তমাদ্যুগাৎ । শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি
শূদ্রতাং । শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ বৃষ
লত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণা দর্শনেন চ । পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্র
দ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ । পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ
কিরাতা দরদাঃ খশাঃ মুখবাহূরুপজ্জানাং যালোকে জাতয়ো
বহিঃ । ম্লেচ্ছবাচ শ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥ ইতি
মনুবচনং । শনকৈরিতি ইমা বক্ষ্যমাণাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়
উপনয়নাদি ক্রিয়া লোপেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ যাজনাধ্যাপন প্রায়
শ্চিত্তাদ্যর্থ দর্শনাভাবেন শনৈঃশনৈর্লোকে শূদ্রতাং প্রাপ্তাঃ
পৌণ্ড্রকা ইতি পৌণ্ড্রদেশোদ্ভবাঃ ক্ষত্রিয়া সন্তঃ ক্রিয়ালোপা
দিনা শূদ্রত্ব মাপন্নাঃ । মুখেতি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাণাং

স্বাক্ষর কারি দিগের নাম

শ্রীকাশীশ্বর শর্ম্মণাম্
সাং বহির্গাছী

শ্রীব্রজকুমার শর্ম্মণাম্
সাং বংশবাটী

শ্রীশিবনারায়ণ শর্ম্মণাম্
সাং মহেশ্বর পুর

শ্রীত্রৈলক্যনাথ শর্ম্মণাম্
সাং আগড়পাড়া

শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণাম্
সাং পুঁড়া

শ্রীবনমালি শর্ম্মণাম্
সাং কুমারহট্ট

শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণাম্
সাং পানিহাট্যাং

শ্রীতারাচাঁদ দেবশর্ম্মণাম্
সাং পম্পুর

শ্রীরাখালদাস শর্ম্মণাম্
সাং কুলীনগ্রাম

শ্রীবিশ্বনাথ দেবশর্ম্মণাম্

সাং মির্জাপুর

শ্রীঠাকুরদাস দেবশর্ম্মণাম্

নরীট্য গ্রামনিবাসিনাং

শ্রীহরিনারায়ণ দেবশর্ম্মণাম

মহিষাদলাখ্যস্থাননিবাসিনাং

শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণাম

কাশীপুর

শ্রীশিবচন্দ্র শর্ম্মণাম্

সাং বারাসাত

শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মণাম্

সাং ত্রিবেণী

শ্রীআনন্দচন্দ্র শর্ম্মণাম্

সাং সিমুলা

শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীকালীদাস শর্ম্মণাম্

সাং দলপতিপুর

শ্রীমধুসূদন শর্ম্মণাম্

সাং হরিনাভি

শ্রীগঙ্গানারায়ণ শর্ম্মণাম্
সাং ফুলেবেলগড়ে

শ্রীরাজনারায়ণ শর্ম্মণাম্
সাং নবদ্বীপ

শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মণাম্
সাং বংশবাটী

শ্রীকালীদেব শর্ম্মণাম্
সাং মাজেদ

শ্রীভবদেব শর্ম্মণাম্
সাং ফরাশডাঙ্গা

শ্রীকান্তিচন্দ্র শর্ম্মণাম্
সাং অম্বিকা

শ্রীকালীকান্ত শর্ম্মণাম্
সাং আনন্দধাম

শ্রীরামনৃসিংহ শর্ম্মণাম্
সাং শান্তিপুর

শ্রীকালাচাঁদ শর্ম্মণাম্
সাং দেপুর

শ্রীব্রহ্মণ্য দেবশর্ম্মণাম্
সাং বংশবাটী

শ্রীগয়ারামশর্ম্মণাম্

বেড়াগড়ি

শ্রীপ্রেমচাঁদ শর্ম্মণাম্

কণ্টকপুষ্করিণী নিবাসিনাং

শ্রীপ্রভাকর শর্ম্মণাম্

শ্রীগোলকনাথ শর্ম্মণাম্
শ্রীলক্ষ্মীকান্ত শর্ম্মণাম্
শ্রীরামলোচন শর্ম্মণাম্ } সা পূর্ব্বস্থলী

শ্রীচণ্ডীচরণ শর্ম্মণাম্

রাজপুর নিবাসিনাং

শ্রীরামরত্ন দেবশর্ম্মণাম্

সাং বালি

শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মণাম্

নবদ্বীপ নিবাসিনাং

শ্রী[illegible]নাথ শর্ম্মণাম্

শ্রী[illegible]চন্দ্র তর্কপঞ্চানন

সাং নবদ্বীপ

শ্রী[illegible]চন্দ্র শর্ম্মণাম্ সাং ঐ

শ্রীআনন্দময় দেবশর্ম্মণাম্ সাং [illegible]

শ্রী নৃসিংহ দেবশর্ম্মণাম্ সাং নবদ্বীপ

শ্রীজয়শ[illegible] শর্ম্মণাম্

শ্রীউমাকান্ত শর্ম্মণাম্ সাং [illegible]

শ্রীরামগোপাল দেবশর্ম্মণাম্

সাং সিমুলিয়া

শ্রী[illegible] শর্ম্মণাম

বালি নিবাসিনাং

শ্রীচণ্ডীচরণ শর্ম্মণাম্

সাং কামারহাটি

শ্রীরামেশ্বর দেবশর্ম্মণাম্

~~সাং উলা~~

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মণাম

সাং ময়মনসিং

শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মণাম্

সাং গুপ্তপল্লী

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্

মাহেশ নিবাসিনাং

শ্রীরামকমল দেবশর্ম্মণাম্

রানাঘাট নিবাসিনাং

শ্রীদীনবন্ধু শর্ম্মণাম্

সাং কোন্নগর

শ্রীভোলানাথ শর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীসূর্য্যকান্ত শর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীভুবনেশ্বর শর্ম্মণাম্

[illegible]

শ্রীশ্রী তারক পতিত পাবনায় নমঃ ।

বেদ ধর্ম্মাক্রান্ত সর্ব্বসাধারণ জনপ্রতি পতিতোদ্ধার সভার সভ্যগণস্য নিবেদন

যেহেতু আমাদিগের হিন্দু জাতির মধ্যে পরধর্ম্ম যাজন বিষয়ে কেবল পতনের পথ পরিসর ও উদ্ধারের পন্থা সাধারণ পক্ষে নিতান্ত রুদ্ধ থাকায় আমাদিগের দল বল যাহা পূর্ব্ব সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্ট ও প্রবল ছিল তাহা স্বকীয় রাজ্য হীনাবস্থা প্রযুক্ত এবং দুর্দ্দান্ত মুসলমান হস্তে পতিত হইয়া বিবিধ প্রকার অন্যায় বল অর্থাৎ অস্ত্রাঘাতাদি শাস্তি দ্বারা বহু জনের ধন প্রাণ নষ্ট হবাতে অত্যন্ত ক্ষয় পায় যৎ কর্ত্তৃক অধিকাংশ হিন্দু নিরুপায়

র পথ রুদ্ধহেতু
ক্রমেহ্রাসপ্রাপ্ত

বিধায় মুসলমানীয় ধর্ম্ম অঙ্গীকার করে তৎ প্রযুক্ত হিন্দুস্থান ও বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশে ক্রমশঃ হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের ভাগ অধিক প্রকাশ পাইতেছে। তদনন্তর দুর্বৃত্ত মুসলমানীয় অত্যাবশিষ্ট যাহা কিঞ্চিদংশ হিন্দু অবশেষ ছিল তাহা কৃশ্চ্যান মহাশয়েরা এ প্রদেশে অধিকার প্রাপ্তে মন্ত্রণা ছলনা দ্বারা প্রতিদিন ক্ষীণ করিতেছেন!

কিন্তু নিরুপায় হিন্দুদিগের অন্য ধর্ম্ম যাজন পূর্ব্বক জাতি পতন হইলে এইক্ষণকার ব্যবহার মত তাহা হইতে সাধারণের উদ্ধার পথ রোধ প্রযুক্ত সকল ম্লেচ্ছরাই সাবকাশ মতে তাহাদিগের ধর্ম্ম যাজনাদি দ্বারা লোকের জাতি পতন বিষয়ে অন্য জাতি অপেক্ষা হিন্দু জাতির প্রতি অধিক চেষ্টা ও আক্রমণ করে তাহার কারণ এই যে অন্য ধর্ম্মাক্রান্ত যথা মুসলমান ও কৃশ্চ্যান তন্মধ্যস্থ

এই জন্য সকল
ম্লেচ্ছরা হিন্দুর
জাতি ভ্রংশনে

অধিক চেষ্টা করে

কোন ব্যক্তি মুসলমান ক্রাইষ্ট ধর্ম্মাবলম্বন করতঃ পরে পুনর্ব্বার তাহার পূর্ব্বধর্ম্ম যাজন ইচ্ছা হইলে তাহাদিগের যথা শাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তরূপ "তৌবা" করিলে পুনরায় অনায়াসে মুসলমান হইয়া সকল মুসলমানের সহিত স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক প্রচলিত হইয়া থাকে তাদৃশ কোন ব্যক্তি কৃশ্চ্যান

উদ্ধার সম্ভাবনা সত্ত্বে ম্লেচ্ছরা পরস্পর প্রতি বিশেষ চেষ্টা করে না।

মুসলমানীয় ধর্ম্মাবলম্বী হইলে মতান্তর বিধায় অক্লেশে পুনর্ব্বার কৃশ্চ্যান হইয়া সমুদয় কৃশ্চ্যানদিগের মধ্যে অপ্রভেদ পূর্ব্বক চলিত হয় এই বিশেষ কারণ প্রযুক্ত ঐ সকল ধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিরা পরস্পরকে আপন ধর্ম্ম যাজনে বিশেষ অর্থাৎ তদ্রূপ যত্ন করে না যদ্রূপ পশ্চাদুক্ত উপায় সত্ত্বেও নিরুপায় ন্যায় হিন্দু প্রতি চেষ্টা করে, যেহেতু সকল ম্লেচ্ছাদিজন ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিলেও উহাদিগের উদ্ধার পন্থা সুলভ বিধায় তাহাতে স্থায়ী সম্ভব নহে. কিন্তু হিন্দু জাতীয় নিরাশ্রয় নির্ধন

জন দৈবাৎ ভ্রমক্রমে ম্লেচ্ছ ধর্ম্ম এক বার অবলম্বন পূর্ব্বক তজ্জাতি প্রাপ্তো ত্তরকালে তাহার রাগ ভ্রান্তি শান্তি হই লে এবং উক্ত স্বকৃত দুষ্কর্ম্ম প্রতি ঘৃণা জ ন্মিলেও কেবল আক্ষেপে মগ্ন ও মনো দুঃখিত হইয়া চির পতিত থাকিয়া আ জন্মকাল বিবিধ চেষ্টায় উদ্ধার হয় না কেবল ধনাঢ্য অথবা মহদাশ্রিত কোন ব্যক্তি এপ্রকার বিপদে পতিত বিশেষ চেষ্টা করিলে ক্বচিৎ ত্রাণ পায়।

দুঃখি হিন্দুর জাতিপতন হই লে চিরপতিত থাকে

অতএব নিবেদন এবিষয় উত্থাপনের তাৎপর্য্য -ম্লেচ্ছদিগের আধুনিক ধর্ম্ম অস্মদাদি সম্বন্ধে উক্ত মতে আক্রমণ ও কৌশল পূর্ব্বক যাজন বিরোধে আমা দিগের প্রাচীন ধর্ম্ম সংস্থাপন এবং তদ্দ্বা রা আমাদিগের দল বল রক্ষণাবেক্ষণ উপায় অন্বেষণ ভিন্নও অন্য কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম ও যুক্তি বিরোধি বিষয় ঐ উপলক্ষে লক্ষ্য হইতেছে যে কোন ব্যক্তি অবোধ

প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা

দোষ ক্ষমা না করা অবিচার কি না।

পুরস্কারে আত্ম সম্বন্ধীয় এমত কোন প্রকার অপরাধগ্রস্ত হইলে যৎ কর্তৃক অন্যের অপকার অনন্তর পরে তাহার আত্ম ভ্রম প্রকাশ পাইলে তদ্দোষ ক্ষালন কারণ যথোচিত দণ্ড প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার প্রাপ্তে তথাচ যদি সে অপরাধ মার্জ্জনা না হয় তবে তাহা যুক্তি বিরোধি ও অবিচার কি না?

যেমন সকল
অপরাধের দ
ণ্ড তেমন সক
ল পাপের
প্রায়শ্চিত্ত
আছে তবে
কেন বিধর্ম্মে
পতিত হিন্দু
মুক্ত হয় না

এ অতি আশ্চর্য্য যে সর্ব্ব প্রকার মহাপাতকাদি সম্বন্ধে আমাদিগের শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত সত্ত্বে যথা শাস্ত্রে "দণ্ডবত্ প্রায়শ্চিত্তানি ভবন্তি" যথা "ক্ষারোপ স্বেদ দণ্ডনির্ণোদন প্রক্ষালনাদিভি বাসাংসি শুদ্ধন্তি এবং তপোদান যজ্ঞৈঃ পাপ কৃতঃ শুদ্ধি" "মুপয়ন্তি অস্তির্গাত্রান্মলমিব তমো ভানুভয়াদ্যথা" "দানেন তপসাচৈব সর্ব্ব পাপ মপোহতি" ইতি হারীতাদি মুনি বচন, অস্যার্থ যথা সকল অপরাধের দণ্ড আছে তথা সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হয়, এবম্প্রকারে সকল প্রায়শ্চিত্তের মুখ্য ও ক্রমশঃ অনুকম্পবিধি থাকাতেও পরধর্ম্ম গ্রাহনোপলক্ষে পতিত জন সম্যক প্রকারে বিনীত ও প্রায়শ্চিত্তাকাঙ্ক্ষী হইলে ইদানী তদ্ধারা মুক্ত হয় না, যদি কহেন যে ঐ সকল ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহাদিগের দুরদৃষ্ট নষ্ট হয় কিন্তু তথাচ তাহারা ব্যবহার্য্য নয়, একথার অভিপ্রায় কেবল নিন্দার্থবাদ মাত্র অর্থাৎ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা নিস্তার সম্ভাবনায় লোকে ইচ্ছা পূর্ব্বক অত্যন্ত দুষ্কর্ম্মে সহসা প্রবৃত্ত না হয় দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তকালে পাপ ও তৎ প্রতিফল উভয়ের প্রত্যক্ষ অভাবে জড় বুদ্ধি পাপাত্মার মনে তদংশে সন্দেহপ্রযুক্ত তাহাকে তাচ্ছল্য করণ কিম্বা প্রতিবন্ধক নিন্দিত কর্ম্ম করিতে পারে, সে স্থানে অব্যবহার্য্যতা স্বরূপ প্রকাশ্য দণ্ড জন্য ভয়

প্রায়শ্চিত্তান্ত
অব্যবহার্য্য
নিন্দার্থবাদ

তাহার প্রতিবন্ধক সূচনায় শূলপাণি প্রদর্শিত পথানুসারে মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য অতি সৎ যুক্তি দ্বারা প্রায়শ্চিত্তানন্তর মহাপাতকির অব্যবহার্য্যত্ব উক্ত প্রকার শালনার্থে ব্যবস্থাপন করিয়াছেন তৎ প্রতিপাদনার্থে এতন্মাত্র কারণ দর্শান যে

পাপের দুই শক্তি

পাপের দুই শক্তি এক নরকোৎপাদিকা অপর ব্যবহার বিরোধিকা, অজ্ঞানকৃত গুরুতর পাপস্থলে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা উভয় শক্তি নাশ হয় জ্ঞানকৃত গুরুতর পাপস্থলে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার পূর্ব্বাংশ যায় পরাংশ থাকে। এই উভয় শক্তি কল্পনার মূল কারণ শাস্ত্রে এই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে মহাপাতকিগণের সংসর্গি ব্যক্তিরা পাতকিবৎ পতিত হয়

পাপ সঙ্গেই সংসর্গ দোষ

এই নিমিত্ত পতিতের সহিত ব্যবহার নিষিদ্ধ, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাতকির পাপ নষ্ট হইলে পরে তাহার সহবাসে অন্যজন কি প্রকারে পতিত হইতে পারে এবং তৎসহবাসে তৎকালে কি অনিষ্ট সম্ভাবনা যথা, শিরোনাস্তি শিরঃপিড়া?

উক্ত মহাত্মারা ঐ বিষয়ের প্রমাণ প্রদর্শন নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা দ্বারা ও কৌশল পূর্ব্বক যাজ্ঞবল্ক্য মুনির উক্ত যথা " প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ কামতো ব্যবহার্য্যস্তু বচনাদিহজায়তে " এই বচনের অর্থান্তর করেন অর্থাৎ তদ্বচন মধ্যস্থ ব্যবহার্য্য শব্দের পূর্ব্বে "অকার" প্রশ্লেষ করণক এবং

তৎ সাধক অনেকানেক অযুক্ত অভিপ্রায় তাহাতে সংঘটন করিয়া ঐ বচন হইতে জ্ঞানকৃত মহাপাতকির প্রায়শ্চিত্তানন্তর ব্যবহার্য্যত্ব পরিবর্ত্তনে অব্যবহার্য্যত্ব অর্থ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পরন্তু যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতারটীকা মিতাক্ষরাকার ঐ বচন ব্যাখ্যায় স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে জ্ঞানকৃত মহাপাতকাদির প্রায়শ্চিত্তান্তে ব্যবহার্য্য হইবে মাত্র ভোগান্তে পাপ ক্ষয় পাইবে, এইমতের সহিত মহাত্মা জিকনেরও মতঐক্য হয় যদিও এই চারিজন সংগ্রহকার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দুই জনের মত পরোক্ত দুই জনের মত সহিত প্রকাশ্য অর্থে অত্যন্ত বিপরীত কিন্তু পরস্পর তাঁহাদিগের সূক্ষ্ম মর্ম্ম গ্রহণ করিলে যেন তেন প্রকারেণ সকলেরই স্পষ্ট একই অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে, যে ইচ্ছা পূর্ব্বক উৎকট দুষ্কর্ম্মাদি করণ বিষয়ে নিবৃত্ত জন্য প্রতিবন্ধক নিক্ষেপ করা তাহাতে কেহ২ মহাপাতকাদি প্রায়শ্চিত্তানন্তর নিন্দার কারণ অর্থাৎ অব্যবহার্য্যত্ব, অন্যান্য ভয়ের নিমিত্ত অর্থাৎ ভোগান্তে পাপক্ষয়-রূপ শাসন দর্শাইয়াছেন। যদি বল ঐ সকল কথার মর্ম্ম কেবল নিবৃত্তার্থে হইলে দুই পক্ষের ভিন্ন প্রকরণ হইত না অর্থাৎ একের মতে অব্যবহার্য্য অপরের মতে নরক ভোগ, তাহার তাৎপর্য্য দেশকাল পাত্র ভেদ অর্থাৎ এপ্রদেশে বেদ বিহিত-ধর্ম্মাচারী অর্থাৎ হিন্দু জাতির

তস্য টীকায় ব্যবহার্য্য

বিপরীত পক্ষের মর্ম্মএক

রাজ্য ভ্রষ্টোত্তর ধর্ম্ম শাসনাভাবে ক্রমশঃ অধর্ম্মাচরণ বৃদ্ধি দৃষ্টে জনহিতার্থি ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়িগণ যৎকালে দেখিলেন যে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা জ্ঞানকৃত মহাপাতকাদি হইতে বিনির্মুক্ত হইবার সম্ভাবনা থাকায় দুরাশয় জনসকল অকুতোভয় উৎকট পাপে রত হয় তৎকালে তাহা নিবারণার্থে যুক্তি দ্বারা উপায় স্বরূপ ব্যবস্থা ধার্য্য করিলেন যে জ্ঞান কৃত মহাপাতকাদির প্রায়শ্চিত্ত করিলে কেবল লোকে ব্যবহার্য্য হয় কিন্তু ভোগ জন্য পাপ রয়, তাহার উদ্দেশ এই যে পাপাত্মারা মহানরকাদি যন্ত্রণা ভয়ে পাপজনক কার্য্য হইতে বিমুখ থাকে।

পাপ নিবৃত্তি জন্য সময়ানুসারে ব্যবস্থার কৌশল

কালান্তরে তাঁহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তি শাস্ত্রকার মহাশয়রা যখন দেখিতে লাগিলেন যে নরকাদির আশঙ্কা অপ্রত্যক্ষ হেতু হিংস্রক ও দুষ্কামি অসৎ জাতি লোক সকল তদ্বাচনিক প্রতিবন্ধক প্রতি অবজ্ঞা করণক বিনা ক্ষোভ অতি পাপ কর্ম্মে রত হয়, তন্নিবারণ বিবেচনায় পুনরায় ইহাঁরা সদ্বুদ্ধি ও চতুরতায় পূর্ব্বানুবর্ত্তিদিগের মর্ম্ম সাধক কিন্তু প্রকাশ্য অর্থের বিরোধী ও তৎকালোপযুক্ত প্রতিকার স্বরূপ বিধান স্থির করিলেন যে কামনাকৃত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলে নরক নিস্তার হইবে মাত্র, পরন্তু তথাচ অব্যবহার্য্যত্ব রহিবে; ইহাতে তাৎপর্য্য এই

যে কুটুম্ব স্বজন মধ্যে ব্যবহার রহিত হবা ইহ লোকে প্রত্যক্ষ দণ্ড, তাহার পরিহার আবশ্যক হইলেই নিষিদ্ধ কর্ম্মের প্রতিবন্ধক হইবে। ইত্যাদি কারণে প্রতিপন্ন হইল যে কামতঃ মহাপাতকাদি জন্য প্রায়শ্চিত্তানন্তর যে অব্যবহার্য্য এবং নরক ভোগ শব্দ কথিত আছে তাহার স্পষ্টাভিপ্রায় নিন্দার্থবাদ ও ভয় প্রদর্শন মাত্র, যৎকর্ত্তৃক পাপাত্মা জীব পাপ কর্ম্ম হইতে পরাঙ্মুখ থাকে ইহা স্বীকার না পাইলে ঐ বিষয়ে অনেক দোষস্পর্শ হয়।

প্রথমতঃ। প্রাগুক্ত দুই পক্ষ মধ্যে কাহার কথা অসত্য বোধ ও অমান্য করা যাইতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ। যদিও ঐ চারি জনার প্রাচীন দুই জন প্রতি দোষোল্লেখ করেন তথাচ এ বিষয়ের শেষ হয় না, যেহেতু তাঁহাদিগের অপেক্ষা প্রাচীন স্মার্ত্ত মহাত্মা ভবদেব ভট্ট যাঁহার মত অদ্যাবধি অনেক বিষয়ে রঘুনন্দনের বিরোধে বলবৎ ও প্রচলিত আছে নিঃসন্দেহ পূর্ব্বক তিনি স্পষ্ট কহিয়াছেন যে জ্ঞান কৃত মহাপাতকিগণ প্রায়শ্চিত্তানন্তর অজ্ঞান কৃত মত নিষ্পাপ ও ব্যবহার্য্য হয়।

তৃতীয়তঃ। যদ্যপি এই তিনজন মহাত্মার মতো লঙ্ঘন করা শ্রেয় হয় তথাচ নিম্নে লিখিতব্য বিষ্ণুক্ত বচনের সহিত অত্যন্ত বৈষম্য হয়, যথা ত্যাজ্য প্রকরণে "ব্রাত্যাঃ পতিতা স্ত্রি পুরুষং মাতৃতঃ পিতৃতশ্চা

"শুদ্ধাঃ সর্ব্ব এবা ভোজ্যাশ্চাপ্রতি গ্রাহ্যাঃ" ইতি বিষ্ণুমুনি বচন অর্থাৎ যজ্ঞোপবীতাদি সংস্কার রহিত এবং পতিত ব্যক্তি তিন পুরুষ পর্য্যন্ত গ্রাহ্য কিন্তু অবৈধ ক্ষেত্রজ অথবা ঔরসজাত সর্ব্বদা বর্জ্য ও অগ্রাহ্য ইতি। এই বিষয়ের ঐক্যতায় যাজ্ঞবল্ক্য মুনি সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত প্রতিগ্রহণের বিধি অনুমতি করিয়াছেন।

ঐ তিনের সাধক বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য

চতুর্থ। যদিস্যাৎ এমত স্পষ্টোক্ত ঋষি বাক্য অগ্রাহ্য করিতে ইচ্ছা করেন তথাচ মনু বচনের বিরোধী হয়, যদংশে মনু কামতঃ এবং অকামতঃ উভয় মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা স্থলে কোন পক্ষে ব্যবহার্য্যাব্যবহার্য্য উক্ত করেন নাহি, কেবল যে ব্যক্তি বালক কৃতোপকারি শরণাগত কিম্বা স্ত্রী হত্যা করে তাহার সহিত সহবাস নিষেধ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত যুক্তি সিদ্ধ এবং আবশ্যক।

তথাচ মনুর মত ৪ জন বাতীত ব্যবহার্য্য

জ্ঞানপূর্ব্বক অনেকবার নীচান্ন ভোজনাভ্যাসে তজ্জাতি সামানত্ব যে তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন সে কেবল প্রায়শ্চিত্ত গৌরবার্থ এবং তাহা মনুর টীকায় কুল্লুক ভট্ট সুস্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন। এই টীকা প্রামান্য না গনিয়া যদি কেহ এমত তর্ক করেন যে তজ্জাতি সম্যানত্ব শব্দের এস্থানে অর্থ প্রায়শ্চিত্ত গৌরবার্থ নহে কিন্তু অব্যবহার্য্য করণ জন্যই নিশ্চিত, ইহা বলিলে বিবাদ মীমাংসা হয় না।

নীচান্ন অভ্যাসে যে নীচত্ব তাহা টীকাহ্যায়ি প্রায়শ্চিত্ত গৌরবার্থ

তাহার কারণ এই যে ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রযোজক মহাত্মারা সংহিতাদিতে কাব্যের পদ্ধতি মতে সঙ্কেৎ শ্লেষ ব্যবহার করেন না, বরং তদ্বিপরীতে বচনের স্পষ্টার্থ প্রকাশ জন্য সুস্পষ্টার্থ ঘটিত সরল শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এতাবতা অনেকবার নীচান্ন ভক্ষক পতিতের প্রায়শ্চিত্তান্তে তাহার অব্যবহার্য্য বিধায় গ্রন্থকর্ত্তা পূর্ব্ববৎ তদনুযায়ী স্পষ্ট অব্যব হার্য্য বাচক শব্দ প্রয়োগ করিতেন, অর্থাৎ বাল হন্ত্রাদি সম্বন্ধে প্রায়শ্চিত্তোত্তর যেমত স্পষ্টার্থ শব্দে কহিয়াছেন " যে তাহার সহিত সহবাস করিবে না "।

এস্থলে অ ব্যবহার্য্যমত হইলে ঐ রূ নারমতস্পষ্ট লিখিতেন

অপরঞ্চ যদি একান্ত উক্ত সমানত্ব শব্দের অর্থ অব্যবহার্য্যই গ্রহণ করেন তথাবিধ পাপের লঘু গুরুত্ব প্রভেদ প্রযুক্ত বিধানের বিষমতা স্বরূপ দোষ প্রকাশ পায়, যেহেতু স্বেচ্ছা পূর্ব্বক সর্ব্বাপে ক্ষা উৎকৃষ্ট মহাপাতকির প্রায়শ্চিত্তানন্তর যখন মনু অব্যবহার্য্যত্ব উল্লেখ করেন নাই, তখন চণ্ডা লান্ন আহারাভ্যাসী প্রায়শ্চিত্ত পরে অব্যবহার্য্য কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? অতঃপর সুনিশ্চি তরূপে প্রকাশ পাইতেছে যে উক্ত বালঘ্নাদি ব্যতি রেক সকল প্রকার পাতকাদির প্রায়শ্চিত্ত করণোত্তর অব্যবহার্য্যত্ব কদাচিৎ মনুর মত নহে। পুনশ্চ অজ্ঞানকৃত সামান্য এবং অতিপাতকাদির প্রায়শ্চিত্ত

অতিপাপের প্রায়শ্চিত্ত পরে অব্যব হার্য্য উল্লেখ নাহি

70

নকৃত মহা তকের প্রা শ্চল্ল শ্রুতি উপরমগুনি করেন, ত চযাজ্ঞবল্ক্য

স্থাপনানন্তর যৎকালে মনু দেখিলেন যে জ্ঞান পূর্ব্বক মহাপাতকাদির প্রায়শ্চিত্ত প্রায় অসম্ভব কল্পনা তৎকালে কেবল শ্রুতি নিদর্শনোপর নির্ভর করণক তদ্বংশে প্রায়শ্চিত্ত সংস্থাপন করেন। এবং তদভিপ্রায়ে যাজ্ঞবল্ক্য "বচনাদিহ জায়তে" কহিয়াছেন।

পঞ্চম। যদ্যপিস্যাৎ মনুক্ত মতের অপ্রামাণ্য বোধ করেন কেবল তাহাতেও এবিষয়ের অন্ত হয় না সে বিধায় শ্রুতি প্রতিও বিরোধ উপস্থিত হয়, যে বেদের একটা অনুকূল প্রমাণে অপর সকল শাস্ত্রের কোটীং প্রতিকূল প্রমাণ নিরাকরণ হয় যথা "বেদ প্রণিহিতো ধর্ম্মোহধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ। বেদো "নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভু রিতিশুশ্রম"। নির্দ্দিষ্ট শ্রুতি বিবরণ যথা, ইন্দ্র কামতঃ বহুজন যতিগণকে কুক্কুর দ্বারা ভক্ষণে নষ্ট করেন পরে ব্রহ্মদত্ত উপহব্য নামে প্রায়শ্চিত্তদ্বারা সর্ব্বতোভাবে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়েন।

পহব্য

শাণ্ডিল্যসূত্র স্খলিতশ্রুতি

অপরঞ্চ ভগবান্নাম মাহাত্ম্য প্রকরণে শাণ্ডিল্য সূত্র ভাষ্যকার নারায়ণ তীর্থ স্বামী লিখন " অপি "যশ্চাণ্ডালঃ শিব ইতি বাচয়দেৎ তেন সহ সম্বসেৎ "তেন সহ ভুঞ্জীত যদ্ব্যক্ষরং নামগিরেরিতং নৃণাং "ইত্যাদি শ্রুতি পুরাণ বচনেভ্যঃ সকৃদমনস্ক সং "কীর্ত্তনেপি দুরিত নিকর ভঞ্জনতো নীচানামপি ব্যব "হার্য্যতা উক্তা" "তদবগমাদিতি" শ্রুতি।

অপিচ শ্রীমদ্ভাগবত বচনং।

শ্রীমদ্ভাগবতো ক্ত ভগবন্নাম মাহাত্ম্যপ্রমাণ

"কিরাত হূনান্ধ্র পুলিন্দ পুক্কশা আভীর কঙ্কা
"জবনাঃ খসাদয়ঃ। যেন্যেচ পাপা যদ পাশ্রয়াশ্রয়াঃ
"শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ,, অর্থাৎ কিরাত
প্রভৃতি যবনাদি পাপজাতি যে ভগবানের ভক্তাশ্রিত
হইলে শুদ্ধ হয় সেই প্রভু ভগবানকে নমস্কার।

ঐ বচন " প্রায়েন বেদ তদিদং ন মহাজনোয়ং
"দেব্যাবিমোহিত মতির্বত মায়য়ালং ত্রয্যাং জড়ী
"কৃত মতির্মধু পুষ্পিতায়াং বৈতানিকে মহতিকর্ম্মণি
"যুজ্যমানঃ শ্রীধরস্বামী টীকা যত্তুক্তং কথং তর্হি দ্বাদ
"শাদ্বাদি স্মরণ মিতি তত্রাহ প্রায়েনেতি মহাজনো
"মন্বাদি অয়ং ভাব যথা মৃতসঞ্জীবনৌষধ মজান
"ন্তোবৈদ্যা রোগ নির্হরণায় কটুকনিম্বাদী নি স্মরন্তি
"তথা স্বয়ম্ভু শম্ভু প্রমুখ দ্বাদশ ব্যতিরেকে নায়ং মহা
"জনোঅতি গুহ্যমিদমজ্ঞাত্বা দ্বাদশাব্দাদিকং স্মরতি

শ্রীধরস্বামির টীকা

"ইতি। কিঞ্চমায়য়া অলং বিমোহিত মতিরয়ং জনো
"মধু মধুরং যথা ভবিতব্যং পুষ্পিতায়াং পুষ্পস্থানি
"য়ৈরর্থবাদৈ র্মনোহরায়াং ত্রয্যাং জড়ীকৃতা অভি
"নিবিষ্টা মতির্যস্ত অতএব মহত্যেব কর্ম্মণি শ্রদ্ধয়া
"যুজ্যমানোনাল্পে প্রবর্ত্ততে দৃশ্যতেহি প্রাকৃতস্ত
"লোকস্ত মহতিমন্ত্রাদৌ শ্রদ্ধা অল্পেচাশ্রদ্ধা তস্মা
"দস্ত প্রাহকোনাস্তীতি তৈর্নোক্তং যদ্বা স্বাধিনঃ

"সিংহোহস্তি ইতি এতাবতা শ্বশৃগালাদি নিবারণায় ভং
"যথা ন যুঞ্জতে তথা অতি তুচ্ছত্বাৎ পাপস্য ন তন্নি
"রসনায় পরম মঙ্গলং হরের্নাম স্মরন্তি, যদ্বা নাম
"মাহাত্ম্য জ্ঞানে সর্ব্বমুক্তি প্রসঙ্গাদিত্যেযাদিক্ গ্রন্থ
"বিস্তার ভয়ান্নাতি প্রপঞ্চ্যতে ;; । অস্যার্থ যদি বল

উদয়

মহাপাতকাদি সম্বন্ধে এতাদৃশ সুলভ হরিনাম শ্রবণ উচ্চারণ রূপ প্রায়শ্চিত্ত সত্ত্বে মনু প্রভৃতি কি হেতু দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতাদি অনুষ্ঠান প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন। তাহার উত্তর, এই যে যেমন মৃত সঞ্জীবনী ঔষধী না জানিয়া বৈদ্য রোগ শান্তি নিমিত্ত কটু নিম্বাদি বিধান করে তদ্রূপ স্বয়ম্ভু শম্ভু আদি দ্বাদশজন ব্যতিরিক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র বক্তা অতি গোপনীয় এই ভগবন্নাম মহিমা না জানিয়া দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতাদি তদ্দোষোপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন এবং অতিশয় মায়া মোহিত ঐ ঐ সকল লোক মনোহর অর্থ বাদিক সম্পদাদি ফল বোধক বেদোক্ত কর্ম্মে আশক্ত চিত্ত হইয়া বহ্বারম্ভ ক্রিয়ায় শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রবৃত্ত হয় কিন্তু সংক্ষেপ সাধ্য যে অতি মহৎ কার্য্য তাহাতে তাদৃশ আনুরক্তি হয় না, যেহেতু দৃশ্য হইতেছে যে সামান্য লোকের দীর্ঘ মন্ত্রাদিতে যাদৃশ অতিশয় শ্রদ্ধা অল্পাক্ষর মন্ত্রা দিতে তাদৃশ নহে, অতএব তাঁহারা প্রাহ্কাত্তাব প্রযুক্ত হরিনামাদি প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন নাহি

অথবা যেমন কোন ব্যক্তি স্বাধীন সিংহ স
শৃগাল কুক্কুরাদি নিবারণার্থে তাহাকে নিযুক্ত ব
না। তেমন পাপ অতি তুচ্ছ তদ্বিনাশ নিমিত্ত প
মঙ্গল স্বরূপ ঈশ্বর নাম তাঁহারা বিধান ক
নাহি কিম্বা নাম মাহাত্ম্য জ্ঞানে সর্ব্বমুক্তি প্র
হয় ইতি দিগ্‌দর্শন গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে অতি বি
করণাভাব। উক্ত কারণ বশতঃ যদিও শ্রীধর স্বা
এই পর্য্যন্ত লিখিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন পরন্ত
সময়ের যে প্রয়োজন তাহা সাধনার্থে তদংশে স
আদিগের অপর যে সকল নিগূঢ় গুহ্য তাহ
প্রকাশাবশ্যক।——যথা——

মনু প্রভৃতি (অল্প সাধ্যে ইতি বচনানুসা
ভগবন্নামোচ্চারণ স্বরূপ সংক্ষেপ প্রায়শ্চিত্ত ব্যব
না করিয়া ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি মহাপাতকাদি স্থলে
২৪ বার্ষিক ব্রতাদি ধার্য্য করণের বিশেষ তাৎপ
এই যে সুদীর্ঘকালে কষ্টসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত যাহা
মনুষ্যের জীবন ধারণ দুষ্কর তদ্দ্বারা উৎকট প
কিগণকে পুনরায় দুষ্কর্ম্ম হইতে বহুকাল পর্য
নিরবকাশ রাখা এবং অনেক দিন সৎকর্ম্ম অভ্যা
প্রাচীন কুসংস্কারের পরিবর্ত্তন সম্ভাবনা এবম্প্রকা
তাহার যে অনুকল্প বিধান আছে তাহাও অব
ভেদে অধিক ব্যয় সাধ্য প্রযুক্ত পাতকি পক্ষে মা
দণ্ড বোধ হইয়া আগামি কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত

বৃহৎ প্রায়শ্চিত্তের বিশেষ তাৎপর্য্য।

কারণ হয়, এতাবতা তাঁহাদিগের মর্ম্ম এপ্রকারও প্রকাশ পাইতেছে যে উক্ত মত বৃহৎ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পতিতজনের উদ্ধার করা মাত্রই তাৎপর্য্য নহে ঐ উপলক্ষে তাহাদিগের দুষ্ট প্রবৃত্তি নষ্ট চেষ্টাও স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, এই বিশেষ কারণানুরোধে মহাত্মাগণ সাধারণ জন পক্ষে সর্ব্বপাপহারি ভব নিস্তারকারি এমত অতি সুলভ ক্ষণমাত্রে উচ্চার্য্য স্বল্পাক্ষরি জগদীশ্বরের নাম পৃথক ও সামান্য দৃষ্টে সুস্পষ্ট পূর্ব্বক বিধান করেন নাহি, নচেৎ যে নাম ব্যতীত কোন প্রকার অশুভ দুরদৃষ্ট খণ্ডনের সম্ভাবনা নাহি এবং যাহা পরম জ্ঞানি ঋষিবর্গ সামান্য কার্য্যারম্ভে যথা আহার শয়নাদি বিষয়ে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা এমত বৃহৎ পাপাদি বিমোচনে বর্জ্জিত রাখিয়াছেন কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? এমত সন্দেহ কেবল আমাদিগের প্রত্যক্ষ ভ্রমমাত্র যেহেতু সর্ব্ব-কার্য্যারম্ভে প্রথমতঃ আচমন আবশ্যক ও তাহা শ্রীবিষ্ণু স্মরণ ভিন্ন বৃথা যদ্দ্বারা লোক সম্যক প্রকারে শুচি ও সর্ব্বকর্ম্মাধিকারী হয় এবং যদুল্লেখ ব্যতিরেক যাগযজ্ঞাদি সর্ব্ব প্রকার শুভ কর্ম্ম সমাপন অসম্ভব, এবিধায় প্রতিপাদ্য হইতেছে যে বিনা ভগবন্নাম (কেবল তাঁহারই পাদোদক ব্যতীত) কোন প্রায়শ্চিত্তই নাহি। সুত্রাচ যে মহা

সকল প্রায়শ্চিত্তই ভগবন্নাম যুক্ত

জনোক্ত প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বরূপ অপর সকল কার্য্য উপকরণাদি নিয়মবদ্ধ আছে তাহা কেবল পতিতের দণ্ড ও পাপাভ্যাসের নিবারণ কারণ,নতুবা কৃত দুষ্কর্ম্মাদি জন্য পাতিত্য হইতে কেবল হরি নামোচ্চারণ অথবা স্মৃতিশাস্ত্র বিহিত বৃহৎ প্রায় শ্চিত্ত ধারণ উভয় মতেই সমতুল্যরূপে পরিত্রাণ হয় যথা কেবল মন্ত্র অথবা ষোড়শোপচার উভয় প্রকর ণেই সকল দেবতার অর্চ্চনা সিদ্ধ হয়, কিন্তু মন্ত্র শূন্য বহূপচারেও কোন দেবতার পূজা সিদ্ধ নয়। যেমন দেবার্চ্চনা বিবাহাদি সকল কর্ম্মের মন্ত্রই মূল তদ্রূপ শুচি ও উদ্ধার বিষয়ের ভগবন্নামই সার তাহা বেদে ও পুরাণাদিতে বিস্তার পূর্ব্বক প্রচার আছে।

গঙ্গামাহাত্ম্য কিন্তু গঙ্গামাহাত্ম্য প্রকরণে, যে সকল মহাত্ম্য গণের বচন বহন পূর্ব্বক প্রাচীন ও নব্য সংগ্রহকার মহাশয়রা মান্য ও পূজ্য এবং তৎকারণ বশতঃ তাঁহা দিগের ব্যবস্থা সকলের শিরোধার্য্য সেই সকল মহামুনি বশিষ্ঠাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রযোজকগণ বর্ত্তমান সত্ত্বে যখন ভগবান্ কপিলদেব কোপানলে পতিত বিহিত রহিত ভস্মরাশীভূত সগরকুল যদুদ্ধারার্থ প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ ব্যবস্থা উক্ত করণ তৎকালে সক লেরই অসাধ্য বিধায় কপিলদেব স্বয়ং গঙ্গা শলিল স্পর্শরূপ বিনানুকল্প কেবল এক অতি দুঃসাধ্য

৭৩

দেবদুর্ল্লভ প্রায়শ্চিত্ত উপদেশ করেন, এবং তাহা যে দুষ্কর ও কঠোর চেষ্টা দ্বারা মর্ত্যলোকে আনীত হইয়াছে এবং ঐ মহাবারি স্পর্শে যে প্রকারে ভস্মসার ষষ্টি সহস্র সগর বংশের উদ্ধার হয় তাহাও বিশ্ব ব্যক্ত। অতএব প্রায়শ্চিত্তানন্তর পতিতের অব্যবহার্য্যত্ব যদ্যপি শাস্ত্র মর্ম্মানুযায়ি যথার্থ হইত তবে ভাগীরথী জল স্পর্শে কি বিধান হইতে পারে, অর্থাৎ তাহার ব্যবহার বিরোধ কোন্ শাস্ত্রে বিহিত আছে? "গঙ্গা শলিল পক্কান্নং দেবানামপি গঙ্গাস্নানেন "দুর্ল্লভং।" যদি দ্রবময়ীর অম্বু স্পর্শে অতি মহা র্ঘ নিষ্কৃতি পাতকাদির সম্যক্ প্রকার নিষ্কৃতি অর্থাৎ নিষ্পাপ ও ব্যবহার্য্যত্ব বিষয়ে কেহ সংশয় করেন তাহা শাস্ত্রোল্লঙ্ঘন ব্যতীত ও শাস্ত্রের বচনানুযায়ি তৎ সন্দেহ জন্য নরক স্বীকার ব্যতিরিক্ত সম্ভব নহে, যথা স্কন্দ পুরাণে "স্নানমাত্রেণ গঙ্গায়াং পাপং "ব্রহ্মবধাদিকং দুরাধর্ষং কথং যাতি চিন্তয়েৎযো "বদেদপি। তস্যাহং প্রদদেপাপং কোটিব্রহ্ম বধো "দ্ভবং। স্তুতিবাদ মিমাংমত্বা কুম্ভীপাকে মহীয়তে। "আকল্প নরকং ভুক্ত্বা ততো জায়েত গর্দ্দভঃ। এতদ্বিধায় ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাবলম্বনে অথবা অন্য কোন প্রকার পাপ করণে পতিত ব্যক্তি গঙ্গা স্নানানন্তর পুনরায় বেদধর্ম্মাচরণ এবং তদ্ধর্ম্মাক্রান্ত লোক সহিত ব্যবহার্য্য হবন ইচ্ছা করিলে সে অবশ্য গ্রাহ্য

ও ব্যবহার্য্য হইবে। বরং এমত স্থানে ঐ বচন প্রমাণে তৎপ্রতি আপত্তিকারী ত্বেষ কারণে বোধ হয় এই মহৎ ভ্রমবশতঃ স্বয়ং পতিত হইতে পারে। তদ্রূপ ভগবন্নাম মাহাত্ম্য প্রতি সংশয়ী।

যদিও কেবল ভগবৎ প্রসঙ্গ অথবা জাহ্নবী-জলে স্নান মাত্র সর্ব্ব পাপ বিনাশের প্রধান কারণ, পরন্তু মহাজনাদি প্রাগ্-বর্ণিত কারণাদি বশত অতি সদ্যুক্তি সম্মত পৌনঃপুন্য অত্যুৎকট দূষিত কর্ম্মাদি সঞ্চার সংস্কার এবমপি পাপ প্রবৃত্তি পক্ষে একের দৃষ্টান্তে অন্যের উদ্বোধ স্বরূপ সংস্কার জন্য সামান্য প যে সকল প্রায়শ্চিত্ত প্রণালি পূর্ব্বক পাপ বিশেষে জ্ঞ জাতি স বিধি করিয়াছেন তদ্বিপরীতাচরণে পূর্ব্ববৎ প্রত্য লভ প্রায় ব্যয় প্রত্যক্ষ ভাসমান, যেহেতু অধম জাতি পাপা শ্চিত্ত অহ স্যাগণ ষড়্‌রিপুবাহন পশুবৎ আশু অসৎ পথেই পযুক্ত গমন করে এতাদৃশ জন সম্বন্ধে পাপ বিনির্ম্মুক্তি নিমিত্তে বিনা তপ দানাদি শুদ্ধ হরি সংকীর্ত্তন কিম্বা গঙ্গাবগাহন রূপ এমত অনায়াস সাধ্য প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থাপন তাহাদিগের পাপ প্রবৃত্তাংশে প্রকারা ন্তরে অভয় প্রদান, যেমন খড়্গপাণি দস্যু প্রতি চর্ম্ম বর্ম্ম সমর্পণ,কারণ তাহারা এতদ্বিধায় নির্ভয় প্রায় যদিচ্ছা পূর্ব্বক যথা শক্তি সম্ভব কল্পিত দুর্দ্ধর্ষ্য নিষি দ্ধ কার্য্যে অহরহ প্রবৃত্ত রহিয়া এক এক বার ভগব ন্নাম স্মরণ অথবা গঙ্গাস্নান দ্বারা পাপক্ষয় করিতে

পারিবে। এতন অবস্থায় সুলভ ব্যবস্থায় ভবিষ্যৎ দুষ্কর্ম্ম পক্ষে কোন প্রকার ব্যাঘাৎ বা চিন্তা কিঞ্চিন্মাত্র না থাকিা বরং ঐ নাম ও স্নান রূপ অর্থশূন্যীয় চর্ম্ম বর্ম্ম বলে গর্ব্বিত হইয়া অত্যন্ত সহসা অনিবার্য্যা তৃষ্ণাতুরা মত্তমাতঙ্গিনী ন্যায় বিচিত্র গামিনী কামনাঙ্কিত তত্ত্বাংকুশ বর্জ্জিত মূঢ় লোভ তৎপর পামর দুস্তর কুৎসিত কর্ম্ম সাগর প্রতি অবিশ্রাম ধাবমান থাকিবে।

এতদ্রূপ উদাহরণ উপস্থিত স্থলে ক্লেশ ব্যয় সাধ্য প্রায়শ্চিত্ত দণ্ডাশঙ্কায় যে অধিকাংশ মধ্যম জাতি লোক অবিদ্যা মোহিত ভোগজনক দুষ্ট ইচ্ছা বলবতী বিধায় কষ্টে তাহা ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহারাও উক্ত ন্যায্য শাসনাভাবে ক্রমশঃ কুপথগামী হইতে পারিবে। যেমন তরনীযানে ভীত লোক নদী পারাবার ইচ্ছা থাকিলেও তাহা করে না কিন্তু সুলভ সেও প্রাপ্তে নিবৃত্ত থাকে না।

দণ্ডাভাবে পাপাচরণ বৃদ্ধি

এতাবতা প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থায় সাধারণ পাতকি পক্ষে তপদানোপলক্ষে দণ্ড বা শাস্তি শুদ্ধ ভগবন্নামাদি মাহাত্ম্য দ্বারা খণ্ড ও নাস্তি করিলে পাত্রাপাত্রাবিবেচনায় হিতেবিপরীত বিধায় চরমাবস্থায় রাজসিক ও তামসিক লোক সমূহ মধ্যে প্রবঞ্চনা অপহরণ ছলনা বিশ্বাস হনন পরস্পর প্রতি বৃদ্ধি প্রাপ্তে ক্রমশঃ ধর্ম্মের গ্লানি গ্লানি হানি প্রভৃতি

উৎপাতের কারণ জন্মিবে, যাহাতে অরাজক জন্য এককালে পুণ্য শূন্য জগতের সৃষ্টি লোপাপত্তি অচিরে সংঘটন হইবে।

অতএব পূর্ব্বোক্ত কারণাদি প্রতি বিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক জনহিতৈষি নিদানদর্শি মহর্ষি বর্গোক্ত যথা যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত সামান্য ও আশ্রমি জীব সম্বন্ধে মাত্রেই অত্যন্তাবশ্যক ও অতি কর্ত্তব্য জানিয়া সদ্বিবেচক অধ্যাপক মহাশয়েরা ব্যবস্থা করেন, যেহেতু তাহার অবহেলনে যথোক্ত বহুবিধ বিঘ্নোপদ্রব ব্যতিক্রম সম্ভব। শুদ্ধ ভগবন্নামাদি মাহাত্ম্য দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত বিধি কেবল উত্তম জাতি মানব অর্থাৎ উদাসিন সত্ত্বগুণাবলম্বি ব্যক্তি কদা চিত ভ্রমবশতঃ কোন নিন্দনীয় কর্ম্মে পতিত হইলে সেই পক্ষেই অর্হে, কারণ এমত জন ঐ প্রকার স্বকৃত মলিন কর্ম্ম কর্ত্তৃক অত্যন্ত অনুতাপিত ও ম্রিয়মান হইয়া পরিত্রাণ মন্ত্রে প্রাচীন সংস্কার বশতঃ স্বকীয় পন্থানুযায়ি সৎকর্ম্ম জপ তপস্যা ভজন সাধনে প্রবৃত্ত থাকে।

আমাদিগের দেখা উচিত ম্লেচ্ছাদি ধর্ম্মাবলম্বনে কোন২ বিষয়ে দোষ উৎপত্তি হয় ও তাহা কি কি অংশে এপক্ষে শাস্ত্র ও যুক্তি সিদ্ধ বিচার সম্মত আপত্তি বিধান হইতে পারে?

ম্লেচ্ছ ধর্ম্ম বা কি হিন্দুর কি কি দোষ

প্রথমতঃ ঈশ্বর বিষয় বোধে তাহাদিগের দোষ সম্ভব নহে যেহেতু উহারা ঈশ্বরানুসন্ধান জন্যই অপর ধর্ম্ম অবলম্বন করে এবং কৃশ্চ্যান ও মহম্মদি প্রভৃতি মধ্যে কোন সম্প্রদায়ই অনীশ্বর বাদী নহে, কেবল নিরুপাধি পরমাত্মা প্রতি স্ব স্ব সম্বন্ধীয় উপাধি কল্পনা দ্বারা তাহাতে বিশেষতঃ তদ্রূপ বিশেষ্য বিশেষণ আরোপ করণক আত্মাময় বস্তুকে প্রাকৃত বস্তু স্বরূপ বর্ণনা করা তাহাদিগের ভ্রান্তি এবং তদনুযায়ি উপাসনার মতান্তর বিধায় এপক্ষে বিরোধী মাত্র, যেমত মুসলমানদিগের ঈশ্বরোক্ত বোধে এমত প্রতীতি আছে যে " ঈশ্বরো নাস্তি কিন্তু

কৃশ্চ্যানাদি ঈশ্বর বাদী

সেই পরমেশ্বর যাঁহার দূত মহম্মদ " এব
ম্প্রকারে কৃশ্চ্যনগণেরাও ঈশ্বর বাক্য
জ্ঞানে এপ্রকারব্রাচ্য করেন যে " তিনিই
পরমেশ্বর যাঁহার পুত্র ঈশুক্রাইষ্ট' ই
ত্যাদি উপাধি মাত্র ত্যাগ করিলে তগ
বদ্বিষয়ে প্রায় পরস্পর নির্বিরোধী।
অধিকন্তু সারদর্শি মতে ঐরূপ উপাধি
হেতু বিরোধ ইত্যাদি তত্ত্ববোধ ও সূক্ষ্ম
বিবেচনায় সমতা পায়, যে যদ্রূপ কীট
পতঙ্গাদিকে আমাদিগের সামান্য দৃষ্টে
বোধ হয় অতি ক্ষুদ্র ও হেয় জীব, পরন্তু
যখন তদবস্থায় তাহাদিগেরও অধিকার
আছে যে জগদীশ্বরকে স্ব স্ব প্রভু ও পিতা
স্বরূপ জ্ঞান ও সম্বোধন করা, এবং পরি
চয় দেবা, তখন মনুষ্যতো তদপেক্ষা
সৌভাগ্যবান্, তদংশে অনধিকারী কি প্র
কারে হইতে পারে? এতাবতা প্রতিপন্ন
হইল যে যথার্থ জ্ঞান মতে উক্ত ধর্ম্মাদি
যাজী ঈশ্বর মান্যাংশে দোষী নহে কেব
ল ধর্ম্ম কর্ম্ম বিভিন্নতায় উপাসনা বিপ

তৎসংসর্গী ঈশ্বর বিষয়ে দোষী নহে

রীত বিধায় তাহারা হিন্দু সম্প্রদায় অপরাধী মাত্র।

অখাদ্যাদি ব্যবহার ও শাস্ত্রে তাহার প্রতিকার

দ্বিতীয়তঃ অখাদ্য অপেয় অগম্যা ব্যবহারাচরণ করণ কারণ তাহারা উৎকট দোষী ও প্রায়শ্চিত্তার্হ বটে, কিন্তু শাস্ত্রে ঐ সকল পাপের বিবিধ প্রকার প্রায়শ্চিত্ত সত্ত্বে পতিত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তাকাঙ্ক্ষী হইলে তাহাকে তদ্দ্বারা উদ্ধার না করিলে আমাদিগকেও শাস্ত্র অমান্য জন্য অধর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে এবং ঐ সকল প্রায়শ্চিত্তাদি যদি এসকল কর্ম্মে প্রয়োগ না হয় তবে কি কার্য্যে লাগিবে ও কি উদ্দেশে সৃষ্টি হইয়াছে? অপিচ যদি সে প্রায়শ্চিত্তে সন্দেহ হয় তবে ঐ সকল কর্ম্ম পাপজনক কি প্রমাণে নিশ্চয়?

অপরঞ্চ মহাশয়েরা বিবেচনা পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে সুগোচর হইবে যে উপ

স্থিত বিষয় প্রতি বর্ত্তমান কালীয় ব্যব
হারানুযায়ি আপত্তি উপযুক্ত নহে যে
হেতু ইদানী এই মহানগর কলিকাতাস্থ
অনেক হিন্দুতে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ দোষ
কিয়দংশে দ্বিবিধ কিঞ্চিদংশে একবিধ
অত্যল্পাংশে অস্বকৃত বোধে নির্দ্দোষ
কিন্তু সংসর্গ সহকারে তাহাতেও তুল্য
দোষ, এবং ইহার নিকটস্থ অন্যান্য গ্রাম
বাসিগণেতেও আংশিক দোষ স্পর্শ হই
য়াছে, এতদ্বিষায় যদ্যপি উক্ত দোষ জন্য
(যাহাই ম্লেচ্ছযাজি হিন্দুর পক্ষে চির
পতনের প্রধান কারণ প্রকাশ পাইতেছে)
লোকের জাতিপতন স্বরূপ দণ্ড করা
উচিত হয় তবে ঐ বিষয়ের সীমা কি
পর্য্যন্ত যায় তাহা মহাশয়রা নিরূপণ
করিবেন। এতাবতা ম্লেচ্ছাচার আহার
ব্যবহারীয় চর্চ্চা ইতি মধ্যে উত্তোলনে
তদ্ভোগি মহাশয়দিগের প্রতি দোষ নি
ক্ষেপ কোন মতে আমাদিগের উদ্দেশ

ম্লেচ্ছাচারী ম
দি জাতি পত
ন কারণ হয়
তবে অবর্জিত
কে।

তাহাদিগের
প্রতি দোষ
আংশর্ষানহে

নহে, বরং তাঁহাদিগকে মধ্যবর্ত্তী স্বরূপ স্থাপনা পূর্ব্বক ও নিম্নে লিখিতব্য মতে তাঁহাদিগের বল আশ্রয় করণক পতিত ব্যক্তিদিগের উদ্ধার চেষ্টা করা, নচেৎ ঐ সকল তেজস্বি মহাশয়দিগের সুখ ভোগাদি কার্য্যেতেই যে যথার্থ কোন দোষ জন্মে কি না তাহা বিশেষরূপ না জানিয়া সামান্য চলিত মতে তৎকার্য্য প্রতি দোষারোপণে অস্মদাদি অপরাধি হইবার সম্ভাবনা, কারণ আমাদিগের বেদ ও তন্ত্রাদি মতাবলম্বিত শাস্ত্র সকল সমুদ্র তুল্য অকূল যন্মধ্যে বহুবিধ বিষয় এক মতে নিষিদ্ধ অন্য মতে বিধেয় যথা বামাচারি শাক্ত মত তথা মহা নির্ব্বিকারি পরমহংস পন্থা, বৈষ্ণব ও যতি ধর্ম্ম সহিত পরস্পরের প্রতি যোজনায় একের বিধি ব্যবহার অন্যের বিপরীত লক্ষ হয়, পরন্তু ঐ চতুর্ব্বিধ সাধকই আমাদিগের পক্ষে পূজ্য ও মান্য তন্নি

শাস্ত্র বহুবিধ প্রযুক্ত খাদ্যা খাদ্যের মতামত নানা প্রকার

কিন্তু উক্ত মত ব্যবহারাদিকে দোষ নি
র্ণয় করণে অতিশয় সংশয় প্রত্যক্ষ হয়।
অতএব যদিও যথেষ্টাচার আহারাদি
দোষ জনক গণ্য হয় কিন্তু যখন প্রায়
সকলই (যন্মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠবর্ণ মহাম
হোপাধ্যায় কুলীন মহাশয়রাও আছেন)
উক্ত প্রকার ব্যবহার না করিয়া কুচিৎ
স্নেহ কদাচিৎ অনুরোধ কখন দয়া কুত্রা
পি লোভ কিম্বা ক্ষোভ বশতঃ নিষিদ্ধ
ব্যবহারি ব্যক্তিগণ সহিত (যাহার এ
রূপে হিন্দু মধ্যে দলে দলে অধিক পুষ্টি
বিশিষ্ট হত সম্যক্ প্রকারে প্রচলিত
আছেন তখন যকৃত ম্লেচ্ছধর্ম্মাবলম্বি
(যাঁহাদিগের দোষ বাস্তব নিষিদ্ধ ব্য
হারি ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা অধিক গুরু
তর নহে) শাস্ত্র সম্মত প্রায়শ্চিত্ত স্বীকা
ও উত্তীর্ণ হইলে পরে তাহাদিগের
আমাদিগের সহিত চলন করণে কি
হানি সম্ভাবনা আছে?

যখন স্বেচ্ছাচারী অপেক্ষা ম্লেচ্ছধর্ম্মাবলম্বির দোষ অধিক নহে তখন প্রায়শ্চিত্তোত্তর তৎসহিত ব্যবহারে কি হানি?

ধন জন বলে. পতিতের উদ্ধার, অভাবে বঞ্চনা, পক্ষপাত কি না ?

তদনন্তর নিরুপেক্ষ শাস্ত্রদক্ষ জাতি কুলাধ্যক্ষ ধর্ম্মাশ্রয় মহাশয়গণ কৃপাব লোকন পূর্ব্বক বিচার করিতে আজ্ঞা হয় যে যৎকালীন কশ্চিৎ ধনাঢ্য অথবা মহদাশ্রিত ব্যক্তি কোন কারণ বশতঃ সর্ব্বতোভাবে মুসলমানীয় ধর্ম্মাচরণ করণক পতিত হইয়া পুনরায় ধনবলে উদ্ধার হয়, এবম্প্রকারে কোন ব্যক্তি সমুদয় নিয়মানুসারে মিসনরি চর্চ্চে বেপটাইষ্ট হইয়া কোন প্রবল মহাত্মার সহায়তায় পুনর্ব্বার ত্রাণ পায় পরে ঐ প্রকার উদ্ধৃত সকল ব্যক্তি হিন্দু সম্প্রদায় স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক অবিবাদে সম্যক প্রকারে প্রচলিত আছে, এতদ্দৃষ্টান্তে অপর সাধারণ নিরাশ্রয় নির্ধন পতিতগণ পক্ষে তৎ পরিমিত করুণানুকূল্য প্রকাশ না করিয়া তাহা হইতে যাবজ্জীবন তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখা ধর্ম্মতঃ ও

অতএব দেশ কাল বিবেচনায় মমতা বিধায় বিচার করুন।

মহত্ত্বের নাহাষ্য ভিন্ন পতিত ত্রাণ দুঃসাধ্য

যুক্তি সম্মত স্পষ্ট পক্ষপাত ও অবিচার কি না? তজ্জন্য নিতান্ত ন্যায্য বোধে ও তৎকর্ত্তৃক বিশেষ দৃঢ় ভরসা পূর্ব্বক প্রার্থনা যে মহাশয়দিগের সদৃশ সদ্বংশ জাত মহোদয় জাতিকুলাশ্রয় মহাত্মা গণ ঐ সকল অন্যায় অঙ্গাদি রহিত করিয়া দেশ কাল ব্যবহার দৃষ্টে শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্মাভিপ্রায় সম্মত এবং ন্যায় ও যুক্তি সংযত সাধারণ পক্ষে বিনা গণতা সমতা বিধায় বিচার করিতে অবশ্যই আজ্ঞা করিবেন। যেহেতু পতিতের পরিত্রাণ লোকের জাতিকুল দান বিশেষতঃ সাধারণ পক্ষে সম্মান অকুতো ভয় বিনা লোভ গণতা রহিত ক্ষমাবান ও শাস্ত্রের সর্ব্বাংশে তুল্য দৃষ্টি ও দার্ঢ্য পূর্ব্বক সম্মান মহান ও অতিপ্রধান সর্ব্বতো ভাবে যোগ্য প্রতাপবান (যাঁহারা মহদ্বংশজাত প্রযুক্ত স্বভাবতঃ পরদুঃখে দুঃখী পরদায়ে কাতর) কর্ত্তৃক মনোযো

ও শূরত্ব প্রকাশ ব্যতীত অন্যের দুঃসাধ্য, তদিতর নিষ্ঠুর সাহঙ্কারি বিদূষক পর ছিদ্রানুসারি জন কর্ত্তৃক বরং এমৎ মহৎ কার্য্য সাধনোদ্যোগে অন্যায় প্রতি কূল তর্ক আপত্তি বহুবিধ ব্যাঘাৎ সম্ভব। যেমন তাঁহাদিগের মধ্যে কোন২ পণ্ডি তাভিমানি ব্যক্তি উপস্থিত বিষয় স্বম্বন্ধে কহেন "যে এমত প্রকরণ একাকার করিবার লক্ষণ" কিন্তু কি চমৎকার হিতে বিপরীত ব্যবহার। প্রাগুক্ত রূপ বিনা প্রায়শ্চিত্ত সুখোন্মত্ত সর্ব্ব প্রকার ব্যবহারে রত স্বেচ্ছাচারিগণ সহিৎ যাঁহারা অম্লান বদনে অন্নাদি ভোজন প্রভৃতি সকল কর্ম্ম কারণ করিয়া আসি তেছেন তাঁহারাই এমত পণ্ডিতকে যে যাহারা ঈশ্বরানুসন্ধান জন্য ভ্রমক্রমে ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাবলম্বি হয় প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সংগ্রহণে ভূরি২ আপত্তি ও বিতরাগি তদুদ্যোগি পক্ষ প্রতি ঐরূপ কটাক্ষ

করেন। হায় কালের কি অপূর্ব্ব গতি লোকের কি বিচিত্র মতি ধর্ম্মানুষ্ঠানের কি অদ্ভুত রীতি পদ্ধতি! যথা বৃথা মাংসাসী বৈধমাংস প্রতি দ্বেষী, আত্মমতই প্রবল অতি সেই তাঁহাদিগের স্মৃতি অপরম্বা কিম্ভবিষ্যতি !!!

ইতিপূর্ব্বে মহাজনগণ কত শত অধম ও পতিত ত্রাণ করিয়াছেন যথা অধম নিস্তারি জনহিতকারি ৺ চৈতন্য দেব ভগবন্নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তণ দ্বারা কএক জন জাত মুসলমানকে উদ্ধার করণক হিন্দু স্রগুলি মধ্যে উচ্চ ও বহুজন পূজ্য পদ দেন, এবং স্বর্গগত পরোপকার রত রামদুলাল সরকার মহাশয় কঞ্চিৎ মুসলমান ধর্ম্মে বিগত পতিত হিন্দু ব্যক্তিকে উদ্ধারান্তে বৃহৎ সমারহ পূর্ব্বক সমন্বয় দ্বারা হিন্দুজাতি মধ্যে পুনর্ব্বার চলন করেন।

ইতিপূর্ব্ব মহাত্মারা জাত ম্লেচ্ছ উদ্ধার করিয়াছেন।

অধুনাও অনেকানেক সদ্বিবেচক

মহাশয়গণ আত্মং পরিবার স্বজন মধ্যে কখন কোন বালক কৃশ্চ্যান ধর্ম্মাবলম্বন করিলে ও তাহা বিশেষ ব্যক্ত না হইতে তাহাকে প্রাপ্ত হইলে অতি সং গোপন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করণক তাহাকে স্বপরিবারে ও সমাজে চলন করিয়া থাকেন, তদ্দোষোপলক্ষে তাঁহাদিগকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে কালের গতি প্রযুক্ত অর্থাৎ ঐ সকল প্রাতঃস্মরণীয় জনাভাবে তাঁহারা ভীত হইয়া তদুত্তরে সর্ব্ববাদি সম্মত যে প্রসিদ্ধ প্রবঞ্চনা চলিত আছে তাহাই অবলম্বন পূর্ব্বক কহিয়া থাকেন যে " সে সকল জনরব কেবল অপবাদ মাত্র " পরন্তু পতিত বালকের অন্বেষণ ও আয়ত্ত বিষয়ে বিলম্ব হইলে এবং তৎসম্পর্কীয় বিধর্ম্মাচরণ বিস্তার পূর্ব্বক প্রকাশ পাইলে লোকভয় প্রতিবন্ধে তাহার

ইদানীং কেহং গোপনে প্রায়শ্চিত্ত সংগ্রহ করেন।

পিতা মাতাদি জীবিত পুত্র শোকাকুলে
মগ্নভূত চিরদিন দীন প্রায় দুঃখে দিন
পাত করে ।

এতন্নিমিত্ত প্রবিধান করিতে
অনুমতি হয়, ধর্ম্মাশ্রয় মহাশয়রা, ! যে
ঐ সকল প্রাচীন মহাত্মাদিগের জন নি
স্তার যশোবিস্তার বং উক্ত সৎকর্ম্ম সকল
আমাদিগের সর্ব্ব সাধারণ পক্ষে উদ্বোধ
স্থল স্বরূপ গ্রহণ করা উচিৎ এবং তৎ
পথ প্রদর্শনানুসারে তাঁহাদিগের পশ্চাৎ
গামী হইয়া শাস্ত্রে সম্পূর্ণ ব্রাত্য সংস্থা
পন করিয়া ভ্রান্তিবশতঃ ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাব
লম্বন নিমিত্ত জাতিভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগের
প্রার্থনামতে সাধারণ সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট
রূপে উদ্ধার করণ ও তজ্জাতীয় সমগ্র
ব্যক্তির সহিত চলন বিষয়ে স্পষ্ট অনুজ্ঞা
প্রদান করুন, যদ্দ্বারা পতিতোদ্ধার
স্বরূপ ধর্ম্মলাভ ব্যতিরিক্ত পূর্ব্বোক্ত অবি
চার বিষয়ে যাহা শাস্ত্র বিপরীত কিছু

মহাত্মাদিগে
র পশ্চাৎগা
মী হইয়া প
তিতের নিষ্কৃ
তি করুন ।

কর্ম্মে ত্রিবি ধর্ম্ম ও উভ লোকে সু ফল

ব্যবহার সহকার প্রযুক্ত প্রায় চলিত
আছে যথার্থ বিচার করণক এঅংশেও
ধর্ম্ম সংস্থাপন করা হয়, এবং তথাবিধ
আমাদিগের শাস্ত্র উক্ত মত সম্পূর্ণ দৃঢ়তা
পূর্ব্বক পালনে তদংশেও ধর্ম্ম সঞ্চয়,
এতাবতা নিশ্চয় যে একর্ম্ম দ্বারা অনা
য়াসে ত্রিবিধ ধর্ম্ম লাভ সম্ভব, এবং
তদ্ধর্ম্মাৎ উপস্থিত ব্যাপারে সানুকূল ও
সহকারি সকল ব্যক্তি সম্বন্ধে পরলোক
নিস্তার ইহলোকে পরোপকার হেতু
যশোবিস্তার।

এবিষয় সিদ্ধা সিদ্ধ দুইবিধা য় উদ্যোগি পর পুরস্কৃত এবং প্রতিযো গী তিরস্কৃত

যদিও কোন প্রকার দৈব ঘটনাৎ
এবিষয় আপাতত সুসিদ্ধ না হয় তথাচ
উদ্যোগিগণ আত্ম আত্ম সাধ্যানুসারে
প্রতিকার চেষ্টা করণক উক্ত ধর্ম্ম ও
প্রতিষ্ঠা অংশে প্রায় তুল্য ফলভোগী,
পরন্তু তদ্বিপরীতে প্রতিযোগি ব্যক্তিরা
উভয়াংশেই অপুরস্কৃত অর্থাৎ এবিষয়
ভ্রষ্ট হইলে আখ্যাতির নিমিত্ত এবং

সফল হইলেও কাপুরুষের কারণ
হইবেন।

অপরঞ্চ যে যে ব্যক্তি অবোধ পুর
স্কারে এই মহৎ উদ্যোগ ভঙ্গ করিবেন
তাঁহাদিগকেও এই ব্যবস্থা চলনাভাবে
কালেতে স্বততঃ পরতঃ উক্ত মত ব্যভি
চারে পতিত দায়গ্রস্তভূত এবং তদু
দ্ধার উপায় রহিত প্রযুক্ত চিরকাল রোদ
ণ করিতে হইবে ও তখন উপস্থিত কর্ম্ম
সম্পর্কে বিপক্ষতা স্বরূপ স্বকৃত কার্য্যের
প্রতি ধিক্কার পূর্ব্বক আক্ষেপ সার হইবে।
এমত কেহ ভ্রান্তি না করেন যে এদায়
তাঁহার স্বকুলে ঘটিবে না, কারণ যখন
এপ্রদেশে মিসনরি দস্যুদল ধনে জনে
ছলে কৌশলে অতি প্রবল রাজসাহায্যে
দর্পিত সর্ব্বদা সকল স্থানে সচেষ্টা সন্ধানে
দিনে দিনে বৃদ্ধি পূর্ব্বক প্রবৃত্ত আছে তখন
কে কতক্ষণ সাবধানে সমর্থ হইবেন
এবং সে বিপদে পড়িলে কাহার দোহা

ইহার প্রতিকূলতা পরে আক্ষেপের কারণ হইবে

এদায়ে কেহ নির্লিপ্ত থাকিতে পারিবেন না।

ই দিবেন যেহেতু উক্ত মত বিপদগ্রস্ত দিগের যে রোদণ তাহা উপস্থিত বিচার কর্ত্তারা তদ্ধর্ম্মাক্রান্ত প্রযুক্ত মহোল্লাস যুক্ত শ্রবণ করেন।

অতঃপর সদ্গুণাকর সুবিজ্ঞবর মহাশয়রা উদিত বিষয় প্রতি মনোযোগ পূর্ব্বক বিশেষ বিবেচনা করিয়া বর্ত্তমান সময়কে শেষ সানকাশ জানিয়া হিন্দু জাতির চিহ্ন থাকিতে এমত বিহিত উপায় ত্বরায় করিতে আদেশ হয় যদ্দ্বারা পৃথিবী এককালে হিন্দু শূন্যাভূতা বেদ বিহিত সনাতন ধর্ম্ম নিতান্ত লোপ না হয় অর্থাৎ ভ্রান্ত ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাবলম্বনে পতিত হিন্দুদিগকে তাহাদিগের প্রার্থনা মতে আমাদিগের উক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র ব্যবস্থানুযায়ি সংস্কার দ্বারা উদ্ধার ও স্বজাতি সহিত ব্যবহার করণ সর্ব্ব সাধারণ পক্ষে আজ্ঞা করেন ইতি।

অথ ব্যবস্থা পত্র

বাল্যাবধি ম্লেচ্ছ গুরু জড়ীকৃত বুদ্ধিতয়া ধর্ম্মভ্রমেণ [illegible] ধর্ম্ম বিরুদ্ধ ম্লেচ্ছান্ন ভক্ষণাপেয়পান স্বস্বজাতীয় ধর্ম্ম পরি ত্যাগ পূর্ব্বক ম্লেচ্ছধর্ম্ম গ্রহণাদি বুদ্ধি পূর্ব্বক বহুতর কুৎ সিত কর্ম্মানুষ্ঠানেন পতিতানামপি কৃতচতুর্ব্বিং শতি বার্ষিকাদ্যন্নু কল্পাশীত্যুত্তর সহস্র কার্ষাপণীদানাদিরূপ যথোক্ত প্রায়শ্চিত্তানাং ব্যবহার্য্যত্ব মস্ত্যেব [illegible] পাতিত্য ব্যক্তেরধর্ম্মবুদ্ধি পূর্ব্বকৃত জন্যত্বা ভাবেন প্রায় শ্চিত্তানপনেয়া ব্যবহার্য্যত্বা নাপাদকত্বাৎ সত্যামেবা ধর্ম্ম বুদ্ধ্যোত্তপাত গৌরবোদয়াৎ তস্যৈবতদাপাদকত্বা বশ্যং বক্তব্যত্বাৎ জাতিগুণাদি কৃতাপকৃষ্ট কর্ত্তৃক বুদ্ধি পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ বধজন্য পাতিত্য ব্যক্তে গুরুতায়া [illegible] প্রায়শ্চিত্তা নপনেয়া ব্যবহার্য্যত্ব পাদনস্ত শূলপাণি প্রভৃতিভির্দর্শিতত্বাৎ তথৈব কল্পনস্ত ন্যাব্যত্বাদতএব স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যেণাপি এতেন যদ্যপি ব্যভিচারি স্ত্রীবধে অল্পমেব প্রায়শ্চিত্তং তথাপি বাচনিকোঽয়ং ব্যবহার [illegible] ষেধঃ। ইতি মিতাক্ষরোক্তং নযুক্তিসহং। কেবলং শাস্ত্র মাশ্রিত্য নকর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীন বিচারেতু [illegible] হানিঃ প্রজায়তে। ইতি বৃহস্পত্যুক্তে রিত্যুক্তং [illegible] বৃত্যাৎ প্রতিজ্ঞাঞ্চ গুরোর্ব্বাক্যং নিশম্যচ। ধর্ম্মং [illegible]

কেশাংবৈ বেশান্যত্বং চকারহ । ইতি হরিবংশোক্তবং তথা কৃতান্ যবনাদীনুপক্রম্য তেচাত্মধর্ম্ম পরিত্যাগান্ ম্লেচ্ছতাং যযুরিতি বিষ্ণুপুরাণোক্তেৰ্ব্বচ্চ আত্মধর্ম্ম পরিত্যাগ পুর্ব্বক ম্লেচ্ছধর্ম্ম গ্রহণাদিনা ম্লেচ্ছতাং প্রাপ্তানাং কথং প্রায়শ্চিত্তীয়তা কথং বা কৃত প্রায়শ্চিত্তানাং ব্যবহার্য্যতা তথাত্বেহপিবা ম্লেচ্ছ জাতীনামপি প্রায়শ্চিত্তীয়তা ব্যব হার্য্যতাচ স্যাদিতি চেন্ন ,, তৎপরম্পরয়া সপ্তম পঞ্চমাদি জন্মাবধেঃ প্রায়শ্চিত্ত দর্শনাৎ জাতি প্রাপ্ত্যনন্তর এবা ব্যবহার্য্যতায়াঃ প্রায়শ্চিত্তানপনেযত্বা যতোম্লেচ্ছ জাতীনাং প্রায়শ্চিত্তীয়তা ব্যবহার্য্যতাচ নাশঙ্কনীয়া যাতুঅভ্যাসা দিনা পাতিত্য ব্যক্তিরুৎপন্না সাজ্ঞানকৃত জন্যাপি অভ্যা সাধিক্যেন গুরুতরা ভবিতুং নার্হতি যতস্তদনন্তরং অভ্যাস স্তুপর পাপব্যক্তে রেবোৎপাদকো নতুতস্যা উৎকর্ষঃ জন য়তি জ্ঞাতব্রহ্মবধজন্য পাতিত্যস্য তাদৃশান্তরজন্য পাতিত্য বদিতি স্মার্ত্ত শূলপাণি মত পরিষ্কৃতা ব্যবস্থা ॥ ইতি বিদুষাং পরামর্শঃ ॥

অত্র প্রমাণং ॥ ইয়ং বিশুদ্ধি রুদিতা প্রমাপ্য ন্যমতো দ্বিজং । কামতো ব্রাহ্মণবধে নিষ্কৃতির্নাভিধীয়তেঃ ইতি মনুবচনং ইয়মিতি । এতত্তু প্রায়শ্চিত্তং বিশেষোপ দেশমন্তরেণাকামতো ব্রাহ্মণবধেহভিহিতং কামতস্তু ব্রাহ্মণ বধেনেয়ং নিষ্কৃতিনৈতৎ প্রায়শ্চিত্তং কিন্তুতোধিক শুদ্ধি করণাত্মক মিতি প্রায়শ্চিত্ত গৌরবার্থং নতুপ্রায়শ্চিত্তা ভাবার্থং কামতস্তু কৃতংমোহাৎ প্রায়শ্চিত্তৈঃ পৃথক্ বিধৈ

মিতি পূর্ব্বোক্ত বিরোধাদিতি, কুল্লূকভট্ট ব্যাখ্যানং, মোহা-
দিতি, মোহশব্দেন দেবেন্দ্র বুদ্ধিপূর্ব্ব ব্যতিক্রম ইত্যাদি
ভবিষ্যোক্ত বুদ্ধি শব্দোপাত্তধর্ম্মজ্ঞান মেবোক্তমিত্যুক্তে সত্য
ধর্ম্মজ্ঞানে পাপগৌরবার্থ মিদ মুক্তং মোহাদিতি শূলপাণি-
লিখনং । যথা ভবিষ্যে মহেশ্বরপাদাঃ । কামতো ব্রাহ্মণ-
বধে যদেতদনুমোদিতং । একান্ততো বিপ্রবধ বর্জ্জনার্থ-
মুদীরিতং । যত্র ক্ষত্রাদি বিষয়মেবৈতদ্বচনং বিদুঃ ॥ তথা
দ্বিজস্তু যো বিপ্রং গুণৈর্হীনস্তু ক্ষত্রিয়ঃ । কিণোতি বুদ্ধি-
পূর্ব্বস্তু নভবেত্তস্য নিষ্কৃতিঃ । বিট্ শূদ্রাণাং বিশেষেণ
হনন্ত্যং কামতো দ্বিজং । প্রাণান্তিকো ভবেৎ পুত্র কামতো
নির্গুণে হতে ॥ সগুণে নিহতে কামান্নিষ্কৃতি র্নবিধীয়তে ।
বিপ্রবধ বর্জ্জনার্থ মিত্যনেন নিন্দার্থতোক্তা অতো অজ্ঞানতো
ব্রাহ্মণস্য সগুণ নির্গুণ ব্রাহ্মণবধে দ্বাদশবার্ষিকাদি ব্রতং ।
কামতস্তু যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত প্রকারেণ মরণং ক্ষত্রিয়াদীনাং
নির্গুণ ব্রাহ্মণবধেপ্যেবং সগুণ ব্রাহ্মণ বধে নিষ্কৃত্যভাবঃ ।
ব[illegible] নিষ্কৃত্যভাব বচনং মরণ বিকল্পিত চতুর্বিংশতি
বার্ষিক প্রায়শ্চিত্তেঽপকৃতে ব্যবহার্য্যতা ভাবপরং নতু
প্রায়শ্চিত্তাভাবার্থ মিতি প্রায়শ্চিত্ত বিবেক লিখনং ॥
অত্রৈব ভবিষ্যোক্তে নিষ্কৃত্যভাবে বিশেষমাহ [illegible]
দিতি ক্ষত্রিয়াদীনাং সগুণ ব্রাহ্মণবধে তদ্বধ যত্ন বদ্ধ-
নাখ্যাং নিষ্কৃতির্নাস্তীতি যদুক্তং তদকামতস্তু বিষয়মিতি
প্রায়শ্চিত্ত বিবেক টীকাকৃতো বিদ্যানন্দ লিখনং । অত্রাহ
কর্ম্মোপদেশিন্যাং সঙ্কল্পে পুরুষপিবা । ব্যত্যয়ে কর্ম্মণাং

সাম্যং পূর্ব্ববদধরোত্তরং । ইতি যাজ্ঞবল্ক্য বচনং । জাত্যুৎকর্ষো মূর্দ্ধাভিষিক্তোদ্যাঃ তাসা মুৎকর্ষো ব্রাহ্মণত্বাদি প্রাপ্তিঃ । জাত্যুৎকর্ষো যুগে জন্মনি সপ্তমে পঞ্চমেপ্যপি শব্দাৎ । ষষ্ঠেবা বোদ্ধব্যঃ । কিঞ্চ কর্ম্মণাং ব্যত্যয়ে বৃত্ত্যর্থানাং কর্ম্মণাং ব্যত্যয়ে বিপর্য্যাসে যস্য হীন বর্ণস্য কর্ম্মণা জীবতি তৎসমান জাতিত্বং ভবতি । তদযথা ব্রাহ্মণঃ শূদ্র বৃত্ত্যা জীবন্ তামপরিত্যজ্য যদি পুত্র মুৎপাদয়তি সোপি তয়ৈব বৃত্ত্যা জীবন্ সপ্তমে শূদ্রং ক্ষত্রিয়োপি শূদ্র বৃত্ত্যা জীবন্ ষষ্ঠে শূদ্রং বৈশ্যোপি শূদ্রবৃত্ত্যা জীবন্ তামপরিত্যজন্ পুত্র মুৎপাদয়তি সোপ্যপরং এবং ক্রমেণ পঞ্চমে শূদ্রং জনয়তি । ইত্যাদি মিতাক্ষরা ব্যাখ্যানং শূদ্রায়াংব্রাহ্মণা জ্জাতঃ শ্রেয়সাচেৎ প্রজায়তে । অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যা সপ্তমাদ্যুগাৎ । শূদ্রো ব্রাহ্মণ তামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাং । সনকৈস্তু ক্রিয়া লোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়ঃ জাতয়ঃ বৃষলত্বঙ্গতা লোকে ব্রাহ্মণা দর্শনে নচ । পৌণ্ড্রকা শ্চৌড্র দ্রবিড়াঃ কাম্বোজাঃ যবনাঃ শকাঃ । পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ মুখ বাহু রুপজ্জানাং যালোকে জাতয়ো বহিঃ । ম্লেচ্ছ বাচ শ্চার্য্য বাচঃসর্ব্বেতে দস্যবঃ স্মৃতাঃ ।। ইতি মনুবচনং । শনকৈস্ত্বিতি ইমা বক্ষ্য মাণাঃ ক্ষত্রিয় জাতয় উপনয়নাদি ক্রিয়া লোপেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ যাজনা ধ্যাপন প্রায়শ্চিত্তাদ্যর্থ দর্শনাভাবেন শনৈঃশনৈর্লোকে শূদ্রতাং প্রাপ্তাঃ পৌণ্ড্রকা ইতি পৌণ্ড্রদেশোদ্ভবাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সন্তঃ ক্রিয়া লোপা দিনা শূদ্রত্ব মাপন্নাঃ । মুখেতি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাণাং

স্বাক্ষরকারি অধ্যাপক মহাশয় দিগের নাম।

শ্রীকান্তিচন্দ্র শর্ম্মণাম্
সাং অম্বিকা

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ শর্ম্মণাম্
সাং আগড় পাড়া

শ্রীকালাচাঁদ দেবশর্ম্মণাম্
সাং আটপুর

শ্রীকালীকান্ত শর্ম্মণাম্
সাং আনন্দধাম

শ্রীকৃষ্ণকমল দেবশর্ম্মণাম্
সাং আড়িয়াদহ

শ্রীহরমোহন শর্ম্মণাম্
সাং আড়িয়াদহ

শ্রীরামেশ্বর শর্ম্মণাম্
সাং উলা

শ্রীউমাকান্ত শর্ম্মণাম্
সাং উত্তর পাড়া

শ্রীমুক্তারাম শর্ম্মণাম্
সাং কলিকাতা

শ্রীআনন্দময় দেবশর্ম্মণাম্
সাং কলিকাতা আড়পুলী

শ্রীরামমোহন শর্ম্মণাম্
ন্যায় ভূষণোপাধিক
সাং কলিকাতা কলুটোলা
শ্রীপীতাম্বর শর্ম্মণাম্
সাং ঐ গোপীবাগান
শ্রীআনন্দ চন্দ্র শর্ম্মণাম
সাং ঐ সিমুলিয়া
শ্রীকালিদাস দেবশর্ম্মণাম
সাং ঐ সীমুলিয়া
শ্রীরামগোপাল দেবশর্ম্মণাম
সাং ঐ সিমুলিয়া
শ্রীরূপচন্দ্র শর্ম্মণাম্ ন্যায়ালঙ্কার
সাং ঐ সরাতির বাগান
শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণাম
সাং ঐ সোনাগাছী
শ্রীগোপালচন্দ্র শর্ম্মণাম্
সাং ঐ সোভাবাজার
শ্রীভবশঙ্কর শর্ম্মণাম্
সাং ঐ হাতি বাগান
শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণাম্
সাং ঐ ———

শ্রীনবকৃষ্ণ শর্ম্মণাম্

সাং কলিকাতা হোগলকুঁড়ে

শ্রীযজ্ঞেশ্বর শর্ম্মণাম্

সাং ঐ যোড়া বাগান

শ্রীগঙ্গানারায়ণ শর্ম্মণাম্

সাং ঐ নন্দন বাগান

শ্রীদুর্গাদাস দেবশর্ম্মণাম্

সাং কৈক্রিকালা চতুস্পাটী

গ্রাম গজাচিত্তশালা

শ্রীপ্রেমচাঁদ শর্ম্মণাম্

সাং কণ্টকপুষ্করিণী

শ্রীচণ্ডীচরণ শর্ম্মণাম্

সাং কামারহাটি

শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণাম

সাং বালাণ্ডার কাশীপুর

শ্রীবনমালি শর্ম্মণাম্

সাং কুমারহট্ট

শ্রীরাখাল দাস দেবশর্ম্মণাম্

সাং কুলীন গ্রাম

শ্রীদীনবন্ধু শর্ম্মণাম্

সাং কোন্নগর

শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মণাম্

সাং গুপ্তপল্লী

শ্রীশ্যামনারায়ণ দেবশর্ম্মণাম্

সাং গোবরডাঙ্গা

শ্রীমধুসূদন দেবশর্ম্মণাম্

সাং গৌরহাটী

শ্রীহরচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম

সাং [illegible]

শ্রীমধুসূদন শর্ম্মণাম

সাং ত্রিবেণী

শ্রীরামদাস দেবশর্ম্মণাম

সাং ঐ

শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মণাম

সাং ঐ

শ্রীকালীদাস শর্ম্মণাম্

সাং দলপতিপুর

শ্রীকানাচাঁদ শর্ম্মণাম

সাং দেউলপুর

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত শর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীব্রজনাথ শর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীগোলোকনাথ শর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীপ্রভাকর শর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীমাধব শর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীভৈরবচন্দ্র তর্কপঞ্চানন

সাং নবদ্বীপ

শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীরামলোচন্ শর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীরাজনারায়ণ শর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীউমাচরণ শর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্করত্ন

সাং নবদ্বীপ

শ্রীনীলমণি সার্ব্বভৌম ।৫৴

সাং নবদ্বীপ

শ্রীগুরুপ্রসাদ শর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীভোলানাথ শর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীসূর্য্যকান্ত শর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীনৃসিংহ দেবশর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীহরিরাম শর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীরামেশ্বর বিদ্যারত্ন

সাং নবদ্বীপ

শ্রীশ্রীনাথ শর্ম্মণাম

সাং নবদ্বীপ

শ্রীঠাকুরদাস দেবশর্ম্মণাম্

সাং নরাটগ্রাম

শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণাম্ তর্কবাগীশ

সাং নিশিডাগা

শ্রীতারাচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্

সাং পম্পুর

শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণাম্

সাং পানিহাট্যাং

শ্রীকাশীনাথ দেবশর্ম্মণাম্

সাং পঁড়া

শ্রীভবদেব শর্ম্মণাম্ শিরোমণ্যপাধিক

সাং ফরাসডাঙ্গা

শ্রীগঙ্গানারায়ণ শর্ম্মণাম্

সাং কুলেবেলগড়ে

শ্রীব্রহ্মণ্য দেবশর্ম্মণাম্

সাং দেশবাটী

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ শর্ম্মণাম্

সাং ঐ

শ্রীরুদ্রদেব শর্ম্মণাম্ বিদ্যাবাচস্পতি

সাং ঐ

শ্রীব্রজকুমার শর্ম্মণাম্

সাং ঐ

শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মণাম্

সাং ঐ

শ্রীপীতাম্বর শর্ম্মণাম
সাং বরাহনগর

শ্রীকাশীশ্বর দেবশর্ম্মণাম
সাং বড়িশাটী

শ্রীকাশীনাথ দেবশর্ম্মণাম
সাং [illegible]

শ্রীশিবচন্দ্র শর্ম্মণাম
সাং বারাশত

শ্রীরামদত্ত দেবশর্ম্মণাম
সাং মালী

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ শর্ম্মণাম
সাং [illegible]

শ্রীনবীনচন্দ্র শর্ম্মণাম
সাং বালালী

শ্রীরামকুমার শর্ম্মণাম
সাং বিজুরগ্রাম

শ্রীপীতাম্বর শর্ম্মণাম
সাং বিল্লগ্রাম

শ্রীতিতুরাম শর্ম্মণাম
সাং বিল্লপুষ্করণী

শ্রীঅক্ষয় শর্ম্মণাম্

সাং বিল্লপুষ্করণী

শ্রীগয়ারাম শর্ম্মণাম্

সাং বেড়াগড়ি

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রশর্ম্মণাম্

সাং ময়মনসিং

শ্রীহরিনারায়ণ দেবশর্ম্মণাম্

সাং মহিষাদল

শ্রীশিবনারায়ণ শর্ম্মণাম্

সাং মহেশ্বরপুর

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্

সাং মাহেশ

শ্রীকালী দেবশর্ম্মণাম্

সাং মাজেদ

শ্রীবিশ্বনাথ দেবশর্ম্মণাম্

সাং বর্দ্ধমান সন্নিদ্ধ মির্জাপুর

শ্রীচণ্ডীচরণ শর্ম্মণাম্

সাং রাজপুর

শ্রীরামকমল দেবশর্ম্মণাম্

সাং রানাঘাট

শ্রীরামনৃসিংহ শর্ম্মণাম্

সাং শান্তিপুর

শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মণাম্

সাং শ্রীরামপুর

শ্রীআনন্দচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্

সাং সুগন্ধ্যা

শ্রীমধুসূদন শর্ম্মণাম্

সাং হরিনাভি

শ্রীরামমোহন দেবশর্ম্মণাম্

সাং হরিপাল

শ্রীহরিনারায়ণ শর্ম্মণাম্

সাং অধিকলয়া

শ্রীচন্দ্রকান্ত দেবশর্ম্মণাম্

শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণাম্

শ্রীরুদ্রেশ্বর শর্ম্মণাম্

শ্রীকালীবর শর্ম্মণাম্

শ্রীভুবনেশ্বর শর্ম্মণাম্

শ্রীশ্রী ভগবৎ পতিত পাবনায় নমঃ।

বেদ ধর্ম্মাক্রান্ত সর্ব্বসাধারণ জনপ্রতি পতিতোদ্ধার সভার সভ্যগণের নিবেদন

হিন্দু জাতির পতন পরিবি স্তার ও নিস্তা

যেহেতু আমাদিগের হিন্দু জাতির মধ্যে পরধর্ম্ম গ্রহণ নিবারণ ও স্বধর্ম্মে পত্তনের পথ পরিসর ও উদ্ধারের পথ সাধারণ পক্ষে নিতান্ত রুদ্ধ থাকায় আমাদিগের দল বল যাহা পূর্ব্ব সময়াপেক্ষা পুষ্ট ও প্রবল ছিল তাহা স্বকীয় রাজ্য হীনাবস্থা প্রযুক্ত এবং দুর্দ্দান্ত মুসলমান হস্তে পতিত হইয়া বিবিধ প্রকার অন্যায় বল অর্থাৎ অস্ত্রাঘাতাদি শাস্তি দ্বারা বহু জনের ধন প্রাণ নষ্ট হবাতে অত্যন্ত ক্ষয় পায় যৎ কর্ত্তৃক অধিকাংশ হিন্দু নিরুপায়

র পথ রুদ্ধহেতু
ক্রমেহ্রাস প্রাপ্ত

বিধায় মুসলমানীয় ধর্ম্ম অঙ্গীকার করে তৎ প্রযুক্ত হিন্দুস্থান ও বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশে ক্রমশঃ হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের ভাগ অধিক প্রকাশ পাইতেছে। তদন ন্তর দূর্বৃত্ত মুসলমানীয় অস্ত্রাবশিষ্ট যাহ. কিঞ্চিদংশ হিন্দু অবশেষ ছিল তাহা কৃশ্চ্যন মহাশয়েরা এ প্রদেশে অধি কার প্রাপ্তে মন্ত্রণা ছলনা দ্বারা প্রতিদিন ক্ষীণ করিতেছেন।

ঐ জন্য সকল
ম্লেচ্ছরা হিন্দুর
জাতি ভ্রংশনে

কিন্তু নিরুপায় হিন্দুদিগের অন্য ধর্ম্ম যাজন পূর্ব্বক জাতি পতন হইলে এইক্ষণকার ব্যবহার মত তাহা হইতে সাধারণের উদ্ধার পথ রোধ প্রযুক্ত সক ল ম্লেচ্ছরাই সাবকাশ মতে তাহাদিগে র ধর্ম্ম যাজনাদি দ্বারা লোকের জাতি পতন বিষয়ে অন্য জাতি অপেক্ষা হিন্দু জাতির প্রতি অধিক চেষ্টা ও আক্রমণ করে তাহার কারণ এই যে অন্য ধর্ম্মাক্রা ন্ত যথা মুসলমান ও কৃশ্চ্যন তন্মধ্যস্থ

জন দৈবাৎ ভ্রমক্রমে ম্লেচ্ছ ধর্ম্ম এক বার অবলম্বন পূর্ব্বক তজ্জাতি প্রাপ্তো ত্তরকালে তাহার রাগ ভ্রান্তি শান্তি হইলে এবং উক্ত স্বকৃত দুষ্কর্ম্ম প্রতি ঘৃণা জন্মিলেও কেবল আক্ষেপে মগ্ন ও মনো দুঃখিত হইয়া চির পতিত থাকিয়া আ জন্মকাল বিবিধ চেষ্টায় উদ্ধার হয় না কেবল ধনাঢ্য অথবা মহদাশ্রিত কোন ব্যক্তি এপ্রকার বিপদে পতিত বিশেষ চেষ্টা করিলে ক্বচিৎ ত্রাণ পায়।

[illegible] হিন্দুর জাতিপতন হইলে চিরপতিত থাকে

অতএব নিবেদন এবিষয় উত্থাপনের তাৎপর্য্য ম্লেচ্ছদিগের আধুনিক ধর্ম্ম অস্মদাদি সম্বন্ধে উক্ত মতে আক্রমণ ও কৌশল পূর্ব্বক যাজন বিরোধে আমা দিগের প্রাচীন ধর্ম্ম সংস্থাপন এবং তদ্দ্বারা আমাদিগের দল বল রক্ষণাবেক্ষণ উপায় অন্বেষণ ভিন্নও অন্য কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম ও যুক্তি বিরোধি বিষয় ঐ উপলক্ষে লক্ষ্য হইতেছে যে কোন ব্যক্তি অবোধ

পাদরিসাহেবদ্বারা

দোষ ক্ষমা না করা অবিচার কি না।

পুরস্কারে আত্ম সম্বন্ধীয় এমত কোন প্রকার অপরাধগ্রস্থ হইলে যৎ কর্ত্তৃক অন্যের অপকার অসম্ভব পরে তাহার আত্ম ভ্রম প্রকাশ পাইলে তদ্দোষ ক্ষালন কারণ যথোচিত দণ্ড প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার প্রাপ্তে তথাচ যদ্যপি সে অপরাধ মার্জ্জনা না হয় তবে তাহা যুক্তি বিরোধি ও অবিচার কি না ?

যেমন সকল অপরাধের দণ্ড তেমন সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে তবে কেন বিধর্ম্মে পতিত হিন্দু মুক্ত হয় না

*এ অতি আশ্চর্য্য যে সর্ব্ব প্রকার মহাপা
কাদি সম্বন্ধে আমাদিগের শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত স
যথা শাস্ত্রে "দণ্ডবত্ প্রায়শ্চিত্তানি ভবন্তি" য
"ক্ষারোপ স্বেদ দণ্ডনির্নোদন প্রক্ষালনাদিভি বাস
"সি শুদ্ধন্তি এবং তপোদান যজ্ঞৈঃ পাপ কৃতঃ শুদ্ধি
"ক্ষপয়ন্তি অদ্ভির্গাত্রান্মলমিব তমো ভানুভয়াদ্যথা"
"দানেন তপসাচৈব সর্ব্ব পাপ মপোহতি" ইতি
হারীতাদি মুনি বচন, অস্যার্থ যথা সকল অপরা
ধের দণ্ড আছে তথা সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত
বিহিত হয়, এবম্প্রকারে সকল প্রায়শ্চিত্তে
মুখ্য ও ক্রমশঃ অনুকল্পবিধি থাকাতেও পরধর্ম্ম
যাজনোপলক্ষে পতিত জন সম্যক প্রকারে বিনী
ও প্রায়শ্চিত্তাকাঙ্ক্ষী হইলে ইদানী তদ্দ্বারা মুক্ত
হয় না, যদি কহেন যে ঐ সকল ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত

প্রায়শ্চিত্তান্তে অব্যবহার্য্যার্থ নিন্দার্থবাদ

করিলে তাহাদিগের দুরদৃষ্ট নষ্ট হয় কিন্তু তথাচ ত
হারা ব্যবহার্য্য নয়, একথার অভিপ্রায় কেবল নিন্দা
র্থবাদ মাত্র অর্থাৎ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা নি
স্তার সম্ভাবনায় লোকে ইচ্ছা পূর্ব্বক অত্যন্ত দুষ্কর্ম্মে
সহসা প্রবৃত্ত না হয় দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তকালে পাপ ও তৎ
প্রতিফল উভয়ের প্রত্যক্ষ অভাবে জড় বুদ্ধি পাপা
ত্মার মনে তদংশে সন্দেহপ্রযুক্ত তাহাতে তাচ্ছিল্য কর
ণক বিনা প্রতিবন্ধক নিন্দিত কর্ম্ম করিতে পারে, সে
স্থানে অব্যবহার্য্যতা স্বরূপ প্রকাশ্য দণ্ড জন্য ভয়

তাহার প্রতিবন্ধক সূচনায় শূলপাণি প্রদর্শিত পথানু সারে মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য অতি সৎ যুক্তি দ্বারা প্রায়শ্চিত্তানন্তর মহাপাতকির অব্যবহার্য্যত্ব উক্ত প্রকার শাসনার্থে ব্যবস্থাপন করিয়াছেন তৎ প্রতিপাদনার্থে এতন্মাত্র কারণ দর্শান যে পাপের দুই শক্তি এক নরকোৎপাদিকা অপর ব্যবহার বিরোধিকা, অজ্ঞানকৃত গুরুতর পাপস্থলে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা উভয় শক্তি নাশ হয় জ্ঞানকৃত গুরুতর পাপস্থলে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার পূর্ব্বাংশ যায় পরাংশ থাকে। এই উভয় শক্তি কল্পনার মূল কারণ শাস্ত্রে এই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে মহাপাতকিগণের সংসর্গি ব্যক্তিরা পাতকিবৎ পতিত হয় এই নিমিত্ত পতিতের সহিত ব্যবহার নিষিদ্ধ, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাতকির পাপ নষ্ট হইলে পরে তাহার সহবাসে অন্যজন কি প্রকারে পতিত হইতে পারে এবং তৎসহবাসে তৎকালে কি অনিষ্ট সম্ভাবনা যথা, শিরোনাস্তি শিরঃপিড়া?

পাপের দুই শক্তি

পাপ সত্তেই সংসর্গদোষ

উক্ত মহাত্মারা ঐ বিষয়ের প্রমাণ প্রদর্শন নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা দ্বারা ও কৌশল পূর্ব্বক যাজ্ঞবল্ক্য মুনির উক্ত যথা “প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো যদজ্ঞান্ কৃতং ভবেৎ কামতো ব্যবহার্য্যস্তু বচনাদিহজায়তে” এই বচনের অর্থান্তর করেন অর্থাৎ তদ্বচন মধ্যস্থ ব্যবহার্য্য শব্দের পূর্ব্ব “অকার” প্রশ্লেষ করণক এবং

তৎ সাধক অনেকানেক অনুক্ত অভিপ্রায় তাহা সংঘটন করিয়া ঐ বচন হইতে জ্ঞানকৃত মহাপ কির প্রায়শ্চিত্তানন্তর ব্যবহার্য্যত্ব পরিবর্ত্তনে অব হার্য্যত্ব অর্থ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পরন্তু যাজ্ঞবল্ক সংহিতারটীকা মিতাক্ষরাকার ঐ বচন ব্যাখ্যায় স্প লিখিয়াছেন যে জ্ঞানকৃত মহাপাতকাদির প্রায়শ্চি ত্তান্তে ব্যবহার্য্য হইবে মাত্র ভোগান্তে পাপক্ষ পাইবে, এইমতের সহিত মহাত্মা জিকনের ও মত ঐ হয় যদিও এই চারিজন সংগ্রহকার মধ্যে পূর্ব্বোক দুই জনের মত পরোক্ত দুই জনের মত সহি প্রকাশ্য অর্থে অত্যন্ত বিপরীত কিন্তু পরস্পর তাঁহ দিগের সূক্ষ্ম মর্ম্ম গ্রহণ করিলে যেন তেন প্রকারে সকলেরই স্পষ্ট একই অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে যে ইচ্ছা পূর্ব্বক উৎকট দুষ্কর্ম্মাদি করণ বিষয়ে নি ত্ত জন্য প্রতিবন্ধক নিক্ষেপ করা তাহাতে কেহ মহাপাতকাদি প্রায়শ্চিত্তানন্তর নিন্দার কারণ অর্থাৎ অব্যবহার্য্যত্ব, অন্যান্য ভয়ের নিমিত্ত অর্থাৎ ভোগান্তে পাপক্ষয়-রূপ শাসন দর্শাইয়াছেন। যদি বল ঐ সকল কথার মর্ম্ম কেবল নিবৃত্তার্থে হইলে দুই পক্ষের ভিন্ন প্রকরণ হইত না অর্থাৎ একের মতে অব্যবহার্য্য অপরের মতে নরক ভোগ, তাহার তাৎপর্য্য দেশকাল পাত্র ভেদ অর্থাৎ এপ্র- দেশে বেদ বিহিত ধর্ম্মাচারী অর্থাৎ হিন্দু জাতির

অন্য টীকায় ব্যবহার্য্য

বিপরীত প ক্ষের মর্ম্মএক

রাজ্য ভ্রষ্টোত্তর ধর্ম্ম শাসনাভাবে ক্রমশঃ অধর্ম্মা-
গণ বৃদ্ধি দৃষ্টে জনহিতার্থি ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়িগণ
যৎকালে দেখিলেন যে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা জ্ঞানকৃত
মহাপাতকাদি হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইবার সম্ভাবনা
থাকায় দুরাশয় জনসকল অকুতোভয় উৎকট
পাপে রত হয় তৎকালে তাহা নিবারণার্থে যুক্তি
দ্বারা উপায স্বরূপ ব্যবস্থা ধার্য্য করিলেন যে জ্ঞান
কৃত মহাপাতকাদির প্রায়শ্চিত্ত করিলে কেবল
লোকে ব্যবহার্য্য হয় কিন্তু ভোগ জন্য পাপ রয়,
তাহার উদ্দেশ এই যে পাপাত্মারা মহানরকাদি যন্ত্র
ণা ভয়ে পাপজনক কর্ম্ম হইতে বিমুখ থাকে।
কালান্তরে তাঁহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তি শাস্ত্রকার মহাশ
য়রা যখন দেখিতে লাগিলেন যে নরকাদির আশঙ্কা
অপ্রত্যক্ষ হেতু হিংস্রক ও কুকামি অসৎ জাতি
লোক সকল তদ্বাচনিক প্রতিবন্ধক প্রতি অবজ্ঞা
করণক বিনা ক্ষোভ অতি পাপ কর্ম্মে রত হয়, তন্নি
বারণ বিবেচনায় পুনরায় ইহাঁরা সদ্বুদ্ধি ও চতুর
তায় পূর্ব্বানুবর্ত্তিদিগের মর্ম্ম সাধক কিন্তু প্রকাশ্য
অর্থের বিরোধী ও তৎকালোপযুক্ত প্রতিকার স্বরূপ
বিধান স্থির করিলেন যে কামনাকৃত মহাপাপের
প্রায়শ্চিত্ত করিলে নরক নিস্তার হইবে মাত্র, পরন্তু
তথাচ অব্যবহার্য্যাত্ম রহিবে; ইহাতে তাৎপর্য্য এই

পাপে নিবৃত্তি জন্য সময়ানুসারে ব্যবস্থার কৌশল

যে কুটুম্ব স্বজন মধ্যে ব্যবহার রহিত হবা হ
লোকে প্রত্যক্ষ দণ্ড, তাহার পরিহার আবশ্যক ব
সেই নিষিদ্ধ কর্ম্মের প্রতিবন্ধক হইবে। ইত্যা
কারণে প্রতিপন্ন হইল যে কামতঃ মহাপাতকা
জন্য প্রায়শ্চিত্তানন্তর যে অব্যবহার্য্য এবং নর
ভোগ শব্দ কথিত আছে তাহার স্পষ্টাতিপ্রায় f
অর্থবাদ ও ভয় প্রদর্শন মাত্র, যৎকর্ত্তৃক পাপাস
জীব পাপ কর্ম্ম হইতে পরাঙ্মুখ থাকে ইহা স্বীব
র না পাইলে ঐ বিষয়ে অনেক দোষস্পর্শ হয়

প্রথমতঃ। প্রাগুক্ত দুই পক্ষ মধ্যে কাহা
কথা অসত্য বোধ ও অমান্য করা যাইতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ। যদিও ঐ চারি জনার প্রাচীন
দুই জন প্রতি দোষোল্লেখ করেন তথাচ এ বিষয়ের
শেষ হয় না, যেহেতু তাঁহাদিগের অপেক্ষা প্রাচীন
স্মার্ত্ত মহাত্মা ভবদেব ভট্ট যাঁহার মত অদ্যাবধি
অনেক বিষয়ে রঘুনন্দনের বিরোধে বলবৎ ও প্রচ
লিত আছে নিঃসন্দেহ পূর্ব্বক তিনি স্পষ্ট কহিয়াছেন
যে জ্ঞান কৃত মহাপাতকিগণ প্রায়শ্চিত্তানন্তর
অজ্ঞান কৃত মত নিষ্পাপ ও ব্যবহার্য্য হয়।

তৃতীয়তঃ। যদ্যপি এই তিনজন মহাত্মার মতো
ল্লঙ্ঘন করা শ্রেয় হয় তথাচ নিম্নে লিখিতব্য বিষ্ণুক্ত
বচনের সহিত অত্যন্ত বৈষম্য হয়, যথা ত্যাজ্য প্রক
রণে "ব্রাত্যাঃ পতিতা ত্রি পুরুষং মাতৃতঃ পিতৃতশ্চা

"শুদ্রাঃ সর্ব্ব এবা ভোজ্যাশ্চাপ্রতিগ্রাহ্যাঃ" ইতি বিষ্ণুমুনি বচন অর্থাৎ যজ্ঞোপবীতাদি সংস্কার রহিত এবং পতিত ব্যক্তি তিন পুরুষ পর্য্যন্ত গ্রাহ্য কিন্তু অবৈধ ক্ষেত্রজ অথবা ঔরসজাত সর্ব্বদা বর্জ্য ও অগ্রাহ্য ইতি। এই বিষয়ের ঐক্যতায় যাজ্ঞবল্ক্য মুনি সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত প্রতিগ্রহণের বিধি অনুমতি করিয়াছেন।

ঐ তিনের সাধক বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য

চতুর্থ। যদিস্যাৎ এমত স্পষ্টোক্ত ঋষি বাক্য অগ্রাহ্য করিতে ইচ্ছা করেন তথাচ মনু বচনের বিরোধী হয়, যদংশে মনু কামতঃ এবং অকামতঃ উভয় মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা স্থলে কোন পক্ষে ব্যবহার্য্যাব্যবহার্য্য উক্ত করেন নাহি, কেবল যে ব্যক্তি বালক কৃতোপকারি শরণাগত কিম্বা স্ত্রী হত্যা করে তাহার সহিত সহবাস নিষেধ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত যুক্তি সিদ্ধ এবং আবশ্যক।

তথাচ মনুর মত ৪ জন ব্যতীত ব্যবহার্য্য

জ্ঞানপূর্ব্বক অনেকবার নীচান্ন ভোজনাভ্যাসে তজ্জাতি সামানত্ব যে তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন সে কেবল প্রায়শ্চিত্ত গৌরবার্থ এবং তাহা মনুর টীকায় কুল্লূক ভট্ট সুস্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন। এই টীকা প্রামাণ্য না গণিয়া যদি কেহ এমত তর্ক করেন যে তজ্জাতি সমানত্ব শব্দের এস্থানে অর্থ প্রায়শ্চিত্ত গৌরবার্থ নহে কিন্তু অব্যবহার্য্য করণ জন্যই নিশ্চিত, ইহা বলিলে বিবাদ মীমাংসা হয় না

নীচান্ন অভ্যাসে যে নীচত্ব তাহা টীকাহ্বারি প্রায়শ্চিত্ত গৌরবার্থ

তাহার কারণ এই যে ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রয়োজক মহাত্মার সংহিতাদিতে কাব্যের পদ্ধতি মতে সঙ্কেৎ, শ্লেষ ব্যবহার করেন না, বরং তদ্বিপরীতে বচনের স্পষ্টার্থ প্রকাশ জন্য সুস্পষ্টার্থ ঘটিত সরল শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এতাবতা অনেকবার নীচান্ন ভক্ষক পতিতের প্রায়শ্চিত্তান্তে তাহার অব্যবহার্য্য বিধায় গ্রন্থকর্ত্তা পূর্ব্ববৎ তদনুযায়ী স্পষ্ট অব্যবহার্য্য বাচক শব্দ প্রয়োগ করিতেন, অর্থাৎ বাল হন্তাদি সম্বন্ধে প্রায়শ্চিত্তোত্তর যেমত স্পষ্টার্থ শব্দে কহিয়াছেন "যে তাহার সহিত সহবাস করিবে না"।

এস্থলে অব্যবহার্য্যমত হইলে ঐ জনারমতস্পষ্ট লিখিতেন

অপরঞ্চ যদি একান্ত উক্ত সমানত্ব শব্দের অর্থ অব্যবহার্য্যই গ্রহণ করেন তথাবিধ পাপের লঘু গুরুত্ব প্রভেদ প্রযুক্ত বিধানের বিষমতা স্বরূপ দোষ প্রকাশ পায়, যেহেতু স্বেচ্ছা পূর্ব্বক সর্ব্বাপেক্ষা উৎকট মহাপাতকির প্রায়শ্চিত্তানন্তর যখন মনু অব্যবহার্য্যত্ব উল্লেখ করেন নাই, তখন চণ্ডালান্ন আহারাভ্যাসী প্রায়শ্চিত্ত পরে অব্যবহার্য্য কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? অতঃপর সুনিশ্চিতরূপে প্রকাশ পাইতেছে যে উক্ত বালঘ্নাদি ব্যতিরেক সকল প্রকার পাতকাদির প্রায়শ্চিত্ত করণোত্তর অব্যবহার্য্যত্ব কদাচিৎ মনুর মত নহে। পুনশ্চ অজ্ঞানকৃত সামান্য এবং অতিপাতকাদির প্রায়শ্চিত্ত

অতিপাপের প্রায়শ্চিত্ত পরে অব্যবহার্য্য উল্লেখ নাহি

জ্ঞানকৃত মহা পাতকের প্রা য়শ্চিত্ত শ্রুতি র উপরমন্থনি র্ভর করেন, ত থাচযাজ্ঞবল্ক্য

স্থাপনানন্তর যৎকালে মনু দেখিলেন যে জ্ঞান পূর্ব্বক মহাপাতকাদির প্রায়শ্চিত্ত প্রায় অসম্ভব কল্পনা তৎকালে কেবল শ্রুতি নিদর্শনোপর নির্ভর করণক তদংশে প্রায়শ্চিত্ত সংস্থাপন করেন। এবং তদভিপ্রায়ে যাজ্ঞবল্ক্য "বচনাদিহ জায়তে" কহিয়াছেন।

পঞ্চম। যদ্যপিস্যাৎ মনূক্ত মতের অপ্রামাণ্য বোধ করেন কেবল তাহাতেও এবিষয়ের অন্ত হয় না সে বিধায় শ্রুতি প্রতিও বিরোধ উপস্থিত হয়, যে বেদের একটী অনুকূল প্রমাণে অপার সকল শাস্ত্রের কোটীং প্রতিকূল প্রমাণ নিরাকরণ হয় যথা "বেদ প্রণিহিতো ধর্ম্মোহ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ। বেদো "নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভু রিতিশুশ্রম"। নির্দ্দিষ্ট শ্রুতি বিবরণ যথা, ইন্দ্র কামতঃ বহুজন যতি গণকে কুক্কুর দ্বারা ভক্ষণে নষ্ট করেন পরে ব্রহ্ম দত্ত উপহব্য নামে প্রায়শ্চিত্তদ্বারা সর্ব্বতোভাবে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়েন।

উপহব্য

শাণ্ডিল্যসূত্র সম্মলিতশ্রুতি

অপরঞ্চ ভগবান্নাম মাহাত্ম্য প্রকরণে শাণ্ডিল্য সূত্র ভাষ্যকার নারায়ণ তীর্থ স্বামী লিখন " অপি "শ্চাণ্ডালঃ শিব ইতি বাচং বদেৎ তেন সহ সম্বসেৎ ".তেন সহ ভুঞ্জীত যদ্ব্যক্ষরং নামগিরেরিতং নৃণাং "ইত্যাদি শ্রুতি পুরাণ বচনেভ্যঃ সকৃদমনস্ক সং "কীর্ত্তনেপি দুরিত নিকর ভঞ্জনতো নীচানামপি ব্যব "হার্য্যতা উক্তা" "তদবগমাদিতি" শ্রুতি।

অপিচ শ্রীমদ্ভাগবত বচনং।

শ্রীমদ্ভাগবতো- ক্ত ভগবন্নাম মাহাত্ম্য প্রমাণ

"কিরাত হূনান্ধ্র পুলিন্দ পুক্কশ্য আভীর কঙ্কা "জবনাঃ খসাদয়ঃ। যেন্যেচ পাপা যদ পাশ্রয়াশ্রয়াঃ "শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ,, অর্থাৎ কিরাত প্রভৃতি যবনাদি পাপজাতি যে ভগবানের ভক্তাশ্রিত হইলে শুদ্ধ হয় সেই প্রভু ভগবানকে নমস্কার।

ঐ বচন "প্রায়েন বেদ তদিদং ন মহাজনোয়ং "দেব্যাবিমোহিত মতির্বত মায়য়ালং ত্রয্যাং জড়ী "কৃত মতির্মধু পুষ্পিতায়াং বৈতানিকে মহতিকর্ম্মণি "যুজ্যমানঃ শ্রীধরস্বামী টীকা যত্তুক্তং কথং তর্হি দ্বাদ "শাব্দাদি স্মরণ মিতি তত্রাহ প্রায়েনেতি মহাজনো "মন্বাদি অয়ং ভাব যথা মৃতসঞ্জীবনৌষধ মজান "ন্তোবৈদ্যা রোগ নির্হরণায় কটুকনিম্বাদী নি স্মরন্তি "তথা স্বয়ম্ভু শম্ভু প্রমুখ দ্বাদশ ব্যতিরেকে নায়ং মহা "জনোঅতি গুহ্যমিদমজানন্ত্বা দ্বাদশাব্দাদিকং স্মরতি

শ্রীধরস্বামির টীকা

"ইতি। কিঞ্চমায়য়া অলং বিমোহিত মতিরয়ং জনো "মধু মধুরং যথা ভবিতব্যং পুষ্পিতায়াং পুষ্পস্থানি "য়ৈরর্থবাদৈ র্মনোহরায়াং ত্রয্যাং জড়ীকৃতা অতি "নিবিষ্টা মতির্যস্ত অতএব মহত্যেব কর্ম্মণি শ্রদ্ধয়া "যুজ্যমানোনাল্পে প্রবর্ত্ততে দৃশ্যতেহি প্রাকৃতস্য "লোকস্ত মহতিমন্ত্রাদৌ শ্রদ্ধা অল্পেচাশ্রদ্ধা তস্মা "দত্ত প্রাহকোলাজীতি তৈর্নোক্তং যথা স্বাধিনঃ

“সিংহোস্তি ইতি এতাবতা স্বশৃগালাদি নিবারণায় তং
“যথা ন যুঞ্জতে তথা অতি তুচ্ছত্বাৎ পাপস্য ন তন্নি
“রসনায় পরং মঙ্গলং হরের্ণাম স্মরন্তি, যদ্বা নাম
“মাহাত্ম্য জ্ঞানে সর্ব্বমুক্তি প্রসঙ্গাদিভ্যোযাদিক্ গ্রন্থ
তদর্থ “বিস্তার ভয়ান্নাতি প্রপঞ্চ্যতে,,। অস্যার্থ যদি বল
মহাপাতকাদি সম্বন্ধে এতাদৃশ সুলভ হরিনাম
শ্রবণ উচ্চারণ রূপ প্রায়শ্চিত্ত সত্ত্বে মনু প্রভৃতি
কি হেতু দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতাদি অনুষ্ঠান প্রায়শ্চিত্ত
বিধান করিয়াছেন। তাহার উত্তর, এই যে যেমন
মৃত সঞ্জীবনী ঔষধী না জানিয়া বৈদ্য রোগ শান্তি
নিমিত্ত কটু নিম্বাদি বিধান করে তদ্রূপ স্বয়ম্ভু শম্ভু
আদি দ্বাদশজন ব্যতিরিক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র বক্তা অতি
গোপনীয় এই ভগবন্নাম মহিমা না জানিয়া দ্বাদশ
বার্ষিক ব্রতাদি তদ্দোষোপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান
করেন এবং অতিশয় মায়া মোহিত ঐ ঐ সকল
লোক মনোহর অর্থ বাদিক সম্পদাদি ফল বোধক
বেদোক্ত কর্ম্মে আশক্ত চিত্ত হইয়া বহ্বারম্ভ ক্রিয়ায়
শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রবৃত্ত হয় কিন্তু সংক্ষেপ সাধ্য যে
অতি মহৎ কার্য্য তাহাতে তাদৃশ আনুরক্তি হয় না,
যেহেতু দৃশ্য হইতেছে যে সামান্য লোকের দীর্ঘ
মন্ত্রাদিতে যাদৃশ অতিশয় শ্রদ্ধা অল্পাক্ষর মন্ত্রা
দিতে তাদৃশ নহে, অতএব তাঁহারা গ্রাহকাভাব
প্রযুক্ত হরিনামাদি প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন নাহি

অথবা যেমন কোন ব্যক্তি স্বাধীন সিংহ সত্ত্বে শৃগাল কুকুরাদি নিবারণার্থে তাহাকে নিযুক্ত করে না। তেমন পাপ অতি তুচ্ছ তদ্বিনাশ নিমিত্ত পরম মঙ্গল স্বরূপ ঈশ্বর নাম তাঁহারা বিধান করেন নাহি কিম্বা নাম মাহাত্ম্য জ্ঞানে সর্ব্বমুক্তি প্রসঙ্গ হয় ইতি দিগ্‌দর্শন গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে অতি বিস্তার করণাভাব। উক্ত কারণ বশতঃ যদিও শ্রীধর স্বামী এই পর্য্যন্ত লিখিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন পরন্তু এ সময়ের যে প্রয়োজন তাহা সাধনার্থে তদংশে মহাত্মাদিগের অপর যে সকল নিগূঢ় গুহ্য তাহাও প্রকাশাবশ্যক।——যথা——

মনু প্রভৃতি (অল্প সাধ্যে ইতি বচনানুসারে) ভগবন্নামোচ্চারণ স্বরূপ সংক্ষেপ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা না করিয়া ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি মহাপাতকাদি স্থলে ১২। ২৪ বার্ষিক ব্রতাদি ধার্য্য করণের বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে সুদীর্ঘকালে কষ্টসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত যাহাতে মনুষ্যের জীবন ধারণ দুষ্কর তদ্দ্বারা উৎকট পাতকিগণকে পুনরায় দুষ্কর্ম্ম হইতে বহুকাল পর্য্যন্ত নিরবকাশ রাখা এবং অনেক দিন সৎকর্ম্ম অভ্যাসে প্রাচীন কুসংস্কারের পরিবর্ত্তন সম্ভাবনা এবম্প্রকারে তাহার যে অনুকল্প বিধান আছে তাহাও অবস্থা ভেদে অধিক ব্যয় সাধ্য প্রযুক্ত পাতকি পক্ষে মহৎ দণ্ড বোধ হইয়া আগামি কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তের

বৃহৎ প্রায়শ্চিত্তের বিশেষ তাৎপর্য্য

কারণ হয়, এতাবতা তাঁহাদিগের মর্ম্ম এপ্রকারও প্রকাশ পাইতেছে যে উক্ত মত বৃহৎ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পতিতজনের উদ্ধার করা মাত্রই তাৎপর্য্য নহে ঐ উপলক্ষে তাহাদিগের দুষ্ট প্রবৃত্তি নষ্ট চেষ্টাও স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, এই বিশেষ কারণানুরোধে মহাত্মাগণ সাধারণ জন পক্ষে সর্ব্বপাপহারি ভব নিস্তারকারি এমত অতি সুলভ ক্ষণমাত্রে উচ্চার্য্য স্বল্পাক্ষরি জগদীশ্বরের নাম পৃথক্ ও সামান্য দৃষ্টে সুস্পষ্ট পূর্ব্বক বিধান করেন নাহি, নচেৎ যে নাম ব্যতীত কোন প্রকার অশুভ দুরদৃষ্ট খণ্ডনের সম্ভাবনা নাহি এবং যাহা পরম জ্ঞানি ঋষিবর্গ সামান্য কার্য্যারম্ভে যথা আহার শয়নাদি বিষয়ে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা এমত বৃহৎ পাপাদি বিমোচনে বর্জ্জিত রাখিয়াছেন কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? এমত সন্দেহ কেবল আমাদিগের প্রত্যক্ষ ভ্রমমাত্র যেহেতু সর্ব্ব-কার্য্যারম্ভে প্রথমতঃ আচমন আবশ্যক ও তাহা শ্রীবিষ্ণু স্মরণ ভিন্ন বৃথা যদ্দারা লোক সম্যক প্রকারে শুচি ও সর্ব্বকর্ম্মাধিকারী হয় এবং যদুল্লেখ ব্যতিরেক যাগযজ্ঞাদি সর্ব্ব প্রকার শুভ কর্ম্ম সমাপন অসম্ভব, এবিধায় প্রতিপাদ্য হইতেছে যে বিনা ভগবন্নাম (কেবল তাঁহারই পাদোদক ব্যতীত) কোন প্রায়শ্চিত্তই নাহি। তত্রাচ যে মহা

সকল প্রায়শ্চিত্তই ভগবন্নাম যুক্ত

জনোক্ত প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বরূপ অপর সকল কার্য্য উপকরণাদি নিয়মবদ্ধ আছে তাহা কেবল পতিতের দণ্ড ও পাপাভ্যাসের নিবারণ কারণ, নতুবা কৃত দুষ্কর্ম্মাদি জন্য পাতিত্য হইতে কেবল হরি নামোচ্চারণ অথবা স্মৃতিশাস্ত্র বিহিত বৃহৎ প্রায়শ্চিত্ত ধারণ উভয় মতেই সমতুল্যরূপে পরিত্রাণ হয় যথা কেবল মন্ত্র অথবা ষোড়শোপচার উভয় প্রকরণেই সকল দেবতার অর্চ্চনা সিদ্ধ হয়, কিন্তু মন্ত্র শূন্য বহূপচারেও কোন দেবতার পূজা সিদ্ধ নয়। যেমন দেবার্চ্চনা বিবাহাদি সকল কর্ম্মের মন্ত্রই মূল তদ্রূপ শুচি ও উদ্ধার বিষয়ের ভগবন্নামই সার তাহা বেদে ও পুরাণাদিতে বিস্তার পূর্ব্বক প্রচার আছে।

গঙ্গামাহাত্ম্য কিন্তু **গঙ্গামাহাত্ম্য প্রকরণে,** যে সকল মহাত্মাগণের বচন বহন পূর্ব্বক প্রাচীন ও নব্য সংগ্রহকার মহাশয়রা মান্য ও পূজ্য এবং তৎকারণ বশতঃ তাঁহাদিগের ব্যবস্থা সকলের শিরোধার্য্য সেই সকল মহামুনি বশিষ্ঠাদি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজকগণ বর্ত্তমান সত্বে যখন ভগবান্ কপিলদেব কোপানলে পতিত বিহিত রহিত ভস্মরাশীভূত সগরকুল যদুদ্ধারার্থ প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ ব্যবস্থা উক্ত করণ তৎকালে সর্ব্বলেরই অসাধ্য বিধায় কপিলদেব স্বয়ং গঙ্গা শলিল স্পর্শরূপ বিনানুকম্প কেবল এক অতি দুঃসাধ্য

দেবদুর্ল্ভ প্রায়শ্চিত্ত উপদেশ করেন, এবং তাহা র্গে দুষ্কর ও কঠোর চেষ্টা দ্বারা মর্ত্যলোকে আনী ত হইয়াছে এবং ঐ মহাবারি স্পর্শে যে প্রকারে ভস্মসার ষষ্টি সহস্র সগর বংশের উদ্ধার হয় তাহাও বিশ্ব ব্যক্ত। অতএব প্রায়শ্চিত্তানন্তর পতিতের অব্যবহার্য্যত্ব যদ্যপি শাস্ত্র মর্ম্মানুযায়ি যথার্থ হইত তবে ভাগীরথী জল স্পর্শে কি বিধান হইতে পারে, অর্থাৎ তাহার ব্যবহার বিরোধ কোন্ শাস্ত্রে বিহিত আছে? " গঙ্গা শলিল পঙ্কানং দেবানামপি " দুর্ল্লভং। " যদি দ্রবময়ীর অম্বু স্পর্শে অতি মহা পাতকাদির সম্যক্ প্রকার নিষ্কৃতি অর্থাৎ নিষ্পাপ ও ব্যবহার্য্যত্ব বিষয়ে কেহ সংশয় করেন তাহা শাস্ত্রোল্লঙ্ঘন ব্যতীত ও শাস্ত্রের বচনানুযায়ি তৎ সন্দেহ জন্য নরক স্বীকার ব্যতিরিক্ত সম্ভব নহে, যথা স্কন্দ পুরাণে " স্নানমাত্রেণ গঙ্গায়াং পাপং " ব্রহ্মবধাদিকং দুরাধর্ষং কথং যাতি চিন্তয়েৎযো " বদেদপি। তস্যাহং প্রবদেপাপং কোটিব্রহ্ম বধো " দ্ভবং। স্তুতিবাদ মিমাংমত্বা কুম্ভীপাকে মহীয়তে। " আকল্প নরকং ভুক্ত্বা ততো জায়েত গর্দ্দভঃ। এতদ্বিধায় ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাবলম্বনে অথবা অন্য কোন প্রকার পাপ করণে পতিত ব্যক্তি গঙ্গা স্নানানন্তর পুনরায় বেদধর্ম্মাচরণ এবং তদ্ধর্ম্মাক্রান্ত লোক সহিত ব্যবহার্য্য হলন ইচ্ছা করিলে সে অবশ্য গ্রাহ্য

গঙ্গাস্নানেন র্ব্ব নিষ্কৃতি

ও ব্যবহার্য্য হইবে। বরং এমত স্থানে ঐ বচন প্রমাণে তৎপ্রতি আপত্তিকারী তদ্দ্বেষ কারণে বোধ হয় এই মহৎ ভ্রমবশতঃ স্বয়ং পতিত হইতে পারে। তদ্রূপ ভগবন্নাম মাহাত্ম্য প্রতি সংশয়ী।

যদিও কেবল ভগবৎ প্রসঙ্গ অথবা জাহ্নবী-জলে স্নান মাত্র সর্ব্ব পাপ বিনাশের প্রধান কারণ, পরন্তু মহাজনাদি প্রাগ্‌-দর্শিত কারণাদি বশত অতি সদ্যুক্তি সম্মত পৌনঃপুন্য অত্যুৎকট দূষিত কর্ম্মাদি সঞ্চার সংহার এবমপি পাপ প্রবৃত্তি পক্ষে একের দৃষ্টান্তে অন্যের উদ্বোধ স্বরূপ সংস্কার জন্য যে সকল প্রায়শ্চিত্ত প্রণালি পূর্ব্বক পাপ বিশেষে বিধি করিয়াছেন তদ্বিপরীতাচরণে পূর্ব্ববৎ প্রত্যয় প্রত্যক্ষ ভাসমান. যেহেতু অধম জাতি পাপাসক্ত গণ ষড়্‌রিপুবাহন পশুবৎ আশু অসৎ পথেই গমন করে এতাদৃশ জন সম্বন্ধে পাপ বিনির্মুক্তি নিমিত্তে বিনা তপ দানাদি শুদ্ধ হরি সংকীর্ত্তন কিম্বা গঙ্গাবগাহন রূপ এমত অনায়াস সাধ্য প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থাপন তাঁহাদিগের পাপ প্রবৃত্তাংশে প্রকারান্তরে অভয় প্রদান, যেমন খড়্গপাণি দস্যু প্রতি চর্ম্ম বর্ম্ম সমর্পণ, কারণ তাহারা এতদ্বিশ্বাসে নির্ভয় প্রায় যদিচ্ছা পূর্ব্বক যথা শক্তি সম্ভব ক্রমিক দুর্দ্ধর্ষ্য নিষিদ্ধ কার্য্যে অহরহ প্রবৃত্ত রহিয়া এক এক বার ভগবন্নাম স্মরণ অথবা গঙ্গাস্নান দ্বারা পাপক্ষয় করিতে

সামান্য প
ক্ষে অতি স
লভ প্রায়
শ্চিত্ত অহু
পযুক্ত

পারিবে। এতন্ম অবস্থায় সুলভ ব্যবস্থায় ভবি
ষ্যৎ দুষ্কর্ম্ম পক্ষে কোন প্রকার ব্যাঘাৎ বা চিন্তা
কিঞ্চিন্মাত্র না থাকিা বরং ঐ নাম ও স্নান
রূপ অখণ্ডনীয় চর্ম্ম বর্ম্ম বলে গর্ব্বিত হইয়া অত্যন্ত
সহসা অনিবার্য্যা তৃষ্ণাতুরা মত্তমাতঙ্গিনী ন্যায়
বিচিত্র গামিনী কামনারূঢ় তত্ত্বাংকুশ বর্জ্জিত মূঢ়
লোভ তৎপর পামর হইতর কুৎসিত কর্ম্ম সাগর
প্রতি অবিশ্রাম ধাবমান থাকিবে।

এতদ্রূপ উদাহরণ উপস্থিত স্থলে ক্লেশ ব্যয়
সাধ্য প্রায়শ্চিত্ত দণ্ডাশঙ্কায় যে অধিকাংশ মধ্যম
জাতি লোক অবিদ্যা মোহিত ভোগজনক দুষ্ট
ইচ্ছা বলবতী বিধায় কষ্টে তাহা ত্যাগ করিয়া
থাকে, তাহারাও উক্ত ন্যায্য শাসনাভাবে ক্রমশঃ
কুপথগামী হইতে পারিবে। যেমন তরনীযানে ভীত
লোক নদী পারাবার ইচ্ছা থাকিলেও তাহা করে
না কিন্তু সুলভ সেও প্রাপ্তে নিবৃত্ত থাকে না।

দণ্ডাভাবে পা
পাচরণ বৃদ্ধি

এতাবতা প্রায়চিত্ত ব্যবস্থায় সাধারণ পাতকি
পক্ষে তপদানোপলক্ষে দণ্ড বা শাস্তি শুদ্ধ ভগবন্না
গাদি মাহাত্ম্য দ্বারা খণ্ড ও নাস্তি করিলে পাত্রা
পাত্রাবিবেচনায় হিতেবিপরীত বিধায় চরমাবস্থায়
রাজসিক ও তামসিক লোক সমূহ মধ্যে প্রবঞ্চনা
অপহরণ ছলনা বিশ্বাস হনন পরস্পর প্রতি বৃদ্ধি
প্রাপ্তে ক্রমশঃ ধর্ম্মের গ্লানি প্রাণি হানি প্রভৃতি

অঙ্কে বরা উৎপাতের কারণ জন্মিবে, যাহাতে অরাজক জন্য
বক এককালে পুণ্য শূন্য জগতের সৃষ্টি লোপাপত্তি
অচিরে সংঘটন হইবে।

অতএব পূর্ব্বোক্ত কারণাদি প্রতি বিশেষ
অভিনিবেশ পূর্ব্বক জনহিতৈষি নিদানদর্শি মহর্ষি
বর্গোক্ত যথা যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত সামান্য ও আশ্রমি
জীব সম্বন্ধে মাত্রেই অত্যন্তাবশ্যক ও অতি কর্ত্তব্য
জানিয়া সদ্বিবেচক অধ্যাপক মহাশয়েরা ব্যবস্থা
করেন, যেহেতু তাহার অবহেলনে যথোক্ত বহুবিধ
বিঘ্নোপদ্রব ব্যতিক্রম সম্ভব। শুদ্ধ ভগবন্নামাদি
মাহাত্ম্য দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত বিধি কেবল উত্তম জাতি
মানব অর্থাৎ উদাসিন সত্ত্বগুণাবলম্বি ব্যক্তি কদা
চিত ভ্রমবশতঃ কোন নিন্দনীয় কর্ম্মে পতিত হইলে
সেই পক্ষেই অর্হে, কারণ এমত জন ঐ প্রকার
স্বকৃত মলিন কর্ম্ম কর্ত্তৃক অত্যন্ত অনুতাপিত ও
ম্রিয়মান হইয়া পরিত্রাণ যত্নে প্রাচীন সংস্কার বশতঃ
স্বকীয় পন্থানুযায়ি সৎকর্ম্ম জপ তপস্যা ভজন
সাধনে প্রবৃত্ত থাকে।

আমাদিগের দেখা উচিত ম্লেচ্ছাদি ধর্ম্মাবলম্বনে কোন২ বিষয়ে দোষ উৎপত্তি হয় ও তাহা কি কি অংশে এপক্ষে শাস্ত্র ও যুক্তি সিদ্ধ বিচার সম্মত আপত্তি বিধান হইতে পারে ?

ম্লেচ্ছ ধর্ম্ম বার হিন্দুর কিক দোষ

প্রথমতঃ ঈশ্বর বিষয় বোধে তাহাদিগের দোষ সম্ভব নহে যেহেতু উহারা ঈশ্বরানুসন্ধান জন্যই অপর ধর্ম্ম অবলম্বন করে এবং কৃশ্চ্যান ও মহম্মদি প্রভৃতি মধ্যে কোন সম্প্রদায়ই অনীশ্বর বাদী নহে, কেবল নিরুপাধি পরমাত্মা প্রতি স্ব স্ব সম্বন্ধীয় উপাধি কল্পনা দ্বারা তাহাতে বিশেষতঃ ভদ্রূপ বিশেষ্য বিশেষণ আরোপ করণক আত্মাময় বস্তুকে প্রাকৃত বস্তু স্বরূপ বর্ণনা করা তাহাদিগের ভ্রান্তি এবং তদনুযায়ি উপাসনার মতান্তর বিধায় এপক্ষে বিরোধী মাত্র, যেমত মুসলমানদিগের ঈশ্বরোক্ত বোধে এমত প্রতীতি আছে যে " ঈশ্বরো নাস্তি কিন্তু

কৃশ্চ্যানাদি ঈশ্বর বাদী

সেই পরমেশ্বর যাঁহার দূত মহম্মদ" এব প্রকারে কৃশ্চ্যনগণেরাও ঈশ্বর বাক্য জ্ঞানে এপ্রকার ব্যাখ্য করেন যে" তিনিই পরমেশ্বর যাঁহার পুত্র ঈশুক্রাইষ্ট" ইত্যাদি উপাধি মাত্র ত্যাগ করিলে ভগবদ্বিষয়ে প্রায় পরস্পর নির্বিরোধী। অধিকন্তু সারদর্শি মতে ঐরূপ উপাধি হেতু বিরোধ ইত্যাদি তত্ত্ববোধ ও সূক্ষ্ম বিবেচনায় সমতা পায়, যে যদ্রূপ কীট পতঙ্গাদিকে আমাদিগের সামান্য দৃষ্টে বোধ হয় অতি ক্ষুদ্র ও হেয় জীব, পরন্তু যখন তদবস্থায় তাহাদিগেরও অধিকার আছে যে জগদীশ্বরকে স্ব স্ব প্রভু ও পিতা স্বরূপ জ্ঞান ও সম্বোধন করা, এবং পরিচয় দেওয়া, তখন মনুষ্যেরা তদপেক্ষা সৌভাগ্যবান্ তদংশে অনধিকারী কি প্রকারে হইতে পারে? এতাবতা প্রতিপন্ন হইল যে যথার্থ জ্ঞান মতে উক্ত ধর্ম্মাদি যাত্রী ঈশ্বর মান্যাংশে বিরোধী নহে কেবল ধর্ম্ম কর্ম্ম বিভিন্নতায় উপাসনা বিপ

তৎসংসর্গী ঈশ্বর বিষয়ে বিরোধী নহে

রীত বিধায় তাহারা হিন্দু সম্প্রদায়ে অপরাধী মাত্র।

অখাদ্যাদি ব্যবহার ও শাস্ত্রে তাহার প্রতিকার

দ্বিতীয়তঃ অখাদ্য অপেয় অগম্যা ব্যবহারাচরণ করণ কারণ তাহারা উৎকৃষ্ট দোষী ও প্রায়শ্চিত্তার্হ বটে, কিন্তু শাস্ত্রে ঐ সকল পাপের বিবিধ প্রকার প্রায়শ্চিত্ত সত্বে পতিত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তাকাঙ্ক্ষী হইলে তাহাকে তদ্দ্বারা উদ্ধার না করিলে আমাদিগকেও শাস্ত্র অমান্য জন্য অধর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে এবং ঐ সকল প্রায়শ্চিত্তাদি যদি এসকল কর্ম্মে প্রয়োগ না হয় তবে কি কার্য্যে লাগিবে ও কি উদ্দেশে সৃষ্টি হইয়াছে? অপিচ যদি সে প্রায়শ্চিত্তে সন্দেহ হয় তবে ঐ সকল কর্ম্ম পাপজনক কি প্রমাণে নিশ্চয়?

অপরঞ্চ মহাশয়রা বিবেচনা পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে সুগোচর হইবে যে উপ

স্বেচ্ছাচারীর হিত বিষয় প্রতি বর্ত্তমান কালীয় ব্যব
দি জাতি পত হারানুযায়ি আপত্তি উপযুক্ত নহে যে
ন কারণ হয় হেতু ইদানী এই মহানগর কলিকাতায়
তবে তবর্জিত অনেক হিন্দুতে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ দোষ
কে। কিয়দংশে দ্বিবিধ কিঞ্চিদংশে একবিধ
অত্যল্পাংশে অযকৃত বোধে নির্দ্দোষ
কিন্তু সংসর্গ সহকারে তাহাতেও তুল্য
দোষ, এবং ইহার নিকটস্থ অন্যান্য গ্রাম
বাসিগণেতেও আংশিক দোষ স্পর্শ হই
য়াছে, এতদ্বিধায় যদ্যপি উক্ত দোষ জন্য
(যাহাই ম্লেচ্ছযাজি হিন্দুর পক্ষে চির
পতনের প্রধান কারণ প্রকাশ পাইতেছে)
লোকের জাতিপতন স্বরূপ দণ্ড করা
উচিত হয় তবে ঐ বিষয়ের সীমা কি
তাহা বিশেষ পর্য্যন্ত যায় তাহা মহাশয়রা নিরূপণ
প্রতিক দোষ করিবেন। এতাবতা স্বেচ্ছাচার আহার
আংশর্য্যন্ত নহে ব্যবহারীর চর্চ্চা ইতি মধ্যে উত্তোলনে
তদ্ভাগি মহাশয়দিগের প্রতি দোষ নি
ক্ষেপ কোন মতে আমাদিগের উদ্দেশ

নহে, বরং তাঁহাদিগকে মধ্যবর্ত্তী স্বরূপ স্থাপনা পূর্ব্বক ও নিম্নে লিখিতব্য মতে তাঁহাদিগের বল আশ্রয় করণক পতিত ব্যক্তিদিগের উদ্ধার চেষ্টা করা, যেহেতুক ঐ সকল তেজস্বি মহাশয়দিগের সুখ ভোগাদি কার্য্যেতেই যে যথার্থ কোন দোষ জন্মে কি না তাহা বিশেষরূপ না জানিয়া সামান্য চলিত মতে তৎকার্য্য প্রতি দোষারোপণে অস্মদাদি অপরাধি হইবার সম্ভাবনা, কারণ আমাদিগের বেদ ও তন্ত্রাদি মতাবলম্বিত শাস্ত্র সকল সমুদ্র তুল্য অকূল যন্মধ্যে বহুবিধ বিষয় এক মতে নিষিদ্ধ অন্য মতে বিধেয় যথা বামাচারি শাক্ত মত তথা মহা নির্ব্বিকারি পরমহংস পন্থা, বৈষ্ণব ও যতি ধর্ম্ম সহিত পরস্পারের প্রতি যোজনায় একের বিধি ব্যবহার অন্যের বিপরীত লক্ষ হয়, পরন্তু ঐ চতুর্ব্বিধ সাধকই আমাদিগের পক্ষে পূজ্য ও মান্য তন্মি

শাস্ত্র বহুবিধ প্রযুক্ত খাদ্যা খাদ্যের মতা মত নানা প্রকার

কিন্তু উক্ত মত ব্যবহারাদিতে দোষ নি
র্ণয় করণে অতিশয় সংশয় প্রত্যক্ষ হয়।
অতএব যদিও যথেচ্ছাচার আহারাদি
দোষ জন্য গণ্য হয় কিন্তু যখন প্রায়
সকলই (যন্মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠবর্ণ মহাম
হোপাধ্যায় কুলীন মহাশয়রাও আছেন)
উক্ত প্রকার ব্যবহার না করিয়া ক্বচিৎ
স্নেহ কদাচিৎ অনুরোধ কখন দয়া কুত্রা
পি লোভ কিম্বা ক্ষোভ বশতঃ নিষিদ্ধ
ব্যবহারি ব্যক্তিগণ সহিত (যাহারা এ
ক্ষণে হিন্দু মধ্যে দলে বলে অধিক পুষ্টি)
মিশ্রিত ভূত-সম্যক্ প্রকারে প্রচলিত
আছেন তখন বিকৃত ম্লেচ্ছধর্মাবলম্বী
(যাঁহাদিগের দোষ বাস্তব নিষিদ্ধ ব্যব
হারি ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা অধিক গুরু
তর নহে) শাস্ত্র সম্মত প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার
ও উত্তীর্ণ হইলে পরে তাহাদিগকে
আমাদিগের সহিত চলন করণে কি
হানি সম্ভাবনা আছে ?

যখন স্বেচ্ছা
চারী অপেক্ষা
ম্লেচ্ছ ধর্মাব
লম্বির দোষ
অধিক নহে
তখন প্রায়শ্চি
ত্তোত্তর তৎ স
হিত ব্যবহা
রে কি হানি ?।

ধন জন বলে পতিতের উদ্ধার, তদভাবে বঞ্চনা, পক্ষপাত কি না?

তদনন্তর নিরুপেক্ষ শাস্ত্রদক্ষ জাতি কুলাধ্যক্ষ ধর্ম্মাশ্রয় মহাশয়গণ কৃপাব লোকন পূর্ব্বক বিচার করিতে আজ্ঞা হয় যে যৎকালীন কশ্চিৎ ধনাঢ্য অথবা মহদাশ্রিত ব্যক্তি কোন কারণ বশতঃ সর্ব্বতোভাবে মুসলমানীয় ধর্ম্মাচরণ করণক পতিত হইয়া পুনরায় ধনবলে উদ্ধার হয়, এবম্প্রকারে কোন ব্যক্তি সমুদয় নিয়মানুসারে মিসনরি চর্চ্চে বেপটাইষ্ট হইয়া কোন প্রবল মহাত্মার সহায়তায় পুনর্ব্বার ত্রাণ পায় পরে ঐ প্রকার উদ্ধৃত সকল ব্যক্তি হিন্দু সম্প্রদায় স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক অবিবাদে সম্যক প্রকারে প্রচলিত আছে, এতদ্দৃষ্টান্তে অপর সাধারণ নিরাশ্রয় নির্ধন পতিতগণ পক্ষে তৎ পরিমিত করুণানুকূল্য প্রকাশ না করিয়া তাহা হইতে যাবজ্জীবন তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখা ধর্ম্মতঃ ও

যুক্তি সম্মত স্পষ্ট পক্ষপাত ও অবিচার কি না? তজ্জন্য নিতান্ত ন্যায্য বোধে ও তৎকর্ত্তৃক বিশেষ দৃঢ় ভরসা পূর্ব্বক প্রার্থনা যে মহাশয়দিগের সদৃশ সদ্বংশ জাত মহোদয় জাতিকুলাশ্রয় মহাত্মা গণ ঐ সকল অন্যায় অঙ্গাঙ্গি রহিত করিয়া দেশ কাল ব্যবহার দৃষ্টে শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্মাভিপ্রায় সম্মত এবং ন্যায় ও যুক্তি সংযত সাধারণ পক্ষে বিনা গণতা সমতা বিধায় বিচার করিতে অবশ্যই আজ্ঞা করিবেন। যেহেতু পতিতের পরিত্রাণ লোকের জাতিকুল দান বিশেষতঃ সাধারণ পক্ষে সমান অকুতো ভয় বিনা লোভ গণতা রহিত ক্ষমাবান ও শাস্ত্রের সর্ব্বাংশে তুল্য দৃষ্টি ও দার্ঢ্য পূর্ব্বক সম্মান মহান ও অতিপ্রধান সর্ব্বতো ভাবে যোগ্য প্রতাপবান [যাঁহারা মহদ্বংশজাত প্রযুক্ত স্বভাবতঃ পরদুঃখে দুঃখী ও পরদায়ে কাতর] কর্তৃক মনোযোগ

অতএব দেশ কাল বিবেচনায় সমতা বিধায় বিচার করুন।

মহত্তের সাহায্য ভিক্ষণ ভিত ত্রাণ দুঃসাধ্য

ও শূরত্ব প্রকাশ ব্যতীত অন্যের দুঃসাধ্য, তদিতর নিষ্ঠুর সাহঙ্কারি বিদূষক পর ছিদ্রানুসারি জন কর্ত্তৃক বরং এমৎ মহৎ কার্য্য সাধনোদ্যোগে অন্যায় প্রতি কূল তর্ক আপত্তি বহুবিধ ব্যাঘাৎ সম্ভব। যেমন তাঁহাদিগের মধ্যে কোন২ পণ্ডি তাভিমানি ব্যক্তি উপস্থিত বিষয় স্বম্বন্ধে কহেন "যে এমত প্রকরণ একাকার করিবার লক্ষণ" কিন্তু কি চমৎকার হিতে বিপরীত ব্যবহার! প্রাগুক্ত রূপ বিনা প্রায়শ্চিত্ত সুখোন্মত্ত সর্ব্ব প্রকার ব্যবহারে রত স্বেচ্ছাচারিগণ সহিৎ যাঁহারা অম্লান বদনে অন্নাদি ভোজন প্রভৃতি সকল করণ কারণ করিয়া আসি তেছেন তাঁহারাই এমত পতিতকে যে যাহারা ঈশ্বরানুসন্ধান জন্য ভ্রমক্রমে ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাবলম্বি হয় প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সংগ্রহণে ভূরি২ আপত্তি ও বিতরাগি তদুদ্যোগি পক্ষ প্রতি ঐরূপ কটাক্ষ

তদিতর জন কর্ত্তৃক বরং ব্যাঘাৎ সম্ভব।

করেন। হায় কালের কি অপূর্ব্ব গতি লোকের কি বিচিত্র মতি ধর্ম্মানুষ্ঠানের কি অদ্ভুত রীতি পদ্ধতি! যথা বৃথা মাংসাসী বৈধমাংস প্রতি দ্বেষী, আত্মমতই প্রবল অতি সেই তাঁহাদিগের স্মৃতি অপরন্তু কিম্ভবিষ্যতি!!!

ইতি পূর্ব্ব মহাত্মাগণ কত শত অধম ও পতিত ত্রাণ করিয়াছেন যথা অধম নিস্তারি জনহিতকারি ৺ চৈতন্য দেব ভগবন্নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তণ দ্বারা কএক জন জাত মুসলমানকে উদ্ধার করণক হিন্দু মণ্ডলি মধ্যে উচ্চ ও বহুজন পূজ্য পদ দেন, এবং স্বর্গগত পরোপকার রত রামদুলাল সরকার মহাশয় কঞ্চিৎ মুসলমান ধর্ম্মে বিগত পতিত হিন্দু ব্যক্তিকে উদ্ধারান্তে বৃহৎ সমারহ পূর্ব্বক সমন্বয় দ্বারা হিন্দুজাতি মধ্যে পুনর্ব্বার চলন করেন।

ইতিপূর্ব্ব মহাত্মারা জাতাজাত ম্লেচ্ছ উদ্ধার করিয়াছেন।

অধুনাও অনেকানেক সদ্বিবেচক

মহাশয়গণ আত্মং২ পরিবার স্বজন মধ্যে কখন কোন বালক কৃশ্চ্যান ধর্ম্মাবলম্বন করিলে ও তাহা বিশেষ ব্যক্ত না হইতে তাহাকে প্রাপ্ত হইলে অতি সং গোপন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করণক তাহাকে স্বপরিবারে ও সমাজে চলন করিয়া থাকেন, তদ্দোষোপলক্ষে তাঁহাদিগকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে কালের গতি প্রযুক্ত অর্থাৎ ঐ সকল প্রাতঃস্মরণীয় জনাভাবে তাঁহারা ভীত হইয়া তদুত্তরে সর্ব্ববাদি সম্মত যে প্রসিদ্ধ প্রবঞ্চনা চলিত আছে তাহাই অবলম্বন পূর্ব্বক কহিয়া থাকেন যে " সে সকল জনরব কেবল অপবাদ মাত্র " পরন্তু পতিত বালকের অন্বেষণ ও আয়ত্ত বিষয়ে বিলম্ব হইলে এবং তৎসম্পর্কীয় বিধর্ম্মাচরণ বিস্তার পূর্ব্বক প্রকাশ পাইলে লোকভয় প্রতিবন্ধে তাহার

ইদানীং কেহ২ গোপনে পতিত সংগৃহীত করেন।

পিতা মাতাদি জীবিত পুত্র শোকাকুলে
মগ্নভূত চিরদিন দীন প্রায় দুঃখে দিন
পাত করে।

মহাত্মাদিগের পশ্চাৎগামী হইয়া পণ্ডিতের নিষ্কৃতি করুন।

এতন্নিমিত্ত প্রবিধান করিতে
অনুমতি হয়, ধর্ম্মাশ্রয় মহাশয়রা,! যে
ঐ সকল প্রাচীন মহাত্মাদিগের জন নি
স্তার যশোবিস্তার বৎ উক্ত সৎকর্ম্ম সকল
আমাদিগের সর্ব্ব সাধারণ পক্ষে উদ্বোধ
স্থল স্বরূপ গ্রহণ করা উচিৎ এবং তৎ
পথ প্রদর্শনানুসারে তাঁহাদিগের পশ্চাৎ
গামী হইয়া শাস্ত্রে সম্পূর্ণ দ্রাঢ্য সংস্থা
পন করিয়া ভ্রান্তিবশতঃ ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাব
লম্বন নিমিত্ত জাতিভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগের
প্রার্থনামতে সাধারণ সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট
রূপে উদ্ধার করণ ও তজ্জাতীয় সমগ্র
ব্যক্তির সহিত চলন বিষয়ে স্পষ্ট অনুজ্ঞা
প্রদান করুন, যদ্দ্বারা পতিতোদ্ধার
স্বরূপ ধর্ম্মলাভ ব্যতিরিক্ত পূর্ব্বোক্ত অবি
চার বিষয়ে যাহা শাস্ত্র বিপরীত কিন্তু

একর্ম্মে ত্রিবিধ ধর্ম্ম ও উভয় লোকে কুশল

ব্যবহার সহকার প্রযুক্ত প্রায় চলিত আছে যথার্থ বিচার করণক এঅংশেও ধর্ম্ম সংস্থাপন করা হয়, এবং তথাবিধ আমাদিগের শাস্ত্র উক্ত মত সম্পূর্ণ দৃঢ়তা পূর্ব্বক পালনে তদংশেও ধর্ম্ম সঞ্চয়, এতাবতা নিশ্চয় যে একর্ম্ম দ্বারা অনায়াসে ত্রিবিধ ধর্ম্ম লাভ সম্ভব, এবং তদ্ধর্ম্মাৎ উপস্থিত ব্যাপারে সানুকূল ও সহকারি সকল ব্যক্তি সম্বন্ধে পরলোক নিস্তার ইহলোকে পরোপকার হেতু যশোবিস্তার।

এবিষয় সিদ্ধাসিদ্ধ দুইবিধায় উদ্যোগিপক্ষ পুরস্কৃত এবং প্রতিযোগী তিরস্কৃত

যদিও কোন প্রকার দৈব ঘটনাৎ এবিষয় আপাতত সুসিদ্ধ না হয় তথাচ উদ্যোগিগণ আত্ম আত্ম সাধ্যানুসারে প্রতিকার চেষ্টা করণক উক্ত ধর্ম্ম ও প্রতিষ্ঠা অংশে প্রায় তুল্য ফলভোগী, পরন্তু তদ্বিপরীতে প্রতিযোগি ব্যক্তিরা উভয়াংশেই অপুরস্কৃত অর্থাৎ এবিষয় ভ্রষ্ট হইলে অখ্যাতির নিমিত্ত এবং

সকল হইলেও কাপুরুষের কারণ
হইবেন।

অপরঞ্চ যে যে ব্যক্তি অবোধ পুর
স্কারে এই মহৎ উদ্যোগ ভঙ্গ করিবেন
তাঁহাদিগকেও এই ব্যবস্থা চলনাভাবে
কালেতে স্বততঃ পরতঃ উক্ত মত ব্যভি
চারে পতিত দায়গ্রস্তভূত এবং তদু
দ্ধার উপায় রহিত প্রযুক্ত চিরকাল রোদ
ণ করিতে হইবে ও তখন উপস্থিত কর্ম্ম
সম্পর্কে বিপক্ষতা স্বরূপ স্বকৃত কার্য্যের
প্রতি ধিক্কার পূর্ব্বক আক্ষেপ সার হইবে।
এমত কেহ ভ্রান্তি না করেন যে এদায়
তাঁহার স্বকূলে ঘটিবে না, কারণ যখন
এপ্রদেশে মিসনরি দস্যুদল ধনে জনে
ছলে কৌশলে অতি প্রবল রাজসাহায্যে
দর্পিত সর্ব্বদা সকল স্থানে সচেষ্টা সন্ধানে
দিনে দিনে বৃদ্ধি পূর্ব্বক প্রবৃত্ত আছে তখন
কে কতক্ষণ সাবধানে সমর্থ হইবেন
এবং সে বিপদে পড়িবে কাহার দোহা

ইহার প্রতিকূলতা পরে আক্ষেপের কারণ হইবে

এদায়ে কেহ নির্লিপ্ত থাকিতে পারিবেন না।

ই দিবেন যেহেতু উক্ত মত বিপদগ্রস্ত দিগের যে রোদণ তাহা উপস্থিত বিচার কর্ত্তারা তদ্ধর্ম্মাক্রান্ত প্রযুক্ত মহোল্লাস যুক্ত শ্রবণ করেন।

অতঃপর সদ্গুণাকর সুবিজ্ঞবর মহাশয়রা উদিত বিষয় প্রতি মনোযোগ পূর্ব্বক বিশেষ বিবেচনা করিয়া বর্ত্তমান সময়কে শেষ সাবকাশ জানিয়া হিন্দু জাতির চিহ্ন থাকিতে এমত বিহিত উপায় ত্বরায় করিতে আদেশ হয় যদ্দ্বারা পৃথিবী এককালে হিন্দু শূন্যাভূতা বেদ বিহিত সনাতন ধর্ম্ম নিতান্ত লোপ না হয় অর্থাৎ ভ্রান্ত ম্লেচ্ছ-ধর্ম্মাবলম্বনে পতিত হিন্দুদিগকে তাহাদিগের প্রার্থনা মতে আমাদিগের উক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র ব্যবস্থানুযায়ি সংস্কার দ্বারা উদ্ধার ও স্বজাতি সহিত ব্যবহার করণ সর্ব্ব সাধারণ পক্ষে আজ্ঞা করেন ইতি।

অথ ব্যবস্থা পত্র

বাল্যাবধি ম্লেচ্ছ গুরুক দৃঢ়ীকৃত বুদ্ধিতয়া ধর্ম্মভ্রমেণ স্বস্ব ধর্ম্ম বিরুদ্ধ ম্লেচ্ছান্ন ভক্ষণাপেয়পান স্বস্বজাতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ম্লেচ্ছধর্ম্ম গ্রহণাদি বুদ্ধি পূর্ব্বক বহুতর কুৎসিত কর্ম্মানুষ্ঠানেন পতিতানামপি কৃতচতুর্ব্বিংশতি বার্ষিকাদ্যনু কল্পাশীত্যাত্তর সহস্র কাষাপণীদানাদিরূপ যথোক্ত প্রায়শ্চিত্তানাং ব্যবহার্য্যত্ব মস্যের তাদৃশ পাতিত্য ব্যক্তেরধর্ম্মবুদ্ধি পূর্ব্বকৃত জনবধা ভাবেন প্রায়শ্চিত্তানপনেয়া ব্যবহার্য্যত্বা নাপাদকত্বে সত্যামেব। ধর্ম্ম বুদ্ধ্যোত্তমাঙ্গ গৌরবোদয়াৎ তদৈবতদাপাদকতয়া বধাং রক্তবান্থাং জ্যাতিভ্রংশাদি পঞ্চাপ্রকৃষ্ট কতৃক বুদ্ধি পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ বধজন্য পাতিত্য ব্যক্তে গুরুত্বাৎ। এব প্রায়শ্চিত্তা নপনেয়া ব্যবহার্য্যত্বা পাদনস্য শূলপাণি প্রভৃতিভির্দর্শিতত্বাৎ তথৈব কল্পনস্য ন্যায্যত্বাদতএব স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যেণাপি এতেন মদ্যপি ব্যভিচারি স্ত্রীবধে অল্পমেব প্রায়শ্চিত্তং তথাপি বাচনিকোয়ং ব্যবহার প্রতিষেধঃ। ইতি মিতাক্ষরোক্তং নযুক্তিসহং। কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য নকর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্ম হানিঃ প্রজায়তে। ইতি বৃহস্পত্যুক্তে রিত্যুক্তং “ নহু সগরস্তাৎ প্রতিজ্ঞাঞ্চ গুরোর্বাক্যং নিশম্যচ। ধর্ম্মং জঘান

তেষাং বৈ বেশান্যত্বং চকারহ । ইতি হরিবংশোক্তত্বং
তথা কৃতান যবনাদীনুপক্রম্য তেচাত্মধৰ্ম্ম পরিত্যাগান্
ম্লেচ্ছতাং যযুরিতি বিষ্ণুপুরাণোক্তত্বঞ্চ আত্মধৰ্ম্ম পরিত্যাগ
পূৰ্ব্বক ম্লেচ্ছধৰ্ম্ম গ্রহণাদিনা ম্লেচ্ছতাং প্রাপ্তানাং কথং
প্রায়শ্চিত্তীয়তা কথং বা কৃত প্রায়শ্চিত্তানাং ব্যবহার্য্যতা
তথাত্বেহপিবা ম্লেচ্ছ জাতীনামপি প্রায়শ্চিত্তীয়তা ব্যব
হার্য্যতাচ স্যাদিতি চেন্ন ,, তৎপরম্পরয়া সপ্তম পঞ্চমাদি
জন্মাবধেঃ প্রায়শ্চিত্ত দর্শনাৎ জাতি প্রাপ্ত্যনন্তর এবা
ব্যবহার্য্যতায়াঃ প্রায়শ্চিত্তানর্পনে যত্না দতে, ম্লেচ্ছ জাতীনাং
প্রায়শ্চিত্তীয়ত্ব্য ব্যবহার্য্যতাদ নাশঙ্কনীয়া নাতু অভ্যাসা
দিনা পাতিত্য ব্যক্তিকুৎপন্ন সাজ্ঞানকৃত জন্যাপি অভ্যা
সাধিক্যেন গুরুতরা ভবিতুং নার্হতি যতস্তদনন্তরং অভ্যাস
স্বপর পাপব্যক্তে রেবোৎপাদকো মতুতস্যা উৎকর্ষং জন
য়তি জাতব্রহ্মবধজন্য পাতিত্যস্ত তাদৃশাস্মরজন্য পাতিত্য
বদিতি স্মার্ত্ত শূলপাণি মত পরিষ্কৃতা ব্যবস্থা ।। ইতি
বিদুষাং পরামর্শঃ ।।

অত্র প্রমাণং ।। ইয়ং বিশুদ্ধি রূদিতা প্রমাপ্য
কামতো দ্বিজং । কামতো ব্রাহ্মণবধে নিষ্কৃতির্নাস্তিধীয়তে।।
ইতি মনুবচনং ইয়মিতি । এতস্তু প্রায়শ্চিত্তং বিশেষোপ
দেশমন্তরেণাকামতো ব্রাহ্মণবধেহভিহিতং কামতস্তু ব্রাহ্মণ
বধেনেয়ং নিষ্কৃতির্নৈতৎ প্রায়শ্চিত্তং কিন্তুতোদ্বিগু
ণাদি করণাত্মক মিতি প্রায়শ্চিত্ত গৌরবার্থং নত্বপ্রায়শ্চিত্তা
ভাবার্থং কামতস্তু কৃতংমোহাৎ প্রায়শ্চিত্তৈঃ পৃথক্ বিধৈ

রিতি পূর্ব্বোক্ত বিরোধাদিতি কুল্লুকভট্ট ব্যাখ্যানং মোহা
দিতি মোহশব্দেন যেবেহ বুদ্ধিপূর্ব্ব ব্যতিক্রম ইত্যাদি
ভবিষ্যোক্ত বুদ্ধি শব্দোপাধর্ম্মজ্ঞান মেবাভিধত্তে সত্য
ধর্ম্মজ্ঞানে পাপগৌরবার্থ মিদমুক্তং মোহাদিতি শূলপাণি
লিখনং । যথা ভবিষ্যে মহেশ্বরপাদাঃ । কামতো ব্রাহ্মণ
বধে যদেতন্মনুনোদিতং । একান্ততো বিপ্রবধ বর্জনার্থ
মুদীরিতং । নহ্য কত্রাপি বিষয়ে বৈ চেতসং বিছুঃ ॥ গুণা
ন্বিতস্য যো বিপ্রং হন্তি হীনস্য কামতঃ । কিংতোতি বুদ্ধি
পূর্ব্বস্তু মন্তবেত্তস্য নিষ্কৃতিঃ । ইতি শূদ্রাণাং বিশেষেণ
ফলভাং কামতো বিদ্ । প্রায়শ্চিত্তীভবেৎ পুত্র কামতো
নির্গুণে হতে ॥ সগুণে নিহতে কামান্নিষ্কৃতির্নবিধীয়তে ।
বিপ্রবধ বর্জনার্থমিত্যনেন নিন্দার্থ মেতোক্তং অতোঅজ্ঞানতো
ব্রাহ্মণস্য সগুণ নির্গুণ ব্রাহ্মণবধে দ্বাদশবার্ষিকাদি ব্রতং ।
কামতস্ত যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত প্রকারেণ মরণং ক্ষত্রিয়াদীনাং
নির্গুণ ব্রাহ্মণবধেপ্যেবং সগুণ ব্রাহ্মণ বধে নিষ্কৃত্যভাবঃ ।
বস্তুতস্তু নিষ্কৃত্যভাব বচনং মরণ নিরূপিত চতুর্বিংশতি
বার্ষিক প্রায়শ্চিত্তস্যাপিক্রতে দ্বাবজার্য্যতা ভাবপরং নতু
প্রায়শ্চিত্তাভাবার্থ মিতি প্রায়শ্চিত্ত বিবেক লিখনং ॥
অত্রেদং ভবিষ্যোক্তে নিষ্কৃত্যভাবে বিশেষমাহ বস্তুত
স্ত্বিতি ক্ষত্রিয়াদীনাং সগুণ ব্রাহ্মণবধে ভবিষ্য মনু বচ
নাভ্যাং নিষ্কৃতির্নাস্তীতি যদুক্তং তদ্দ্ব্যবহার্য্যতা বিষয়মিতি
প্রায়শ্চিত্ত বিবেক টীকাকৃদ্গোবিন্দানন্দ লিখনং "জাত্যুং
কর্ম্মযুগেজ্ঞেয়ঃ সপ্তমে পঞ্চমেপিবা । ব্যত্যয়ে কর্ম্মণাং

স্যমাং পূর্ব্ববদধবোত্তরং । ইতি যাজ্ঞবল্ক্য বচনং । জাত যো মূর্দ্ধাভিষিক্তাদ্যাঃ তাসা মুৎকর্ষোব্রাহ্মণত্বাদি প্রাপ্তিঃ । জাত্যুৎকর্ষোযুগে জন্মনি সপ্তমে পঞ্চমেপ্যপি শব্দাৎ । ষষ্ঠেবা বোদ্ধব্যঃ । কিঞ্চ কর্ম্মণাং ব্যত্যয়ে বৃত্ত্যা র্থানাং কর্ম্মণাং ব্যত্যয়ে বিপর্য্যাসে যস্য হীন বর্ণস্য কর্ম্মণা জীবতি তৎসমান জাতিত্বং ভবতি । তদযথা ব্রাহ্মণঃ শূদ্র বৃত্ত্যা জীবন্ তামপরিত্যজ্য যদি পুত্র মুৎপাদয়তি সোপি তয়ৈব বৃত্ত্যা জীবন্ সপ্তমে শূদ্রং ক্ষত্রিয়োপি শূদ্র বৃত্ত্যা জীবন্ ষষ্ঠে শূদ্রং বৈশ্যোপি শূদ্রবৃত্ত্যা জীবন্ তামপরিত্য জন্ পুত্র মুৎপাদয়তি সোপ্যপরং এবং ক্রমেণ পঞ্চমে শূদ্রং জনয়তি । ইত্যাদি মিতাক্ষরা ব্যাখ্যানং শূদ্রায়াংব্রাহ্মণা জ্জাতঃ শ্রেয়সাচেৎ প্রজায়তে । অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যা সপ্তমাদ্যুগাৎ । শূদ্রো ব্রাহ্মণ তামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং । সনকৈস্তু ক্রিয়া লোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়ঃ জাতয়ঃ বৃষ লত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণা দর্শনেন চ । পৌণ্ড্রকা শ্চোড্র দ্রবিড়াঃ কাম্বোজাঃ যবনাঃ শকাঃ । পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ মুখ বাহূ রুপজ্জানাং যালোকে জাতয়ো বহিঃ । ম্লেচ্ছ বাচ শ্চার্য্যবাচঃসর্ব্বেতে দস্যবঃ স্মৃতাঃ।। ইতি মনুবচনং । শনকৈরিতি ইমা বক্ষ মাণাঃ ক্ষত্রিয় জাতয় উপনয়নাদি ক্রিয়া লোপেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ যাজনা ধ্যাপন প্রায় শ্চিত্তাদ্যর্থ দর্শনাভাবেন শনৈঃশনৈর্লোকে শূদ্রত্বং প্রাপ্তাঃ পৌণ্ড্রকা ইতি পৌণ্ড্রদেশোদ্ভবাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সন্তঃ ক্রিয়া লোপা দিনা শূদ্রত্ব মাপন্নাঃ । মুখেতি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাণাং

ক্রিয়া লোপাদিনা যাজ্ঞা ভাষা বাহ্যা জাতা ম্লেচ্ছ তস্য যুক্তা
আর্য ভাষোপেতাব। তেদস্যবঃ স্মৃতাঃ। ইতি কুল্লুক
ভট্ট ব্যাখ্যানং। তথা প্রতিক্ষণং পূর্ব্ব পূর্ব্বোৎপন্ন পাপ
ব্যক্তি সহ কৃতোত্তরোত্তর সংসর্গাদ ন্যান্যাএব পাপব্যক্ত
য়োমহত্য উৎপাদ্যন্তে পূর্ব্বাপর্ব্বাচ উৎপাদ্যৈব বিনশ্যন্তি
বৃহস্পতেস্ত মূল পাপ কর্ত্তৃ সম দুরিত পূর্ব্বব্যক্তি রুৎপদ্যতে
সাচ সম্পূর্ণ নরক ফলা। বৃহস্পত্যা ত্বাস্তরে অল্প নরক কালেন।
অতএব প্রায়শ্চিত্ত বাক্য মপ্যেকং নত্বভিন্নঃ সমানাঃ পাপ
ব্যক্তয়ঃ সমুদায়াৎ সম্পূর্ণ নরক ফলা সম্পূর্ণ নরকস্য ব্রহ্ম
বধাদারেক পাপ ব্যক্তি রুৎপদ্য দক্ষণ দিতি শূলপাণি
লিখনং।

অনন্তর অত্রৈব কামতো ব্যবস্থায়াং স্মৃতি পথ স্কন্দলকাবচনেষ্ব
কারং প্রায়শ্চিত্য নিরূপার্থ মেতেষ্ব মিতাক্ষরা কল্পমদন পারি
জাত জিকন প্রভৃতি ভিন্ন কার প্রশেষম কৃত্বা কামকৃত মহা
পাতকিনঃ কৃতেপি চতুর্বিংশতি বার্ষিকে নরক ফলোৎপাদক
পাপাপগমো নভবতি কিন্তু ব্যবহার্য্যতা মাত্র মিত্যেব মুক্ত
মিতি তত্তন্মত প্রাহিনাং তত্তদ্দেশ নিবাসিনাং কৃত যথো
ক্ত প্রায়শ্চিত্ত স্যোক্ত রূপ পতিতস্য ব্যবহার্য্যতায়াং নকাপি
শঙ্কেতি অতঃ সর্ব্ব দেশীয় সর্ব্বমত সিদ্ধেব দর্শিত বিষয়ে
ব্যবহার্য্যতা নিস্কলঙ্কেতি।।

অধ্যাপক মহাশয়

স্বাক্ষর কারি দিগের নাম

শ্রীকাশীশ্বর শর্ম্মণাম্

সাং বহির্গাছী

শ্রীব্রজকুমার শর্ম্মণাম্

সাং বংশবাটী

শ্রীশিবনারায়ণ শর্ম্মণাম্

সাং মহেশ্বর পুর

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ শর্ম্মণাম্

সাং আগড়পাড়া

শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণাম্

সাং পুঁড়া

শ্রীবনমালি শর্ম্মণাম্

সাং কুমারহট্ট

শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণাম্

সাং পানিহাট্যাং

শ্রীতারাচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্

সাং পম্পুর

শ্রীরাখালদাস শর্ম্মণাম্ সাং কুনীগ্রাম

শ্রীবিশ্বনাথ দেবশর্ম্মণাম্

সাং মির্জাপুর

শ্রীঠাকুরদাস দেবশর্ম্মণাম্

নরীট্যা গ্রামনিবাসিনাং

শ্রীহরিনারায়ণ দেবশর্ম্মণাম্

মুর্শিদাবাদনাম্নিস্থাননিবাসিনাং

শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণাম্

সাং কাশীপুর

শ্রীশিবচন্দ্র শর্ম্মণাম্

সাং বারাসাত

শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মণাম্

সাং ত্রিবেণী

শ্রীআনন্দচন্দ্র শর্ম্মণাম্

সাং সিমুলা

শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীকালীদাস শর্ম্মণাম্

সাং দলপতিপুর

শ্রীমধুসূদন শর্ম্মণাম্

সাং হরিনাভি

শ্রীগঙ্গানারায়ণ শর্ম্মণাম্

সাং ফুলেবেলগড়ে

শ্রীরাজনারায়ণ শর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মণাম্

সাং বংশবাটী

শ্রীকালীদেব শর্ম্মণাম্

সাং মাজেদ

শ্রীভবদেব শর্ম্মণাম্

সাং ফরাশডাঙ্গা

শ্রীকান্তিচন্দ্র শর্ম্মণাম্

সাং অম্বিকা

শ্রীকালীকান্ত শর্ম্মণাম্

সাং আনন্দধাম

শ্রীরামনৃসিংহ শর্ম্মণাম্

সাং শান্তিপর

শ্রীকালাচাঁদ শর্ম্মণাম্

সাং দেপুর

শ্রীব্রহ্মাণ্য দেবশর্ম্মণাম্

সাং বংশবাটী

শ্রীগয়ারামশর্ম্মণাম্

বেড়াগড়ি

শ্রীপ্রেমচাঁদ শর্ম্মণাম্

কণ্টকপুষ্করিণী নিবাসিনাং

শ্রীপ্রভাকর শর্ম্মণাম্
শ্রীগোলকনাথ শর্ম্মণাম্
শ্রীলক্ষ্মীকান্ত শর্ম্মণাম্
শ্রী ব্রজনাথ শর্ম্মনে
শ্রীরামমোহন শর্ম্মণাম্ সাং নবদ্বীপ
শ্রীচণ্ডীচরণ শর্ম্মণাম্

[illegible]পুর নিবাসিনাং

শ্রীরামরত্ন দেবশর্ম্মণাম্

সাং [illegible]

শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মণাম্

নবদ্বীপ নিবাসিনাং

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ শর্ম্মণাম্ সাং কাশীবাটী

শ্রীভৈরবচন্দ্র তর্কপঞ্চানন

সাং নবদ্বীপ

শ্রীমাধব ~~যাদবচন্দ্র~~ শর্ম্মণাম্ সাং ঐ

শ্রীআনন্দময় দেবশর্ম্মণাম্ সাং আড়পাড়া

শ্রী নৃসিংহ দেবশর্ম্মণাম্ সাং নবদ্বীপ

শ্রীনবীনচন্দ্র শর্ম্মণাম্

সাং বালিসী

শ্রীনবকৃষ্ণ শর্ম্মণাম্

হোগলকুঁড়ে নিবাসিনাং

শ্রীযজ্ঞেশ্বর শর্ম্মণাম্

সাং জোড়া বাগান

শ্রীমধুসূদন শর্ম্মণাম্

সাং ত্রিবেণী

শ্রীউমাচরণ শর্ম্মণাম্

নবদ্বীপ নিবাসিনাং

শ্রীরামমোহন দেবশর্ম্মণাম্

সাং হরিপাল

শ্রীহরিনারায়ণ শর্ম্মণাম্

হাসিফলয়া নিবাসিনাং

শ্রীকালীদাস দেবশর্ম্মণাম্ সাং সিমুলিয়া

শ্রীপীতাম্বর শর্ম্মণাম্ সাং বিল্বগ্রাম

শ্রীমধুসূদন দেবশর্ম্মণাম্ সাং গৌর হাটী

শ্রীগোপালচন্দ্র শর্ম্মণাম্

সাং সোভাবাজার

শ্রীকৃষ্ণকমল দেবশর্ম্মণাম্

শ্রীতিত্তরাম শর্ম্মণাম্ বিপ্রপুষ্করিণী নিবাসিনঃ

~~আরিয়াদহ নিবাসিনাং~~

শ্রীরামদাস দেবশর্ম্মণাম্

সাং ত্রিবেণী

শ্রীঅক্ষয় শর্ম্মণাম্ সাং বিপ্রপুষ্করিণী

শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মণাম্ সাং শ্রীরামপুর

শ্রীচন্দ্রকান্ত দেবশর্ম্মণাম্

শ্রীরামকুমার শর্ম্মণাম

বিক্রমপুর গ্রামস্থ

~~শ্রীরামকুমার শর্ম্মণাম~~

শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণাম

শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণাম্

সাং সোনাগাছী

শ্রীকালাচাঁদ দেবশর্ম্মণাম্

সাং ভাটপুর

শ্রীশ্রীনারায়ণ দেবশর্ম্মণাম্

সাং গোবরডাঙ্গা

শ্রীকালীনাথ দেবশর্ম্মণাম্ সাং বাশবেড়িয়া

শ্রীপীতাম্বর শর্ম্মণাম্

সাং বরাহনগর

~~শ্রীজয়শঙ্কর শর্ম্মণাম্~~

শ্রীউমাকান্ত শর্ম্মণাম্ সাং চৈত্রপাড়া

শ্রীরামগোপাল দেবশর্ম্মণাম্

সাং সিমুলিয়া

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ শর্ম্মণাম্

বালি নিবাসিনাং

শ্রীচণ্ডীচরণ শর্ম্মণাম্

সাং কামারহাটি

শ্রীরামেশ্বর দেবশর্ম্মণাম্

সাং উলা

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মণাম্

সাং ময়মনসিং

শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মণাম্

সাং গুপ্তপল্লী

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্

মাহেশ নিবাসিনাং

শ্রীরামকমল দেবশর্ম্মণাম্

রানাঘাট নিবাসিনাং

শ্রীদীনবন্ধু শর্ম্মণাম্

সাং কোন্নগর

শ্রীরুদ্রেশ্বর শর্ম্মণাম্

শ্রীপীতাম্বর শর্ম্মণাম্

সাং গোপীবাগান

শ্রীহরমোহন শর্ম্মণাম্

সাং আরিয়াদহ

শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্করত্ন

সাং নবদ্বীপ

শ্রীগঙ্গানারায়ণ শর্ম্মণাম্

সাং নন্দনবাগান

শ্রীকালীচরণ শর্ম্মণাম্

শ্রীনীলমণি সার্ব্বভৌম

সাং নবদ্বীপ

শ্রীরামেশ্বর বিদ্যারত্ন সাং ঐ

~~শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণাম্~~

চিংড়িপোতা নিবাসিনাং

শ্রীহরচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্

শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণাম্ সাং হালদারের বাগান —

শ্রীগুরুপ্রসাদ শর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীআনন্দচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্

সাং [illegible] —

শ্রীভোলানাথ শর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীসূর্য্যকান্ত শর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীভুবনেশ্বর শর্ম্মণাম্

শ্রীহরিরাম শর্ম্মণাম তর্কসিদ্ধান্ত

সাং নবদ্বীপ

শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণাম তর্কবাগীশ

নিমিড়াগাছি নিবাসিনাং

শ্রীহরদেব শর্ম্মণাম বিদ্যাবাচস্পতি

সাং বংশবাটী

শ্রীভবশঙ্কর শর্ম্মণাম বিদ্যারত্ন

সাং হাতিবাগান

কলিকাতার

কুমারটোলা নিবাসিনাং ন্যায়ভূষণোপাধিক

শ্রীরামমোহন শর্ম্মণাম

ন্যায়ালঙ্কারোপাধিক

শ্রীরূপচন্দ্র শর্ম্মণাম

সরাতির বাগান নিবাসিনাং

পতিতোদ্ধার

বিষয়ক

ও ব্যবস্থা পত্রিকা

পতিতোদ্ধার সভার সভ্য মহাশয়দিগের

অনুমত্যনুসারে।

সমাচার সুধাবর্ষণ যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত

হইল।

কলিকাতা শকাব্দা।

১৭৭৫

☞ বর্ত্তমান সভালয় ও পত্রিকাগার শ্রীশিবচন্দ্র

মল্লিকস্য ভবন কলিকাতা আনড়াতলা।

শ্রীশ্রী ভগবৎ পতিত পাবনায় নমঃ ।

বেদ ধর্ম্মাক্রান্ত সর্ব্বসাধারণ জনশ্রুতি
পতিতোদ্ধার সভার সভ্যগণস্য নিবেদন

যেহেতু আমাদিগের হিন্দু জাতির
মধ্যে পরধর্ম্ম যাজন বিষয়ে কেবল পত
নের পথ পরিসর ও উদ্ধারের পন্থা সাধার
ণ পক্ষে নিতান্ত রুদ্ধ থাকায় আমাদিগের
দল বল যাহা পূর্ব্বে সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্ট ও
প্রবল ছিল তাহা স্বকীয় রাজ্য হীনাবস্থা
প্রযুক্ত এবং দুর্দ্দান্ত মুসলমান হস্তে পতিত
হইয়া বিবিধ প্রকার অন্যায় বল অর্থাৎ
অস্ত্রাঘাতাদি শাস্তি দ্বারা বহু জনের ধন
প্রাণ নষ্ট হবাতে অত্যন্ত ক্ষয় পায়
যৎ কর্ত্তৃক অধিকাংশ হিন্দু নিরুপায়

হিন্দু জাতির
পতন পথ বি
স্তার ও নিস্তা

ত্র পথ রুদ্ধহেতু বিধায় মুসলমানীয় ধর্ম্ম অঙ্গীকার ক
ক্রমেহ্রাসপ্রাপ্ত তৎ প্রযুক্ত হিন্দুস্থান ও বাঙ্গালা প্রভৃ
দেশে ক্রমশঃ হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানে
ভাগ অধিক প্রকাশ পাইতেছে। তদ
ন্তর দুর্বৃত্ত মুসলমানীয় অত্যাবশিষ্ট যা
কিঞ্চিদংশ হিন্দু অবশেষ ছিল তা
কৃশ্চ্যন মহাশয়েরা এ প্রদেশে অ
কার প্রাপ্তে মন্ত্রণা ছলনা দ্বারা প্রতি
ক্ষীণ করিতেছেন।

কিন্তু নিরুপায় হিন্দুদিগের অ
ধর্ম্ম যাজন পূর্ব্বক জাতি পতন হই
এইক্ষণকার ব্যবহার মত তাহা হই
সাধারণের উদ্ধার পথ রোধ প্রযুক্ত
ল ম্লেচ্ছরাই সাবকাশ মতে তাহাদি
র ধর্ম্ম যাজনাদি দ্বারা লোকের জ
পতন বিষয়ে অন্য জাতি অপেক্ষা
ঐ অন্য সকল জাতির প্রতি অধিক চেষ্টা ও আত্র
ম্লেচ্ছরা হিন্দুর করে তাহার কারণ এই যে অন্য ধর্ম্ম
জাতি ভ্রংশনে স্ত যথা মুসলমান ও কৃশ্চ্যন তন্ম

অধিক চেষ্টা করে

কোন ব্যক্তি মুসলমান ক্রাইষ্ট ধর্ম্মাবলম্বন করতঃ পরে পুনর্ব্বার তাহার পূর্ব্ব ধর্ম্ম যাজন ইচ্ছা হইলে তাহাদিগের যথা শাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তরূপ "তৌবা„ করিলে পুনরায় অনায়াসে মুসলমান হইয়া সকল মুসলমানের সহিত স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক প্রচলিত হইয়া থাকে তাদৃশ কোন ব্যক্তি কৃশ্চ্যান মুসলমানীয় ধর্ম্মাবলম্বী হইলে মতান্তর বিধায় অক্লেশে পুনর্ব্বার কৃশ্চ্যান হইয়া সমুদয় কৃশ্চ্যানদিগের মধ্যে অপ্রভেদ পূর্ব্বক চলিত হয় এই বিশেষ কারণ প্রযুক্ত ঐ সকল ধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিরা পরস্পরকে আত্ম ধর্ম্ম যাজনে বিশেষ অর্থাৎ তদ্রূপ যত্ন করে না যদ্রূপ পশ্চাদুক্ত উপায় সত্ত্বেও নিরুপায় ন্যায় হিন্দু প্রতি চেষ্টা করে, যেহেতু সকল ম্লেচ্ছাদিজন ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিলেও উহাদিগের উদ্ধার পন্থা সুলভ বিধায় তাহাতে স্থায়ী সম্ভব নহে, কিন্তু হিন্দু জাতীয় নিরাশ্রয় নির্ধন

উদ্ধার সম্ভাবনা থাকে ম্লেচ্ছরা পরস্পর প্রতি বিশেষ চেষ্টা করে না

জন দৈবাৎ ভ্রমক্রমে ম্লেচ্ছ ধর্ম্ম এ
বার অবলম্বন পূর্ব্বক তজ্জাতি প্রাপ্তে
ত্তরকালে তাহার রাগ ভ্রান্তি শান্তি হই
লে এবং উক্ত স্বকৃত দুষ্কর্ম্ম প্রতি ঘৃণা
ন্মিলেও কেবল আক্ষেপে মগ্ন ও মনে
দুঃখিত হইয়া চির পতিত থাকিয়া অ
জন্মকাল বিবিধ চেষ্টায় উদ্ধার হয় ন
কেবল ধনাঢ্য অথবা মহদাশ্রিত কো
ব্যক্তি এপ্রকার বিপদে পতিত বিশে
চেষ্টা করিলে ক্বচিৎ ত্রাণ পায়।

দুঃখি হিন্দুর জাতিপতন হইলে চিরপতিত থাকে

অতএব নিবেদন এবিষয় উত্থাপনে
তাৎপর্য্য ম্লেচ্ছদিগের আধুনিক ধ
অস্মদাদি সম্বন্ধে উক্ত মতে আক্রমণ
কৌশল পূর্ব্বক যাজন বিরোধে আম
দিগের প্রাচীন ধর্ম্ম সংস্থাপন এবং তদ্
রা আমাদিগের দল বল রক্ষণাবেক্ষ
উপায় অন্বেষণ ভিন্নও অন্য কিঞ্চি
সূক্ষ্ম ও যুক্তি বিরোধি বিষয় ঐ উপলে
লক্ষ্য হইতেছে যে কোন ব্যক্তি অবো

প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা

দোষ ক্ষমা না করা অবিচার কি না।

পুরস্কারে আত্মা সম্বন্ধীয় এমত কোন প্রকার অপরাধগ্রস্থ হইলে মৎ কর্তৃক অন্যের অপকার অসম্ভব পরে তাহার আত্মভ্রম প্রকাশ পাইলে তদ্দোষ ক্ষালন কারণ মনোচিত্ত দণ্ড প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার প্রাপ্তে তথাচ যদি সে অপরাধ মার্জ্জনা না হয় তবে তাহা যুক্তি বিরোধি ও অবিচার কি না।

[illegible]

যেমন সকল অপরাধের দণ্ড তেমন সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে তবে কেন বিধর্ম্মে পতিত হিন্দু মুক্ত হয় না

এ অতি আশ্চর্য্য যে সর্ব্ব প্রকার মহাপা
দ কাদি সম্বন্ধে আমাদিগের শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত স
যথা শাস্ত্র "দণ্ডবত্ প্রায়শ্চিত্তানি ভবন্তি" যথ
"ক্ষারোপ স্বেদ দণ্ডনির্ণোদন প্রক্ষালনাদিভি বাস
"সি শুদ্ধন্তি এবং তপোদান যজ্ঞৈঃ পাপ কৃতঃ শুদ্ধি
"সুপয়ন্তি অস্তিগাত্রাম্মলনিব তমো ভানুভয়াদযথা
"দানেন তপসাচৈব সর্ব্ব পাপ মপোহতি" ইতি
হারীতাদি মুনি বচন, অস্যার্থ যথা সকল অপর
ধের দণ্ড আছে তথা সকল পাপের প্রায়শ্চি
বিহিত হয়. এবম্প্রকারে সকল প্রায়শ্চিত্তে
মুখ্যও ক্রমশঃ অনুকল্পবিধি থাকাতেও পরধর্ম্ম
যাজনোপলক্ষে পতিত জন সম্যক প্রকারে নির্ম
ও প্রায়শ্চিত্তাকাঙ্ক্ষী হইলে ইদানী তদ্দ্বারা মুক্ত
হয় না, যদি কহেন যে ঐ সকল ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত

প্রায়শ্চিত্তেও অব্যবহার্য্য নিন্দার্থবাদ

করিলে তাহাদিগের দুরদৃষ্ট নষ্ট হয় কিন্তু তথাচ ত
হারা ব্যবহার্য্য নয়, একথার অভিপ্রায় কেবল নিন্দা
র্থবাদ মাত্র অর্থাৎ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা নি
স্তার সম্ভাবনায় লোকে ইচ্ছা পূর্ব্বক অত্যন্ত দুষ্কর্ম্মে
সহসা প্রবৃত্ত না হয় দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তকালে পাপ ও তৎ
প্রতিফল উভয়ের প্রত্যক্ষ অভাবে জড় বুদ্ধি পাপা
ত্মার মনে তদংশে সন্দেহপ্রযুক্ত তাহাতে তাচ্ছল্য কর
ণক বিনা প্রতিবন্ধক নিন্দিত কর্ম্ম করিতে পারে, সে
স্থানে অব্যবহার্য্যতা স্বরূপ প্রকাশ্য দণ্ড জন্য ভয়

তাহার প্রতিবন্ধক সূচনায় শূলপাণি প্রদর্শিত পথানু
সারে মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য অতি সং
যুক্তি দ্বারা প্রায়শ্চিত্তানন্তর মহাপাতকির অব্যবহা
র্য্যত্ব উক্ত প্রকার শাসনার্থে ব্যবস্থাপন করিয়াছেন
তৎ প্রতিপাদনার্থে এতন্মাত্র কারণ দর্শান যে

পাপের দুই শক্তি

পাপের দুই শক্তি এক নরকোৎপাদিকা অপর
ব্যবহার বিরোধিকা। অজ্ঞানকৃত গুরুতর পাপস্থলে
প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা উভয় শক্তি নাশ হয় জ্ঞানকৃত গুরু
তর পাপস্থলে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার পূর্ব্বাংশ
যায় পরাংশ থাকে। এই উভয় শক্তি কল্পনার মূল
কারণ শাস্ত্রে এই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে মহাপা

পাপ মধ্যেই সংসর্গ দোষ

তকিগণের সংসর্গি ব্যক্তিরা পাতকিবৎ পতিত হয়
এই নিমিত্ত পতিতের সহিত ব্যবহার নিষিদ্ধ, কিন্তু
প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাতকির পাপ নষ্ট হইলে পরে
তাহার সহবাসে অন্যজন কি প্রকারে পতিত হইতে
পারে এবং তৎসহবাসে তৎকালে কি অনিষ্ট সম্ভা
বনা যথা, শিরোনাস্তি শিরঃপীড়া?

উক্ত মহাত্মারা ঐ বিষয়ের প্রমাণ প্রদর্শন নিমিত্ত
বিশেষ চেষ্টা দ্বারা ও কৌশল পূর্ব্বক যাজ্ঞবল্ক্য
মুনির উক্ত যথা "প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো যদজ্ঞান
কৃতং ভবেৎ কামতো ব্যবহার্য্যস্তু বচনাদিহজায়তে"
এই বচনের অর্থান্তর করেন অর্থাৎ তদ্বচন মধ্যস্থ
ব্যবহার্য্য শব্দের পূর্ব্ব "অকার" প্রশ্লেষ করণক এবং

তৎ সাধক অনেকানেক অনুক্ত অভিপ্রায় তাহাতে সংঘটন করিয়া ঐ বচন হইতে জ্ঞানকৃত মহাপাতকির প্রায়শ্চিত্তানন্তর ব্যবহার্য্যত্ব পরিবর্ত্তনে অব্যবহার্য্যত্ব অর্থ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পরন্তু যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতারটীকা মিতাক্ষরাকার ঐ বচন ব্যাখ্যায় স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে জ্ঞানকৃত মহাপাতকাদির প্রায়শ্চিত্তান্তে ব্যবহার্য্য হইবে মাত্র ভোগান্তে পাপ ক্ষয় পাইবে, এইমতের সহিত মহাত্মা জিকনেরও মতঐক্য হয় যদিও এই চারিজন সংগ্রহকার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দুই জনের মত পরোক্ত দুই জনের মত সহিত প্রকাশ্য অর্থে অত্যন্ত বিপরীত কিন্তু পরস্পর তাঁহাদিগের সূক্ষ্ম মর্ম্ম গ্রহণ করিলে যেন তেন প্রকারেণ সকলেরই স্পষ্ট একই অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে, যে ইচ্ছা পূর্ব্বক উৎকট দুষ্কর্ম্মাদি করণ বিষয়ে নিবৃত্ত জন্য প্রতিবন্ধক নিক্ষেপ করা তাহাতে কেহ২ মহাপাতকাদি প্রায়শ্চিত্তানন্তর নিন্দার কারণ অর্থাৎ অব্যবহার্য্যত্ব, অন্যান্য ভয়ের নিমিত্ত অর্থাৎ ভোগান্তে পাপক্ষয়-রূপ শাসন দর্শাইয়াছেন। যদি বল ঐ সকল কথার মর্ম্ম কেবল নিবৃত্তার্থে হইলে দুই পক্ষের ভিন্ন প্রকরণ হইত না অর্থাৎ একের মতে অব্যবহার্য্য অপরের মতে নরক ভোগা তাহার তাৎপর্য্য দেশকাল পাত্র ভেদ-অর্থাৎ এপ্র দেশে বেদ বিহিত ধর্ম্মাচারী অর্থাৎ হিন্দু জাতি

তস্য টীকায় ব্যবহার্য্য

বিপরীত পক্ষের মর্ম্মএক

রাজ্য ভ্রষ্টোত্তর ধর্ম্ম শাসনাভাবে ক্রমশঃ অধর্ম্মাচরণ বৃদ্ধি দৃষ্টে জনহিতার্থি ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়িগণ যৎকালে দেখিলেন যে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা জ্ঞানকৃত মহাপাতকাদি হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইবার সম্ভাবনা থাকায় দূরাশয় জনসকল অকুতোভয় উৎকট পাপে রত হয় তৎকালে তাহা নিবারণার্থে যুক্তি দ্বারা উপায় স্বরূপ ব্যবস্থা ধার্য্য করিলেন যে জ্ঞান কৃত মহাপাতকাদির প্রায়শ্চিত্ত করিলে কেবল লোকে ব্যবহার্য্য হয় কিন্তু ভোগ জন্য পাপ রয়, তাহার উদ্দেশ এই যে পাপাত্মারা মহানরকাদি যন্ত্রণা ভয়ে পাপজনক কার্য্য হইতে বিমুখ থাকে।

পাপে নিবৃত্তি জন্য সময়ানুসারে ব্যবস্থার কৌশল

কালান্তরে তাঁহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তি শাস্ত্রকার মহাশয়েরা যখন দেখিতে লাগিলেন যে নরকাদির আশঙ্কা অপ্রত্যক্ষ হেতু হিংস্রক ও দুষ্ক নি অসৎ জাতি লোক সকল তদ্বাচনিক প্রতিবন্ধক প্রতি অবজ্ঞা করণক বিনা ক্ষোভে অতি পাপ কর্ম্মে রত হয়, তন্নিবারণ বিবেচনায় পুনরায় ইহাঁরা সদ্বুদ্ধি ও চতুরতায় পূর্ব্বানুবর্ত্তিদিগের মর্ম্ম সাধক কিন্তু প্রকাশ্য অর্থের বিরোধী ও তৎকালোপযুক্ত প্রতিকার স্বরূপ বিধান স্থির করিলেন যে কামনাকৃত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলে নরক নিস্তার হইবে মাত্র, পরন্তু তথাচ অব্যবহার্য্যত্ব রহিবে; ইহাতে তাৎপর্য্য এই

যে কুটুম্ব স্বজন মধ্যে ব্যবহার রহিত হবা ইহ লোকে প্রত্যক্ষ দণ্ড, তাহার পরিহার আবশ্যক হইলেই নিষিদ্ধ কর্ম্মের প্রতিবন্ধক হইবে। ইত্যাদি কারণে প্রতিপন্ন হইল যে কামতঃ মহাপাতকাদি জন্য প্রায়শ্চিত্তানন্তর যে অব্যবহার্য্য এবং নরক ভোগ শব্দ কথিত আছে তাহার স্পষ্টাভিপ্রায় নিন্দার্থবাদ ও ভয় প্রদর্শন মাত্র, যৎকর্ত্তৃক পাপাত্মা জীব পাপ কর্ম্ম হইতে পরাঙ্মুখ থাকে ইহা স্বীকার না পাইলে ঐ বিষয়ে অনেক দোষস্পর্শ হয়।

প্রথমতঃ। প্রাগুক্ত দুই পক্ষ মধ্যে কাহার কথা অসত্য বোধ ও অমান্য করা যাইতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ। যদিও ঐ চারি জনার প্রাচীন দুই জন প্রতি দোষোল্লেখ করেন তথাচ এ বিষয়ের শেষ হয় না, যেহেতু তাঁহাদিগের অপেক্ষা প্রাচীন স্মার্ত্ত মহাত্মা ভবদেব ভট্ট যাঁহার মত অদ্যাবধি অনেক বিষয়ে রঘুনন্দনের বিরোধে বলবৎ ও প্রচলিত আছে নিঃসন্দেহ পূর্ব্বক তিনি স্পষ্ট কহিয়াছেন যে জ্ঞান কৃত মহাপাতকিগণ প্রায়শ্চিত্তানন্তর অজ্ঞান কৃত মত নিষ্পাপ ও ব্যবহার্য্য হয়।

তৃতীয়তঃ। যদ্যপি এই তিনজন মহাত্মার মতো লঙ্ঘন করা শ্রেয় হয় তথাচ নিম্নে লিখিতব্য বিষ্ণুক্ত বচনের সহিত অত্যন্ত বৈষম্য হয়, যথা ত্যাজ্য প্রকরণে "ব্রাত্যাঃ পতিতা স্ত্রি পুরুষং মাতৃতঃ পিতৃতশ্চা

ঐ তিনের সাধক বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য

"শুদ্ধাঃ সর্ব্ব এবা ভোজ্যাশ্চাপ্রতি গ্রাহ্যাঃ" ইতি বিষ্ণুমুনি বচন অর্থাৎ যজ্ঞোপবীতাদি সংস্কার রহিত এবং পতিত ব্যক্তি তিন পুরুষ পর্য্যন্ত গ্রাহ্য কিন্তু অবৈধ ক্ষেত্রজ অথবা ঔরসজাত সর্ব্বদা বর্জ্য ও অগ্রাহ্য ইতি। এই বিষয়ের ঐক্যতায় যাজ্ঞবল্ক্য মুনি সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত প্রতিগ্রহণের বিধি অনুমতি করিয়াছেন।

তথাচ মনুর মত ৪ জন ব্যক্তি ব্যবহার্য্য

চতুর্থ। যদিস্যাৎ এমত স্পষ্টোক্ত ঋষি বাক্য অগ্রাহ্য করিতে ইচ্ছা করেন তথাচ মনু বচনের বিরোধী হয়, যদংশে মনু কামতঃ এবং অকামতঃ উভয় মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা স্থলে কোন পক্ষে ব্যবহার্য্যাব্যবহার্য্য উক্ত করেন নাহি, কেবল যে ব্যক্তি বালক কৃতোপকারি শরণাগত কিম্বা স্ত্রী হত্যা করে তাহার সহিত সহবাস নিষেধ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত যুক্তি সিদ্ধ এবং আবশ্যক।

নীচান্ন অভ্যাসে যে নীচত্ব তাহা টীকায় যদ্বি প্রায়শ্চিত্ত গৌরবার্থ

জ্ঞানপূর্ব্বক অনেকবার নীচান্ন ভোজনাভ্যাসে তজ্জাতি সমানত্ব যে তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন সে কেবল প্রায়শ্চিত্ত গৌরবার্থ এবং তাহা মনুর টীকায় কুল্লূক ভট্ট সুস্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন। এই টীকা প্রামাণ্য না গণিয়া যদি কেহ এমত তর্ক করেন যে তজ্জাতি সমানত্ব শব্দের এস্থানে অর্থ প্রায়শ্চিত্ত গৌরবার্থ নহে কিন্তু অব্যবহার্য্য করণ জন্যই নিশ্চিত, ইহা বলিলে বিবাদ মীমাংসা হয় না

তাহার কারণ এই যে ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রযোজক মহাত্মারা সংহিতাদিতে কাব্যের পদ্ধতি মতে সঙ্কেৎ শ্লেষ ব্যবহার করেন না, বরং তদ্বিপরীতে বচনের স্পষ্টার্থ প্রকাশ জন্য সুস্পষ্টার্থ ঘটিত সরল শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এতাবতা অনেকবার নীচান্ন ভক্ষক পতিতের প্রায়শ্চিত্তান্তে তাহার অব্যবহার্য্য বিধায় গ্রন্থকর্ত্তা পূর্ব্ববৎ তদনুযায়ী স্পষ্ট অব্যব হার্য্য বাচক শব্দ প্রয়োগ করিতেন, অর্থাৎ বাল হত্যাদি সম্বন্ধে প্রায়শ্চিত্তোত্তর যেমত স্পষ্টার্থ শব্দে কহিয়াছেন " যে তাহার সহিত সহবাস করিবে না "।

এস্থলে অব্যবহার্য্যমত হইলে ঐ অ নারদমতস্পষ্ট লিখিতেন

অপরঞ্চ যদি একান্ত উক্ত সমানত্ব শব্দের অর্থ অব্যবহার্য্যই গ্রহণ করেন তথাবিধ পাপের লঘু গুরুত্ব প্রভেদ প্রযুক্ত বিধানের বিষমতা স্বরূপ দোষ প্রকাশ পায়, যেহেতু স্বেচ্ছা পূর্ব্বক সর্ব্বাপেক্ষা উৎকট মহাপাতকির প্রায়শ্চিত্তানন্তর যখন মনু অব্যবহার্য্যত্ব উল্লেখ করেন নাই, তখন চণ্ডালান্ন আহারাভ্যাসী প্রায়শ্চিত্ত পরে অব্যবহার্য্য কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? অতঃপর সুনিশ্চিতরূপে প্রকাশ পাইতেছে যে উক্ত বালঘ্নাদি ব্যতিরেক সকল প্রকার পাতকাদির প্রায়শ্চিত্ত করণোত্তর অব্যবহার্য্যত্ব কদাচিৎ মনুর মত নহে। পুনশ্চ অজ্ঞানকৃত সামান্য এবং অতিপাতকাদির প্রায়শ্চিত্ত

অতিপাপের প্রায়শ্চিত্ত পরে অব্যবহার্য্য উল্লেখ নাহি

জ্ঞানকৃত মহা পাতকের প্রা য়শ্চিত্ত শ্রুতি র উপরমন্থুনি র্ভর করেন, ত পাচ যাজ্ঞবল্ক্য য়াছেন।

স্থাপনানন্তর যৎকালে মনু দেখিলেন যে জ্ঞান পূর্ব্বক মহাপাতকাদির প্রায়শ্চিত্ত প্রায় অসম্ভব কল্পনা তৎকালে কেবল শ্রুতি নিদর্শনোপর নির্ভর করণক তদংশে প্রায়শ্চিত্ত সংস্থাপন করেন। এবং তদভিপ্রায়ে যাজ্ঞবল্ক্য "বচনাদিহ জায়তে" কহি

পঞ্চম। যদ্যপিস্যাৎ মনূক্ত মতের অপ্রামাণ্য বোধ করেন কেবল তাহাতেও এবিষয়ের অন্ত হয় না সে বিধায় শ্রুতি প্রতিও বিরোধ উপস্থিত হয়, যে বেদের একটী অনুকূল প্রমাণে অপর সকল শাস্ত্রের কোটীং-প্রতিকূল প্রমাণ নিরাকরণ হয় যথা "বেদ প্রণিহিতো ধর্ম্মোহ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ। বেদো "নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভু রিতিশুশ্রম"। নির্দ্দিষ্ট শ্রুতি বিবরণ যথা, ইন্দ্র কামতঃ বহুজন যতি গণকে কুক্কুর দ্বারা ভক্ষণে নষ্ট করেন পরে ব্রহ্ম দত্ত উপহব্য নামে প্রায়শ্চিত্তদ্বারা সর্ব্বতোভাবে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়েন।

উপহব্য

শাণ্ডিল্যসূত্র সম্বলিতশ্রুতি

অপরঞ্চ ভগবান্নাম মাহাত্ম্য প্রকরণে শাণ্ডিল্য সূত্র ভাষ্যকার নারায়ণ তীর্থ স্বামী লিখন " অপি "যশ্চাণ্ডালঃ শিব ইতি বাচম্বদেৎ তেন সহ সম্বসেৎ "তেন সহ ভুঞ্জীত যন্দ্ব্যক্ষরং নামগিরেরিতং নৃণাং "ইত্যাদি শ্রুতি পুরাণ বচনেভ্যঃ সকৃদমনস্ক সং "কীর্ত্তনেপি দুরিত নিকর ভঞ্জনতো নীচানামপি ব্যব "হার্য্যতা উক্তা" "তদবগমাদিতি" শ্রুতি।

অপিচ শ্রীমদ্ভাগবত বচনং।

শ্রীমদ্ভাগবতো ক্ত ভগবন্নাম মাহাত্ম্য প্রমাণ

"কিরাত হূনান্ধ্র পুলিন্দ পুক্কশা আভীর কঙ্ক। "জবনাঃ খসাদয়ঃ। যেন্যেচ প্যাপা যদ পাশ্রয়াশ্রয়াঃ "শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ,, অর্থাৎ কিরাত প্রভৃতি যবনাদি পাপজাতি যে ভগবানের ভক্তাশ্রিত হইলে শুদ্ধ হয় সেই প্রভু ভগবানকে নমস্কার।

ঐ বচন "প্রায়েন বেদ তদিদং ন মহাজনোয়ং "দেব্যাবিমোহিত মতির্বত মায়য়ালং ত্রয্যাং জড়ী "কৃত মতির্মধু পুষ্পিতায়াং বৈতানিকে মহতিকর্ম্মনি "যুজামানঃ শ্রীধরস্বামী টীকা যত্নক্তং কথং তর্হি দ্বাদ "শাব্দাদি স্মরণ মিতি তত্রাহ প্রায়েনেতি মহাজনো "মন্বাদি অয়ং ভাব যথা মৃতসঞ্জীবনৌষধ মজান "স্তোবৈদ্যা রোগ নির্হরণায় কটুকনিম্বাদীনি স্মরন্তি "তথা স্বয়ম্ভু শম্ভু প্রমুখ দ্বাদশ ব্যতিরেকে নায়ং মহা "জনোঅক্তি গুহ্যমিদমজ্ঞাত্বা দ্বাদশাব্দাদিকং স্মরতি

শ্রীধরস্বামির টীকা

"ইতি। কিঞ্চমায়য়া অলং বিমোহিত মতিরয়ং জনো "মধু মধুরং যথা ভবিতব্যং পুষ্পিতায়াং পুষ্পস্থানি "য়ৈরর্থবাদৈ মনোহরায়াং ত্রয্যাং জড়ীকৃতা অভি 'নিবিষ্টা মতির্যস্ত অতএব মহত্যেব কর্ম্মণি শ্রদ্ধয়া "যুজ্যমানোনাল্পে প্রবর্ত্ততে দৃশ্যতেহি প্রাকৃতস্য "লোকস্য মহতিমন্ত্রাদৌ শ্রদ্ধা অল্পেচাশ্রদ্ধা তস্মা "দত্র গ্রাহকোনাস্তীতি তৈর্নোক্তং যদ্বা স্বাধিনঃ

"সিংহোস্তি ইতি এতাবতা শ্বশৃগালাদি নিবারণায় তৎ
"যথা ন যুঞ্জতে তথা অতি তুচ্ছত্বাৎ পাপস্য ন তন্নি
"রসনায় পরম মঙ্গলং হরের্ণাম স্মরন্তি, যদ্বা নাম
"মাহাত্ম্য জ্ঞানে সর্ব্বমুক্তি প্রসঙ্গাদিত্যেবাদিক্ গ্রন্থ
তদর্থ "বিস্তার ভয়ান্নাতি প্রপঞ্চ্যতে,,। অস্যার্থ যদি বল
মহাপাতকাদি সম্বন্ধে এতাদৃশ সুলভ হরিনাম
শ্রবণ উচ্চারণ রূপ প্রায়শ্চিত্ত সত্ত্বে মনু প্রভৃতি
কি হেতু দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতাদি অনুষ্ঠান প্রায়শ্চিত্ত
বিধান করিয়াছেন। তাহার উত্তর, এই যে যেমন
মৃত সঞ্জীবনী ঔষধী না জানিয়া বৈদ্য রোগ শান্তি
নিমিত্ত কটু নিম্বাদি বিধান করে তদ্রূপ স্বয়ম্ভু শম্ভু
আদি দ্বাদশজন ব্যতিরিক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র বক্তা অতি
গোপনীয় এই ভগবন্নাম মহিমা না জানিয়া দ্বাদশ
বার্ষিক ব্রতাদি তদ্দোষোপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান
করেন এবং অতিশয় মায়া মোহিত ঐ ঐ সকল
লোক মনোহর অর্থ বাদিক সম্পদাদি ফল বোধক
বেদোক্ত কর্ম্মে আশক্ত চিত্ত হইয়া বহ্বারম্ভ ক্রিয়ায়
শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রবৃত্ত হয় কিন্তু সংক্ষেপ সাধ্য যে
অতি মহৎ কার্য্য তাহাতে তাদৃশ আনুরক্তি হয় না,
যেহেতু দৃশ্য হইতেছে যে সামান্য লোকের দীর্ঘ
মন্ত্রাদিতে যাদৃশ অতিশয় শ্রদ্ধা অল্পাক্ষর মন্ত্রা
দিতে তাদৃশ নহে, অতএব তাঁহারা গ্রাহকাভাব
প্রযুক্ত হরিনামাদি প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন নাহি

অথবা যেমন কোন ব্যক্তি স্বাধীন সিংহ সত্ত্বে শৃগাল কুক্কুরাদি নিবারণার্থে তাহাকে নিযুক্ত করে না তেমন পাপ অতি তুচ্ছ তদ্বিনাশ নিমিত্ত পরম মঙ্গল স্বরূপ ঈশ্বর নাম তাঁহারা বিধান করেন নাহি কিম্বা নাম মাহাত্ম্য জ্ঞানে সর্ব্বমুক্তি প্রসঙ্গ হয় ইতি দিগ্‌দর্শন গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে অতি বিস্তার করণাভাব। উক্ত কারণ বশতঃ যদিও শ্রীধর স্বামী এই পর্য্যন্ত লিখিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন পরন্তু এ সময়ের যে প্রয়োজন তাহা সাধনার্থে তদংশে মহাত্মাদিগের অপর যে সকল নিগূঢ় গুহ্য তাহাও প্রকাশাবশ্যক।——যথা——

মনু প্রভৃতি (অল্প সাধ্যে ইতি বচনানুসারে) ভগবন্নামোচ্চারণ স্বরূপ সংক্ষেপ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা না করিয়া ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি মহাপাতকাদি স্থলে ১২। ২৪ বার্ষিক ব্রতাদি ধার্য্য করণের বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে সুদীর্ঘকালে কষ্টসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত যাহাতে মনুষ্যের জীবন ধারণ দুষ্কর তদ্দ্বারা উৎকট পাতকিগণকে পুনরায় দুষ্কর্ম্ম হইতে বহুকাল পর্য্যন্ত নিরবকাশ রাখা এবং অনেক দিন সৎকর্ম্ম অভ্যাসে প্রাচীন কুসংস্কারের পরিবর্ত্তন সম্ভাবনা এবম্প্রকারে তাহার যে অনুকল্প বিধান আছে তাহাও অবস্থা ভেদে অধিক ব্যয় সাধ্য প্রযুক্ত পাতকি পক্ষে মহৎ দণ্ড বোধ হইয়া আগামি কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তের

বৃহৎপ্রায়শ্চিত্তের বিশেষ তাৎপর্য্য

কারণ হয়, এতাবতা তাঁহাদিগের মর্ম্ম এপ্রকারও প্রকাশ পাইতেছে যে উক্ত মত বৃহৎ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পতিতজনের উদ্ধার করা মাত্রই তাৎপর্য্য নহে ঐ উপলক্ষে তাহাদিগের দুষ্ট প্রবৃত্তি নষ্ট চেষ্টাও স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, এই বিশেষ কারণানুরোধে মহাত্মাগণ সাধারণ জন পক্ষে সর্ব্বপাপহারি ভব নিস্তারকারি এমত অতি সুলভ ক্ষণমাত্রে উচ্চার্য্য স্বল্পাক্ষরি জগদীশ্বরের নাম পৃথক্ ও সামান্য দৃষ্টে সুস্পষ্ট পূর্ব্বক বিধান করেন নাহি. নচেৎ যে নাম ব্যতীত কোন প্রকার অশুভ দুরদৃষ্ট খণ্ডনের সম্ভাবনা নাহি এবং যাহা পরম জ্ঞানি ঋষিবর্গ সামান্য কার্য্যারম্ভে যথা আহার শয়নাদি বিষয়ে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা এমত বৃহৎ পাপাদি বিমোচনে বর্জ্জিত রাখিয়াছেন কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? এমত সন্দেহ কেবল আমাদিগের প্রত্যক্ষ ভ্রমমাত্র যেহেতু সর্ব্ব-কার্য্যারম্ভে প্রথমতঃ আচমন আর শুদ্ধ ও তাহা শ্রীবিষ্ণু স্মরণ ভিন্ন বৃথা যদ্দ্বারা লোক সম্যক প্রকারে শুচি ও সর্ব্বকর্ম্মাধিকারী হয় এবং যদুল্লেখ ব্যতিরেক যাগযজ্ঞাদি সর্ব্ব প্রকার শুভ কর্ম্ম সমাপন অসম্ভব, এবিধায় প্রতিপাদ্য হইতেছে যে বিনা ভগবন্নাম (কেবল তাঁহারই পাদোদক ব্যতীত) কোন প্রায়শ্চিত্তই নাহি। তত্রাচ যে মহা

সকল প্রায়শ্চিত্তই ভগবন্নাম যুক্ত

জনোক্ত প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বরূপ অপর সকল কার্য্য উপকরণাদি নিয়মবদ্ধ আছে তাহা কেবল পতিতের দণ্ড ও পাপাভ্যাসের নিবারণ কারণ, নতুবা কৃত দুষ্কর্ম্মাদি জন্য পাতিত্য হইতে কেবল হরি নামোচ্চারণ অথবা স্মৃতিশাস্ত্র বিহিত বৃহৎ প্রায় শ্চিত্ত ধারণ উভয় মতেই সমতুল্যরূপে পরিত্রাণ হয় যথা কেবল মন্ত্র অথবা ষোড়শোপচার উভয় প্রকর ণেই সকল দেবতার অর্চ্চনা সিদ্ধ হয়, কিন্তু মন্ত্র শূন্য বহূপচারেও কোন দেবতার পূজা সিদ্ধ নয়। যেমন দেবার্চ্চনা বিবাহাদি সকল কর্ম্মের মন্ত্রই মূল তদ্রূপ শুচি ও উদ্ধার বিষয়ের ভগবন্নামই সার তাহা বেদে ও পুরাণাদিতে বিস্তার পূর্ব্বক প্রচার আছে।

গঙ্গামাহাত্ম্য কিন্তু **গঙ্গামাহাত্ম্য প্রকরণে,** যে সকল মহাত্মা গণের বচন বহন পূর্ব্বক প্রাচীন ও নব্য সংগ্রহকার মহাশয়রা মান্য ও পূজ্য এবং তৎকারণ বশতঃ তাঁহা দিগের ব্যবস্থা সকলের শিরোধার্য্য সেই সকল মহামুনি বশিষ্ঠাদি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজকগণ বর্ত্তমান সত্বে যখন ভগবান্ কপিলদেব কোপানলে পতিত বিহিত রহিত ভস্মরাশীভূত সগরকুল যদুদ্ধারার্থ প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ ব্যবস্থা উক্ত করণ তৎকালে সক লেরই অসাধ্য বিধায় কপিলদেব স্বয়ং গঙ্গা শলিল স্পর্শরূপ বিনানুকম্পা কেবল এক অতি দুঃসাধ্য

দেবদুর্ল্লভ প্রায়শ্চিত্ত উপদেশ করেন, এবং তাহা যে দুষ্কর ও কঠোর চেষ্টা দ্বারা মর্ত্যলোকে আনীত হইয়াছে এবং ঐ মহাবারি স্পর্শে যে প্রকারে ভস্মসার ষষ্টি সহস্র সগর বংশের উদ্ধার হয় তাহাও বিশ্ব ব্যক্ত। অতএব প্রায়শ্চিত্তানন্তর পতিতের অব্যবহার্য্যত্ব যদ্যপি শাস্ত্র মর্ম্মানুযায়ি যথার্থ হইত তবে ভাগীরথী জল স্পর্শে কি বিধান হইতে পারে, অর্থাৎ তাহার ব্যবহারবিরোধ কোন্ শাস্ত্রে বিহিত আছে? " গঙ্গা শলিল পক্কান্নং দেবানামপি " দুর্ল্লভং।" যদি দ্রবময়ীর অম্বু স্পর্শে অতি মহাপাতকাদির সম্যক্ প্রকার নিষ্কৃতি অর্থাৎ নিষ্পাপ ও ব্যবহার্য্যত্ব বিষয়ে কেহ সংশয় করেন তাহা শাস্ত্রোল্লঙ্ঘন ব্যতীত ও শাস্ত্রের বচনানুযায়ি তৎ সন্দেহ জন্য নরক স্বীকার ব্যতিরিক্ত সম্ভব নহে, যথা স্কন্দ পুরাণে " স্নানমাত্রেণ গঙ্গায়াং পাপং " ব্রহ্মবধাদিকং দুরাধর্ষং কথং যাতি চিন্তয়েৎযো " বদেদপি। তস্যাহং প্রদদেপাপং কোটীব্রহ্ম বধো " দ্ভবং। স্তুতিবাদ মিমাংমত্বা কুম্ভীপাকে মহীয়তে। " আকল্প নরকং ভুক্ত্বা ততো জায়েত গর্দ্দভঃ। এতদ্বিধায় ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাবলম্বনে অথবা অন্য কোন প্রকার পাপ করণে পতিত ব্যক্তি গঙ্গা স্নানানন্তর পুনরায় বৈদধর্ম্মাচরণ এবং তদ্ধর্ম্মাক্রান্ত লোক সহিত ব্যবহার্য্য হবন ইচ্ছা করিলে সে অবশ্য গ্রাহ্য

গঙ্গাস্নানেন
র্ব্ব নিষ্কৃতি

ও ব্যবহার্য্য হইবে। বরং এমত স্থানে ঐ বচন প্রমাণে তৎপ্রতি আপত্তিকারী দ্বেষ কারণে বোধ হয় এই মহৎ ভ্রমবশতঃ স্বয়ং পতিত হইতে পারে। তদ্রূপ ভগবন্নাম মাহাত্ম্য প্রতি সংশয়ী।

যদিও কেবল ভগবৎ প্রসঙ্গ অথবা জাহ্নবী-জলে স্নান মাত্র সর্ব্ব পাপ বিনাশের প্রধান কারণ, পরন্তু মহাজনাদি প্রাগ্‌-দর্শিত কারণাদি বশত অতি সদ্‌যুক্তি সম্মত পৌনঃপুন্য অত্যুৎকট দূষিত কর্ম্মাদি সঞ্চার সংহার এবমপি পাপ প্রবৃত্তি পক্ষে একের দৃষ্টান্তে অন্যের উদ্বোধ স্বরূপ সংস্কার জন্য যে সকল প্রায়শ্চিত্ত প্রণালি পূর্ব্বক পাপ বিশেষে বিধি করিয়াছেন তদ্বিপরীতাচরণে পূর্ব্ববৎ প্রত্য ব্যয় প্রত্যক্ষ ভাসমান, যেহেতু অধম জাতি পাপা আগণ ষড়রিপুবাহন পশুবৎ আশু অসৎ পথেই গমন করে এতাদৃশ জন সম্বন্ধে পাপ বিনির্ম্মুক্তি নিমিত্তে বিনা তপ দানাদি শুদ্ধ হরি সংকীর্ত্তন কিম্বা গঙ্গাবগাহন রূপ এমত অনায়াস সাধ্য প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থাপন তাহাদিগের পাপ প্রবৃত্তাংশে প্রকারান্তরে অভয় প্রদান, যেমন খড়্গপাণি দস্যু প্রতি চর্ম্ম বর্ম্ম সমর্পণ, কারণ তাহারা এতদ্বিধায় নির্ভয় প্রায় যদিচ্ছা পূর্ব্বক যথা শক্তি সম্ভব ক্রমিক দুর্দ্ধর্য্য নিষিদ্ধ কার্য্যে অহরহ প্রবৃত্ত রহিয়া এক এক বার ভগবন্নাম স্মরণ অথবা গঙ্গাস্নান দ্বারা পাপক্ষয় করিতে

সামান্য প
ক্ষে অতি সু
লভ প্রায়
শ্চিত্ত অল্প
পযুক্ত

পারিবে। এতম অবস্থায় সুলভ ব্যবস্থায় ভবিষ্যৎ দুষ্কর্ম্ম পক্ষে কোন প্রকার ব্যাঘাৎ বা চিন্তা কিঞ্চিন্মাত্র না থাকিা বরং ঐ নাম ও স্নান রূপ অখণ্ডনীয় চর্ম্ম বর্ম্ম বলে গর্বিত্ব হইয়া অত্যন্ত সহসা অনিবার্য্যা তৃষ্ণাতুরা মত্তমাতঙ্গিনী ন্যায় বিচিত্র গামিনী কামনারূঢ় তত্ত্বাংকুশ বর্জ্জিত মূঢ় লোভ তৎপর পামর হইতর কুৎসিত কর্ম্ম সাগর প্রতি অবিশ্রাম ধাবমান থাকিবে।

এতদ্রূপ উদাহরণ উপস্থিত স্থলে ক্লেশ ব্যয় সাধ্য প্রায়শ্চিত্ত দণ্ডাশঙ্কায় যে অধিকাংশ মধ্যম জাতি লোক অবিদ্যা মোহিত ভোগজনক দুষ্ট ইচ্ছা বলবতী বিধায় কষ্টে তাহা ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহারাও উক্ত ন্যায্য শাসনাভাবে ক্রমশঃ কুপথগামী হইতে পারিবে। যেমন তরনীযানে ভীত লোক নদী পারাবার ইচ্ছা থাকিলেও তাহা করে না কিন্তু সুলভ সেও প্রাপ্তে নিবৃত্ত থাকে না।

দণ্ডাভাবে পাপাচরণ বৃদ্ধি

এতাবতা প্রায়চিত্ত ব্যবস্থায় সাধারণ পাতকি পক্ষে তপদানোপলক্ষে দণ্ড বা শাস্তি শুদ্ধ ভগবন্নামাদি মাহাত্ম্য দ্বারা খণ্ড ও নাস্তি করিলে পাত্রাপাত্রাবিবেচনায় হিতেবিপরীত বিধায় চরমাবস্থায় রাজসিক ও তামসিক লোক সমূহ মধ্যে প্রবঞ্চনা অপহরণ ছলনা বিশ্বাস হনন পরস্পর প্রতি বৃদ্ধি প্রাপ্তে ক্রমশঃ ধর্ম্মের গ্লানি প্রাণি হানি প্রভৃতি

অন্ধে, ভয়ানক উৎপাতের কারণ জন্মিবে, যাহাতে অরাজক জন্য এককালে পুণ্য শূন্য জগতের সৃষ্টি লোপাপত্তি অচিরে সংঘটন হইবে।

অতএব পূর্ব্বোক্ত কারণাদি প্রতি বিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক জনহিতৈষি নিদানদর্শি মহর্ষি বর্গোক্ত যথা যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত সামান্য ও আশ্রমি জীব সম্বন্ধে মাত্রেই অত্যাবশ্যক ও অতি কর্ত্তব্য জানিয়া সদ্বিবেচক অধ্যাপক মহাশয়েরা ব্যবস্থা করেন, যেহেতু তাহার অবহেলনে যথোক্ত বহুবিধ বিঘ্নোপদ্রব ব্যতিক্রম সম্ভব। শুদ্ধ ভগবন্নামাদি মাহাত্ম্য দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত বিধি কেবল উত্তম জাতি মানব অর্থাৎ উদাসিন সত্ত্বগুণাবলম্বি ব্যক্তি কদা চিত্ত ভ্রমবশতঃ কোন নিন্দনীয় কর্ম্মে পতিত হইলে সেই পক্ষেই অর্হে, কারণ এমত জন ঐ প্রকার স্বকৃত মলিন কর্ম্ম কর্ত্তৃক অত্যন্ত অনুতাপিত ও ম্রিয়মান হইয়া পরিত্রাণ মন্ত্রে প্রাচীন সংস্কার বশতঃ স্বকীয় প্রবৃত্ত্যনুযায়ি সৎকর্ম্ম রূপ তপস্যা ভজন সাধনে প্রবৃত্ত থাকে।

আমাদিগের দেখা উচিত ম্লেচ্ছাদি ধর্ম্মাবলম্বনে কোন্২ বিষয়ে দোষ উৎপত্তি হয় ও তাহা কি কি অংশে এপক্ষে শাস্ত্র ও যুক্তি সিদ্ধ বিচার সম্মত আপত্তি বিধান হইতে পারে ?

ম্লেচ্ছ ধর্ম্ম যাজি হিন্দুর কি কি দোষ

প্রথমতঃ ঈশ্বর বিষয় বোধে তাহাদিগের দোষ সম্ভব নহে যেহেতু উহারা ঈশ্বরানুসন্ধান জন্যই অপর ধর্ম্ম অবলম্বন করে এবং কৃশ্চ্যান ও মহম্মদি প্রভৃতি মধ্যে কোন সম্প্রদায়ই অনীশ্বর বাদী নহে, কেবল নিরুপাধি পরমাত্মা প্রতি স্ব স্ব সম্বন্ধীয় উপাধি কল্পনা দ্বারা তাহাতে বিশেষতঃ তদ্রূপ বিশেষ্য বিশেষণ আরোপ করণক আত্মময় বস্তুকে প্রাকৃত বস্তু স্বরূপ বর্ণনা করা তাহাদিগের ভ্রান্তি এবং তদনুযায়ি উপাসনার মতান্তর বিধায় এপক্ষে বিরোধী মাত্র, যেমত মুসলমানদিগের ঈশ্বরোক্ত বোধে এমত প্রতীতি আছে যে “ ঈশ্বরো নাস্তি কিন্তু

কৃশ্চ্যানাদি ঈশ্বর বাদী

সেই পরমেশ্বর যাঁহার দূত মহম্মদ " এব
ম্প্রকারে কৃশ্চ্যনগণেরাও ঈশ্বর বাক্য
জ্ঞানে এপ্রকারত্রাচ্য করেন যে " তিনিই
পরমেশ্বর যাঁহার পুত্র ঈশুক্রাইষ্ট' ই
ত্যাদি উপাধি মাত্র ত্যাগ করিলে ভগ
বদ্বিষয়ে প্রায় পরস্পর নির্বিরোধী ॥
অধিকন্তু সারদর্শি মতে ঐরূপ উপাধি
হেতু বিরোধ ইত্যাদি তত্ত্ববোধ ও সূক্ষ্ম
বিবেচনায় সমতা পায়, যে যদ্রূপ কীট
পতঙ্গাদিকে আমাদিগের সামান্য দৃষ্টে
বোধ হয় অতি ক্ষুদ্র ও হেয় জীব, পরন্তু
যখন তদবস্থায় তাহাদিগেরও অধিকার
আছে যে জগদীশ্বরকে স্ব স্ব প্রভু ও পিতা
স্বরূপ জ্ঞান ও সম্বোধন করা, এবং পরি
চয় দেয়া, তখন মনুষ্যতো তদপেক্ষা
সৌভাগ্যবান্, তদংশে অনধিকারী কি প্র
কারে হইতে পারে ? এতাবতা প্রতিপন্ন
হইল যে যথার্থ জ্ঞান মতে উক্ত ধর্ম্মাদি
যাত্রী ঈশ্বর মান্যাংশে দোষী নহে কেব
ল ধর্ম্ম কর্ম্ম বিভিন্নতায় উপাসনা বিপ

তত্ত্বসংসর্গী ঈশ্বর বিষয়ে দোষী নহে

রীত বিধায় তাহারা হিন্দু সম্প্রদায় অপরাধী মাত্র।

অখাদ্যাদি ব্যবহার ও শাস্ত্রে তাহার প্রতিকার

দ্বিতীয়তঃ অখাদ্য অপেয় অগম্যা ব্যবহারাচরণ করণ কারণ তাহারা উৎকট দোষী ও প্রায়শ্চিত্তার্হ বটে, কিন্তু শাস্ত্রে ঐ সকল পাপের বিবিধ প্রকার প্রায়শ্চিত্ত সত্ত্বে পতিত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তাকাঙ্ক্ষী হইলে তাহাকে তদ্দ্বারা উদ্ধার না করিলে আমাদিগকেও শাস্ত্র অমান্য জন্য অধর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে এবং ঐ সকল প্রায়শ্চিত্তাদি যদি এসকল কর্ম্মে প্রয়োগ না হয় তবে কি কার্য্যে লাগিবে ও কি উদ্দেশে সৃষ্টি হইয়াছে? অপিচ যদি সে প্রায়শ্চিত্তে সন্দেহ হয় তবে ঐ সকল কর্ম্ম পাপজনক কি প্রমাণে নিশ্চয়?

অপরঞ্চ মহাশয়রা বিবেচনা পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে সুগোচর হইবে যে উপ

স্বেচ্ছাচারী যদি জাতি পতন কারণ হয় তবে তদ্বর্জিত কে।

স্থিত বিষয় প্রতি বর্ত্তমান কালীয় ব্যব
হারানুযায়ি আপত্তি উপযুক্ত নহে যে
হেতু ইদানী এই মহানগর কলিকাতায়
অনেক হিন্দুতে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ দোষ
কিয়দংশে দ্বিবিধ কিঞ্চিদংশে একবিধ
অত্যল্পাংশে অস্বকৃত বোধে নির্দ্দোষ
কিন্তু সংসর্গ সহকারে তাহাতেও তুল্য
দোষ, এবং ইহার নিকটস্থ অন্যান্য গ্রাম
বাসিগণেতেও আংশিক দোষ স্পার্শ হই
য়াছে, এতদ্বিষায় যদ্যপি উক্ত দোষ জন্য
(যাহাই ম্লেচ্ছযাজি হিন্দুর পক্ষে চির
পতনের প্রধান কারণ প্রকাশ পাইতেছে)
লোকের জাতিপতন স্বরূপ দণ্ড করা
উচিত হয় তবে ঐ বিষয়ের সীমা কি

তাহা দিগের প্রতি দোষ তাৎপর্য্য নহে

পর্য্যন্ত যায় তাহা মহাশয়রা নিরূপণ
করিবেন। এতাবতা স্বেচ্ছাচার আহার
ব্যবহারীর চর্চ্চা ইতি মধ্যে উত্তোলনে
তদ্ভোগি মহাশয়দিগের প্রতি দোষ নি
ক্ষেপ কোন মতে আমাদিগের উদ্দেশ

নহে, বরং তাঁহাদিগকে মধ্যবর্ত্তী স্বরূপ স্থাপনা পূর্ব্বক ও নিম্নে লিখিতব্য মতে তাঁহাদিগের বল আশ্রয় করণক পতিত ব্যক্তিদিগের উদ্ধার চেষ্টা করা, নচেৎ ঐ সকল তেজস্বি মহাশয়দিগের সুখ ভোগাদি কার্য্যেতেই যে যথার্থ কোন দোষ জন্মে কি না তাহা বিশেষরূপ না জানিয়া সামান্য চলিত মতে তৎ কার্য্য প্রতি দোষারোপণে অস্মদাদি অপরাধি হইবার সম্ভাবনা, কারণ আমাদিগের বেদ ও তন্ত্রাদি মতাবলম্বিত শাস্ত্র সকল সমুদ্র তুল্য অকূল যন্মধ্যে বহুবিধ বিকল্প এক মতে নিষিদ্ধ অন্য মতে বিধেয় যথা বামাচারি শাক্ত মত তথা মহা নির্ব্বি কারি পরমহংস পন্থা, বৈষ্ণব ও যতি ধর্ম্ম সহিত পরস্পরের প্রতি যোজনায় একের বিধি ব্যবহার অন্যের বিপরীত লক্ষ হয়, পরন্তু ঐ চতুর্ব্বিধ সাধকই আমাদিগের পক্ষে পূজ্য ও মান্য তন্নি

শাস্ত্র বহুবিধ প্রযুক্ত খাদ্যা খাদ্যের মত মত নানা প্রকার

মিত্ত উক্ত মত ব্যবহারাদিতে দোষ নি
র্ণয় করণে অতিশয় সংশয় পুর্ব্বক হয়।
অতএব যদিও যথেষ্টাচার আহারাদি
দোষ জন্য গণ্য হয় কিন্তু যখন প্রায়
সকলই (যন্মধ্যে অতি, শ্রেষ্ঠবর্ণ মহাম
হোপাধ্যায় কুলীন মহাশয়রাও আছেন)
উক্ত প্রকার ব্যবহার না করিয়া কুচিৎ
স্নেহ কদাচিৎ অনুরোধ কখন দয়া কুত্রা
পি লোভ কিম্বা ক্ষোভ বশতঃ নিষিদ্ধ
ব্যবহারি ব্যক্তিগণ সহিত (যাহারা এ
ক্ষণে হিন্দু মধ্যে দলে বলে অধিক পুষ্টি)
মিশ্রিত ভূত সম্যক্ প্রকারে প্রচলিত
আছেন তখন স্বকৃত ম্লেচ্ছধর্ম্মাবলম্বী
(যাঁহাদিগের দোষ বাস্তব নিষিদ্ধ ব্যব
হারি ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা অধিক গুরু
তর নহে) শাস্ত্র সম্মত প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার
ও উত্তীর্ণ হইলে পরে তাহাদিগকে
আমাদিগের সহিত চলন করণে কি
হানি সম্ভাবনা আছে?

যখন স্বেচ্ছা
চারী অপেক্ষা
ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাব
লম্বির দোষ
অধিক নহে
তখন প্রায়শ্চি
ত্তোত্তর তৎ স
হিত ব্যবহা
রে কি হানি?।

তদনন্তর নিরুপেক্ষ শাস্ত্রদক্ষ জাতি কূলাধ্যক্ষ ধর্ম্মাশ্রয় মহাশয়গণ কৃপাব লোকন পূর্ব্বক বিচার করিতে আজ্ঞা হয় যে যৎকালীন কশ্চিৎ ধনাঢ্য অথবা মহদাশ্রিত ব্যক্তি কোন কারণ বশতঃ সর্ব্বতোভাবে মুসলমানীয় ধর্ম্মাচরণ কর ণক পতিত হইয়া পুনরায় ধনবলে উদ্ধার হয়, এবম্প্রকারে কোন ব্যক্তি সমুদয় নিয়মানুসারে মিসনরি চর্চ্চে বেপ্‌টাইষ্ট হইয়া কোন প্রবল মহাত্মার সহায়তায় পুনর্ব্বার ত্রাণ পায় পরে ঐ প্রকার উদ্ধৃত সকল ব্যক্তি হিন্দু সম্প্রদায় স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক অবিবাদে সম্যক প্রকারে প্রচলিত আছে, এতদ্দৃষ্টান্তে অপর সাধারণ নিরাশ্রয় নির্ধন পতিতগণ পক্ষে তৎ পরিমিত করুণানুকূল্য প্রকাশ না করিয়া তাহা হইতে যাবজ্জীবন তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখা ধর্ম্মতঃ ও

ধন জন বলে পতিতের উদ্ধার, তদভাবে বঞ্চনা, পক্ষপাত কি না?

ও

যুক্তি সম্মত স্পষ্ট পক্ষপাত ও অবিচার কি না? তজ্জন্য নিতান্ত ন্যায্য বোধে ও তৎকর্ত্তৃক বিশেষ দৃঢ় ভরসা পূর্ব্বক প্রার্থনা যে মহাশয়দিগের সদৃশ সদ্বংশ জাত মহোদয় জাতিকুলাশ্রয় মহাত্মা গণ ঐ সকল অন্যায় অঙ্গাঙ্গি রহিত করিয়া দেশ কাল ব্যবহার দৃষ্টে শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্মাভিপ্রায় সম্মত এবং ন্যায় ও যুক্তি সংযত সাধারণ পক্ষে বিনা গণতা সমতা বিধায় বিচার করিতে অবশ্যই আজ্ঞা করিবেন। যেহেতু পতিতের পরিত্রাণ লোকের জাতিকুল দান বিশেষতঃ সাধারণ পক্ষে সমান অকুতো ভয় বিনা লোভ গণতা রহিত ক্ষমাবান ও শাস্ত্রের সর্ব্বাংশে তুল্য দৃষ্টি ও দ্রাঢ্য পূর্ব্বক সমান মহান ও অতিপ্রধান সর্ব্বতো ভাবে যোগ্য প্রতাপবান [যাঁহারা মহদ্বংশজাত প্রযুক্ত স্বভাবতঃ পরদুঃখে দুঃখী ও পরদায়ে কাতর] কর্ত্তৃক মনোযোগ

অতএব দেশ কাল বিবেচনায় সমতা বিধায় বিচার করুন।

মহত্তের সাহায্য ভিন্ন পতিত ত্রাণ দুঃসাধ্য]

ও শূরত্ব প্রকাশ ব্যতীত অন্যের দুঃসাধ্য, তদিতর নিষ্ঠুর সাহঙ্কারি বিদূষক পর ছিদ্রানুসারি জন কর্তৃক বরং এমৎ মহৎ কার্য্য সাধনোদ্যোগে অন্যায় প্রতিকূল তর্ক আপত্তি বহুবিধ ব্যাঘাৎ সম্ভব। যেমন তাঁহাদিগের মধ্যে কোন২ পণ্ডিতাভিমানি ব্যক্তি উপস্থিত বিষয় স্বম্বন্ধে কহেন "যে এমত প্রকরণ একাকার করিবার লক্ষণ" কিন্তু কি চমৎকার হিতে বিপরীত ব্যবহার। প্রাগুক্ত রূপ বিনা প্রায়শ্চিত্ত সুখোন্মত্ত সর্ব্ব প্রকার ব্যবহারে রত স্বেচ্ছাচারিগণ সহিৎ যাঁহারা অম্লান বদনে অন্নাদি ভোজন প্রভৃতি সকল করণ কারণ করিয়া আসিতেছেন তাঁহারাই এমত পতিতকে যে যাহারা ঈশ্বরানুসন্ধান জন্য ভ্রমক্রমে ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাবলম্বি হয় প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সংগ্রহণে ভূরি২ আপত্তি ও বিতরাগি তদুদ্যোগি পক্ষ প্রতি ঐরূপ কটাক্ষ

তদিতর জন কর্তৃক বরং ব্যাঘাৎ সম্ভব।

করেন। হায় কালের কি অপূর্ব্ব গতি লোকের কি বিচিত্র মতি ধর্ম্মানুষ্ঠানের কি অদ্ভুত রীতি পদ্ধতি! যথা বৃথা মাংসাসী বৈধমাংস প্রতি দ্বেষী, আত্মমতই প্রবল অতি সেই তাঁহাদিগের স্মৃতি অপরস্থা কিম্ভবিষ্যতি!!!

ইতিপূর্ব্ব মহাত্মাগণ কত শত অধম ও পতিত ত্রাণ করিয়াছেন যথা অধম নিস্তারি জনহিতকারি ৺ চৈতন্য দেব ভগবন্নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তণ দ্বারা কএক জন জাত মুসলমানকে উদ্ধার করণক হিন্দু মণ্ডলি মধ্যে উচ্চ ও বহুজন পূজ্য পদ দেন, এবং স্বর্গগত পরোপকার রত রামদুলাল সরকার মহাশয় কঞ্চিৎ মুসলমান ধর্ম্মে বিগত পতিত হিন্দু ব্যক্তিকে উদ্ধারান্তে বৃহৎসমারহ পূর্ব্বক সমন্বয় দ্বারা হিন্দুজাতি মধ্যে পুনর্ব্বার চলন করেন।

ইতিপূর্ব্ব মহাত্মারা জাতাজাত ম্লেচ্ছ উদ্ধার করিয়াছেন।

অধুনাও অনেকানেক সদ্বিবেচক

৮/

মহাশয়গণ আত্মং পরিবার স্বজন মধ্যে কখন কোন বালক কৃশ্চ্যন ধর্ম্মাবলম্বন করিলে ও তাহা বিশেষ ব্যক্ত না হইতে তাহাকে প্রাপ্ত হইলে অতি সং গোপন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করনক তাহাকে স্বপরিবারে ও সমাজে চলন করিয়া থাকেন, তদ্দোষোপলক্ষে তাঁহাদিগকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে কালের গতি প্রযুক্ত অর্থাৎ ঐ সকল প্রাতঃস্মরণীয় জনাভাবে তাঁহারা ভীত হইয়া তদুত্তরে সর্ব্ববাদি সম্মত যে প্রসিদ্ধ প্রবঞ্চনা চলিত আছে তাহাই অবলম্বন পূর্ব্বক কহিয়া থাকেন যে " সে সকল জনরব কেবল অপবাদ মাত্র " পরন্তু পতিত বালকের অন্বেষণ ও আয় ত্ত বিষয়ে বিলম্ব হইলে এবং তৎসম্পর্কীয় বিধর্ম্মাচরণ বিস্তার পূর্ব্বক প্রকাশ পাইলে লোকভয় প্রতিবন্ধে তাহার

ইদানী কেহং গোপনে প ত্তিত সংগ্রহ করেন।

পিতা মাতাদি জীবিত পুত্র শোকাকুলে মগ্নভূত চিরদিন দীন প্রায় দুঃখে দিন পাত করে।

এতন্নিমিত্ত প্রবিধান করিতে অনুমতি হয়, ধর্ম্মাশ্রয় মহাশয়রা, ! যে ঐ সকল প্রাচীন মহাত্মাদিগের জন নিস্তার যশোবিস্তার বৎ উক্ত সৎকর্ম্ম সকল আমাদিগের সর্ব্ব সাধারণ পক্ষে উদ্বোধ হল স্বরূপ গ্রহণ করা উচিৎ এবং তৎ পথ প্রদর্শনানুসারে তাঁহাদিগের পশ্চাৎ গামী হইয়া শাস্ত্রে সম্পূর্ণ ব্রাত্য সংস্থাপন করিয়া ভ্রান্তিবশতঃ ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাবলম্বন নিমিত্ত জাতিভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রার্থনামতে সাধারণ সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট রূপে উদ্ধার করণ ও তজ্জাতীয় সমগ্র ব্যক্তির সহিত চলন বিষয়ে স্পষ্ট অনুজ্ঞা প্রদান করুন, যদ্দ্বারা পতিতোদ্ধার স্বরূপ ধর্ম্মলাভ ব্যতিরিক্ত পূর্ব্বোক্ত অবিচার বিষয়ে যাহা শাস্ত্র বিপরীত কি

মহাত্মাদিগের পশ্চাৎগামী হইয়া পণ্ডিতের নিষ্কৃতি করুন।

একৰ্ম্মে ত্রিবি
ধ ধৰ্ম্ম ও উভ
য় লোকে কু
শল

ব্যবহার সহকারে প্রযুক্ত প্রায় চলিত আছে যথার্থ বিচার করণক এঅংশেও ধর্ম্ম সংস্থাপন করা হয়, এবং তথাবিধ আমাদিগের শাস্ত্র উক্ত মত সম্পূর্ণ দৃঢ়তা পূর্ব্বক পালনে তদংশেও ধর্ম্ম সঞ্চয়, এতাবতা নিশ্চয় যে একৰ্ম্ম দ্বারা অনায়াসে ত্রিবিধ ধর্ম্ম লাভ সম্ভব, এবং তদ্ধর্ম্মাৎ উপস্থিত ব্যাপারে সানুকূল ও সহকারি সকল ব্যক্তি সম্বন্ধে পরলোক নিস্তার ইহলোকে পরোপকার হেতু: যশোবিস্তার।

এবিষয় সিদ্ধা
সিদ্ধ দুইবিধা
য় উদ্যোগি
পক্ষ পুরস্কৃত
এবং প্রতিযো
গী তিরস্কৃত

যদিও কোন প্রকার দৈব ঘটনাৎ এবিষয় আপাততঃ সুসিদ্ধ না হয় তথাচ উদ্যোগিগণ আত্ম আত্ম সাধ্যানুসারে প্রতিকার চেষ্টা করণক উক্ত ধর্ম্ম ও প্রতিষ্ঠা অংশে প্রায় তুল্য ফলভোগী, পরন্তু তদ্বিপরীতে প্রতিযোগি ব্যক্তিরা উভয়াংশেই অপুরস্কৃত অর্থাৎ এবিষয় ভ্রষ্ট হইলে অখ্যাতির নিমিত্ত এবং

সকল হইলেও কাপুরুষের কারণ হইবেন।

অপরঞ্চ যে যে ব্যক্তি অবোধ পুরস্কারে এই মহৎ উদ্যোগ ভঙ্গ করিবেন তাঁহাদিগকেও এই ব্যবস্থা চলনাভাবে কালেতে স্বতন্তঃ পরতঃ উক্ত মত ব্যভিচারে পতিত দায়গ্রস্তভূত এবং তদুদ্ধার উপায় রহিত প্রযুক্ত চিরকাল রোদণ করিতে হইবে ও তখন উপস্থিত কর্ম্ম সম্পর্কে বিপক্ষতা স্বরূপ স্বকৃত কার্য্যের প্রতি ধিক্‌কার পূর্ব্বক আক্ষেপ সার হইবে।

ইহার প্রতিকুলতা পরে আক্ষেপের কারণ হইবে

এমত কেহ ভ্রান্তি না করেন যে এদায় তাঁহার স্বকূলে ঘটিবে না, কারণ যখন এপ্রদেশে মিসনরি দস্যুদল ধনে জনে ছলে কৌশলে অতি প্রবল রাজসাহায্যে দর্পিত সর্ব্বদা সকল স্থানে সচেষ্টা সন্ধানে দিনে দিনে বৃদ্ধি পূর্ব্বক প্রবৃত্ত আছে তখন কে, কতক্ষণ সাবধানে সমর্থ হইবেন এবং সে বিপদে পড়িলে কাহার দোহা

এদায়ে কেহ নির্লিপ্ত থাকিতে পারিবেন না।

ই দিবেন যেহেতু উক্ত মত বিপদগ্রস্ত দিগের যে রোদণ তাহা উপস্থিত বিচার কর্ত্তারা তদ্ধর্ম্মাক্রান্ত প্রযুক্ত মহোল্লাস যুক্ত শ্রবণ করেন।

অতঃপর সদ্গুণাকর সুবিজ্ঞবর মহাশয়রা উদিত বিষয় প্রতি মনোযোগ পূর্ব্বক বিশেষ বিবেচনা করিয়া বর্ত্তমান সময়কে শেষ সাবকাশ জানিয়া হিন্দু জাতির চিহ্ন থাকিতে এমত বিহিত উপায় ত্বরায় করিতে আদেশ হয় যদ্দ্বারা পৃথিবী এককালে হিন্দু শূন্যাভূতা বেদ বিহিত সনাতন ধর্ম্ম নিতান্ত লোপ না হয় অর্থাৎ ভ্রান্ত ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাবলম্বনে পতিত হিন্দুদিগকে তাহাদিগের প্রার্থনা মতে আমাদিগের উক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র ব্যবস্থানুযায়ি সংস্কার দ্বারা উদ্ধার ও স্বজাতি সহিত ব্যবহার করণ সর্ব্ব সাধারণ পক্ষে আজ্ঞা করেন ইতি।

অথ ব্যবস্থা পত্র

বাল্যাবধি ম্লেচ্ছ গুরু স্বীকৃত বুদ্ধিতয়া ধর্ম্মভ্রমেণ স্বস্ব ধর্ম্ম বিরুদ্ধ ম্লেচ্ছাদি ভজনাপেষণাদ স্বস্বজাতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ম্লেচ্ছধর্ম্ম গ্রহণাদি বুদ্ধি পূর্ব্বক বহুতর কুৎসিত কর্ম্মানুষ্ঠানেন পতিতানামপি কৃতচতুর্বিংশতি বার্ষিকাদ্যনু কল্পাশীত্যুত্তর শতত্রয় কার্ষাপণদানাদিরূপ যথোক্ত প্রায়শ্চিত্তানাং ব্যবহার্য্যত্ব মস্ত্যেব তাদৃশ পাতিত্য ব্যাক্তেরধর্ম্মবুদ্ধি পূর্ব্বকত্ব জন্যত্বা ভাবেন প্রায়শ্চিত্তানপনেয়া ব্যবহার্য্যতা নাপাদকত্বাৎ সত্যামেবা ধর্ম্ম বুদ্ধ্যোৎকটাত গৌরবোদয়াৎ তস্যৈবতদাপাদকতয়া বশ্যং বক্তব্যত্বাৎ জাতিগুর্ব্বাদি কৃতাপকৃষ্ট কর্ত্তৃক বুদ্ধি পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ বধজন্য পাতিত্য ব্যাক্তে গুরুতয়া এব প্রায়শ্চিত্তা নপনেয় ব্যবহার্য্যতা পাদকস্য শূলপাণি প্রভৃতিভির্দর্শিতত্বাৎ তথৈব কল্পনস্য ন্যায্যত্বাদতএব স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যেণাপি এতেন যদ্যপি ব্যভিচারি স্ত্রীবধে অল্পমেব প্রায়শ্চিত্তং তথাপি বাচনিকোয়ং ব্যবহার প্রতিবেধঃ। ইতি মিতাক্ষরোক্তং নযুক্তিসহং। কেবলং শাস্ত্র মাশ্রিত্য নকর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্ম হানিঃ প্রজায়তে। ইতি বৃহস্পত্যুক্তে রিত্যুক্তং “ নহু সগরস্যাৎ প্রতিজ্ঞাঞ্চ গুরোর্বাক্যং নিশম্যচ। ধর্ম্মং জঘান

তেষাংবৈ বেশান্যত্বং চকারহ । ইতি হরিবংশোক্তবৎ তথা কৃতান্ যবনাদীনুপক্রম্য তেচাত্মধর্ম্ম পরিত্যাগান্ ম্লেচ্ছতাং যযুরিতি বিষ্ণুপুরাণোক্তবচ্চ আত্মধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ম্লেচ্ছধর্ম্ম গ্রহণাদিনা ম্লেচ্ছতাং প্রাপ্তানাং কথং প্রায়শ্চিত্তীয়তা কথং বা কৃত প্রায়শ্চিত্তানাং ব্যবহার্য্যতা তথাচেদ্দ্বংপিবা ম্লেচ্ছ জাতীনামপি প্রায়শ্চিত্তীয়তা বাব হার্য্যতাচ স্যাদিতি চেন্ন ., তৎপরম্পরয়া সপ্তম পঞ্চমাদি অস্মাবধেঃ প্রায়শ্চিত্ত দর্শনাৎ জাতি পোপ্যানন্তর এবা ব্যবহার্য্যতায়াঃ প্রায়শ্চিত্তানপনে যত্না দতো ম্লেচ্ছ জাতীনাং প্রায়শ্চিত্তীযত্বা ব্যবহার্য্যতাচ নাশঙ্কনীয়া যাতু অভ্যাসা দিনা পাতিত্য ব্যক্তিকরণেনা সাজানক্রত জন্যাপি অভ্যা সাধিক্যেন গুরুতরা ভনিত্বং নার্হতি যতস্তদনন্তরং অভ্যাস স্যপর পাপব্যক্তে রেবোৎপাদকো নতুতস্যা উৎকর্ষং জন য়তি জাতিব্রহ্মবধজন্য পাতিত্যস্য তাদৃশাস্তরজন্য পাতিত্য স্বাদিতি স্মার্ত্ত শূলপাণি মত পরিষ্কৃত, ব্যবস্থা ॥ ইতি বিদুষাং পরামর্শঃ ॥

অত্র প্রমাণং ॥ ইয়ং বিশুদ্ধি রুদিতা প্রমাপ্যা কামতো দ্বিজং । কামতো ব্রাহ্মণবধে নিষ্কৃতির্নাভিধীয়তে॥ ইতি মনুবচনং ইয়ানিতি । এতত্তু প্রায়শ্চিত্তং বিশেষোপ দেশমন্তরেণাকামতো ব্রাহ্মণবধেহভিহিতং কামতস্ত্ব ব্রাহ্মণ বধেনেয়ং নিষ্কৃতির্নৈতৎ প্রায়শ্চিত্তং কিন্তুতোদ্বিগু ণাদি করণাত্মক মিতি প্রায়শ্চিত্ত গৌরবার্থং নতুপ্রায়শ্চিত্তা ভাবার্থং কামতস্ত্ব কৃতংমোহাৎ প্রায়শ্চিত্তৈঃ পৃথক্ বিধৈ

রিতি পূর্ব্বোক্ত বিরোধাদিতি কুল্লূকভট্ট ব্যাখ্যানং মোহা
দিতি মোহশব্দেন দেবেন্দ্র বুদ্ধিপূর্ব্ব ব্যতিক্রম ইত্যাদি
ভবিষ্যোক্ত বুদ্ধি শব্দোপাত্যধর্ম্মজ্ঞান মেবাভিধত্তে সত্য
ধর্ম্মজ্ঞানে পাপগৌরবার্থ [illegible] মুক্তং মোহাদিতি শূলপাণি
লিখনং। যথা ভবিষ্যে মহেশ্বরপাদাঃ। কামতো ব্রাহ্মণ
বধে যদেতন্মনুনোদিতং। একান্ততো বিপ্রবধ বর্জ্জনার্থ
মুদীরিতং। যদা ক্ষত্রাদি বিষয়মেবৈতদ্বচনং বিদুঃ॥ গুণা
ন্বিতস্ত যো বিপ্রং গুণৈর্হীনস্ত কামতঃ। কিঞ্চোক্তি বুদ্ধি
পূর্ব্বস্তু নতস্যেহ্যা নিষ্কৃতিঃ। বিট্ শূদ্রাণাং বিশেষেণ
হনতাং কামতো দ্বিজং। প্রাণান্তিকাভবেৎ পুংস্ত্র কামতো
নির্গুণে হতে॥ সগুণে নির্গুণে কামান্নিষ্কৃতি নবিধীয়তে।
বিপ্রবধ বর্জ্জনার্থমিত্যনেন নিন্দার্থবোক্তা অতোজ্ঞানতো
ব্রাহ্মণস্য সগুণ নির্গুণ ব্রাহ্মণবধে দ্বাদশবার্ষিকাদি ব্রতং।
কামতস্তু যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত প্রকারেণ মরণং ক্ষত্রিয়াদীনাং
নির্গুণ ব্রাহ্মণবধেপ্যেবং সগুণ ব্রাহ্মণ বধে নিষ্কৃত্যভাবঃ।
বস্তুতস্তু নিষ্কৃত্যভাব বচনং মনুনা নিরূপিত চতুর্বিংশতি
বার্ষিক প্রায়শ্চিত্তাপেক্ষতে নাবগন্তব্যং ভাবপরং নতু
প্রায়শ্চিত্তাভাবার্থ মিতি প্রায়শ্চিত্ত বিবেক লিখনং॥
অত্রৈব ভবিষ্যোক্ত নিষ্কৃত্যভাবে বিশেষমাহ বস্তুত
স্তিতি ক্ষত্রিয়াদীনাং সগুণ ব্রাহ্মণবধে ভবিষ্য মনু বচ
নাভ্যাং নিষ্কৃতি নাস্তীতি যদুক্তং তদ্ব্যবহার্য্যতে। বিষয়মিতি
প্রায়শ্চিত্ত বিবেক টীকাকৃদ্গোবিন্দানন্দ লিখনং "জাতুষ্যং
কর্ষোযুগেজ্ঞেয়ঃ সপ্তমে পঞ্চমেপিবা। ব্যত্যয়ে কর্ম্মণাং

সাম্যং পূর্ব্ববদধরোত্তরং । ইতি যাজ্ঞবল্ক্য বচনং । জাত যো মূর্দ্ধাভিষিক্তাদ্যাঃ তাসা মুৎকর্ষো ব্রাহ্মণত্বাদি প্রাপ্তিঃ । জাত্যুৎকর্ষো যুগে জন্মনি সপ্তমে পঞ্চমেপ্যপি শব্দাৎ । ষষ্ঠেবা বোদ্ধব্যঃ । কিঞ্চ কর্ম্মণাং ব্যত্যয়ে বৃত্ত্যর্থানাং কর্ম্মণাং ব্যত্যয়ে বিপর্য্যাসে যস্য হীন বর্ণস্য কর্ম্মণা জীবতি তৎসমান জাতিত্বং ভবতি । তদযথা ব্রাহ্মণঃ শূদ্র বৃত্ত্যা জীবন্ তামপরিত্যজ্য যদি পুত্র মুৎপাদয়তি সোপি তয়ৈব বৃত্ত্যা জীবন্ সপ্তমে শূদ্রং ক্ষত্রিয়োপি শূদ্র বৃত্ত্যা জীবন্ ষষ্ঠে শূদ্রং বৈশ্যোপি শূদ্রবৃত্ত্যা জীবন্ তামপরিত্যজন্ পুত্রং মুৎপাদয়তি সোপ্যপরং এবং ক্রমেণ পঞ্চমে শূদ্রং জনয়তি ইত্যাদি মিতাক্ষরা ব্যাখ্যানং শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সাচেৎ প্রজায়তে । অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যা সপ্তমাদ্যুগাৎ । শূদ্রো ব্রাহ্মণ তামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং । শনকৈস্তু ক্রিয়া লোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়ঃ জাতয়ঃ বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণা দর্শনে নচ । পৌণ্ড্রকা শ্চোড্র দ্রবিড়াঃ কাম্বোজাঃ যবনাঃ শকাঃ । পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ মুখ বাহূ রুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ । ম্লেচ্ছ বাচ শ্চার্য্য বাচঃ সর্ব্বেতে দস্যবঃ স্মৃতাঃ ॥ ইতি মনুবচনং । শনকৈরিতি ইমা বক্ষ্যমাণাঃ ক্ষত্রিয় জাতয় উপনয়নাদি ক্রিয়া লোপেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ যাজনা ধ্যাপন প্রায়শ্চিত্তাদ্যর্থ দর্শনাভাবেন শনৈ-শনৈর্লোকে শূদ্রতাং প্রাপ্তাঃ পৌণ্ড্রকা ইতি পৌণ্ড্রদেশোদ্ভবাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সন্তঃ ক্রিয়া লোপাদিনা শূদ্রত্ব মাপন্নাঃ । মুখেতি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাণাং

অধ্যাপক মহাশয়

স্বাক্ষর কারিদিগের নাম

শ্রীকাশীশ্বর শর্ম্মণাম্
সাং বহির্গাছী

শ্রীব্রজকুমার শর্ম্মণাম্
সাং বংশবাটী

শ্রীশিবনারায়ণ শর্ম্মণাম্
সাং মহেশ্বর পুর

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ শর্ম্মণাম্
সাং আগড়পাড়া

শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণাম্
সাং পুঁড়া

শ্রীবনমালি শর্ম্মণাম্
সাং কুমারহট্ট

শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণাম্
সাং পানিহাট্যা।৭

শ্রীতারাচাঁদ দেবশর্ম্মণাম্
সাং পম্পুর

শ্রীরাখালদাস শর্ম্মণাম্
সাং কুলীনগ্রাম

শ্রীবিশ্বনাথ দেবশর্ম্মণাম্ বর্দ্ধমান সান্নিধ্য

সাং মির্জাপুর

শ্রীঠাকুরদাস দেবশর্ম্মণাম্

নরীট্য গ্রামনিবাসিনাং

শ্রীহরিনারায়ণ দেবশর্ম্মণাম

নাকিসাদলার্দ্ধ্যস্থাননিবাসিনাং

শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণাম স্থানান্তরে

সাং কাশীপুর

শ্রীশিবচন্দ্র শর্ম্মণাম্

সাং বারাসাত

শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মণাম

সাং ত্রিবেণী

শ্রীআনন্দচন্দ্র শর্ম্মণাম্

সাং সিমুলা

শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীকালীদাস শর্ম্মণাম্

সাং দলপতিপুর

শ্রীমধুসূদন শর্ম্মণাম্

সাং হরিনাভি

শ্রীগঙ্গানারায়ণ শর্ম্মণাম্

সাং ফুলেবেলগড়ে

শ্রীরাজনারায়ণ শর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মণাম্

সাং বংশবাটী

শ্রীকালীদেব শর্ম্মণাম্

সাং মাজেদ

শ্রীভবদেব শর্ম্মণাম্

সাং ফরাশডাঙ্গা

শ্রীকান্তিচন্দ্র শর্ম্মণাম্

সাং অম্বিকা

শ্রীকালীকান্ত শর্ম্মণাম্

সাং আনন্দধাম

শ্রীরামনৃসিংহ শর্ম্মণাম্

সাং শান্তিপুর

শ্রীকালাচাঁদ শর্ম্মণাম্

সাং দেঁপুর

শ্রীব্রহ্মণ্য দেবশর্ম্মণাম্

সাং বংশবাটী

১৫২

শ্রীগয়ারামশর্ম্মণাম্

বেড়াগড়ি

শ্রীপ্রেমচাঁদ শর্ম্মণাম্

কণ্টকপুষ্করিণী নিবাসিনাং

শ্রীপ্রভাকর শর্ম্মণাম্
শ্রীগোলকনাথ শর্ম্মণাম্ } সাং নবদ্বীপ
শ্রীলক্ষ্মীকান্ত শর্ম্মণাম
শ্রীব্রজনাথ শর্ম্মণাম
শ্রীরামলোচন শর্ম্মণাম্

শ্রীচণ্ডীচরণ শর্ম্মণাম্

রাজপুর নিবাসিনাং

শ্রীরামরত্ন দেবশর্ম্মণাম

সাং খালি

শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মণাম্

নবদ্বীপ নিবাসিনাং

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ শর্ম্মণাম্ সাং বংশবাটী

শ্রীভৈরবচন্দ্র তর্কপঞ্চানন

সাং নবদ্বীপ

শ্রীমাধবচন্দ্র শর্ম্মণাম্ সাং ঐ

শ্রীআনন্দময় দেবশর্ম্মণাম্ সাং খাড়েপল্লী

শ্রী নৃসিংহ দেবশর্ম্মণাম্ সাং নবদ্বীপ

শ্রীনবীনচন্দ্র শর্ম্মণাম্

সাং বালিগ্রী—

শ্রীনবকৃষ্ণ শর্ম্মণাম্

ফোগলকুঁড়ে নিবাসিনাং

শ্রীযজ্ঞেশ্বর শর্ম্মণাম্

সাং জোড়া বাগান

শ্রীমধুসূদন শর্ম্মণাম্

সাং ত্রিবেণী

শ্রীউমাচরণ শর্ম্মণাম্

নবদ্বীপ নিবাসিনাং

শ্রীরামমোহন দেবশর্ম্মণাম্

সাং হরিপাল

শ্রীহরিনারায়ণ শর্ম্মণাম্

হাসিফলয়া নিবাসিনাং

শ্রীকালীদাস দেবশর্ম্মণাম্ সাং [illegible]

শ্রীপীতাম্বর শর্ম্মণাম্ সাং [illegible]

শ্রীমধুসূদন দেবশর্ম্মণাম্ সাং গৌরিপল্লী—

শ্রীগোপালচন্দ্র শর্ম্মণাম্

সাং সোভাবাজার

শ্রীকৃষ্ণকমল দেবশর্ম্মণাম্

সাং [illegible]—

শ্রীতিত্তরাম শর্ম্মণাম্ বিপ্রপুষ্করণী নিবাসিনাং

আরিয়াদহ-নিবাসিনাং

শ্রীরামদাস দেবশর্ম্মণাম্

সাং ত্রিবেণী

শ্রীঅক্রুর শর্ম্মণাম্ সাং বিপ্রপুষ্করণী

শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মণাম্ সাং [illegible]পুর

শ্রীচন্দ্রকান্ত দেবশর্ম্মণাম্

শ্রীরামকুমার শর্ম্মণাম্

বিজুর গ্রামস্থ

শ্রীরাজকুমার শর্ম্মণাম্

শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণাম্

শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণাম্

সাং সোনাগাছী

শ্রীকালাচাঁদ দেবশর্ম্মণাম্

সাং ভাটপুর

শ্রীশ্রীনারায়ণ দেবশর্ম্মণাম্

সাং গোবরডাঙ্গা

শ্রীকালীনাথ দেবশর্ম্মণাম্ সাং বান্দপাড়া

শ্রীপীতাম্বর শর্ম্মণাম্

সাং বরাহনগর

~~শ্রীজয়শঙ্কর শর্ম্মণাম্~~

শ্রীউমাকান্ত শর্ম্মণাম্ সাং উত্তরপাড়া

শ্রীরামগোপাল দেবশর্ম্মণাম্

সাং সিমুলিয়া

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ শর্ম্মণাম্

বালি নিবাসিনাং

শ্রীচণ্ডীচরণ শর্ম্মণাম্

সাং কামারহাটি

শ্রীরামেশ্বর দেবশর্ম্মণাম্

সাং উলা

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মণাম্

সাং ময়মনসিং

শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মণাম্

সাং গুপ্তপল্লী

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্

মাহেশ নিবাসিনাং

শ্রীরামকমল দেবশর্ম্মণাম্

রানাঘাট নিবাসিনাং

শ্রীদীনবন্ধু শর্ম্মণাম্

সাং কোন্নগর

শ্রীরুদ্রেশ্বর শর্ম্মণাম্

শ্রীপীতাম্বর শর্ম্মণাম্

সাং গোপীবাগান

শ্রীহরমোহন শর্ম্মণাম্

সাং আরিয়াদহ

শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্করত্ন

সাং নবদ্বীপ

শ্রীগঙ্গানারায়ণ শর্ম্মণাম্

সাং নন্দনবাগান

শ্রীকালীচরণ শর্ম্মণাম্

শ্রীনীলমণি সার্ব্বভৌম

সাং নবদ্বীপ

শ্রীরামেশ্বর বিদ্যারত্ন

~~শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণাম্~~

চিঙ্গিড়িপোতা নিবাসিনাং

শ্রীহরচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্

শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণাম্

শ্রীরূপপ্রসাদ শর্ম্মণাম্

সাং নবদ্বীপ

শ্রীআনন্দচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্